

শ্রীকେदारनाथ दत्त

प्रणीत ग्रन्थेर

विज्ञापन ।

नलिनीकान्त ।

गद्य, पद्येय नाना ललित सम्युक्त शृङ्गार उ कर्तुण रूमाश्रित एक नवीन उपाख्यान । “ईहा नाटक भावे रूचित, काव्य भावे वर्णित एवं उपाख्यानश्रित ।” एहै ग्रन्थ विलाडी ग्रन्थेर न्याय उक्कै बाकाई हईया १ टाका मूलेय सकल पुस्तकालये एवं हाटिखोला माणिक बन्नुर लेने १२४१७ नं भवने विक्रय हईतेछे । पत्नीग्रामह आहकेर मूल्य प्रेरणे विना मासूले पाईते पारिबेन ।

अनाथिनी कुलकामिनी,

अथवा

प्रमदा उ हृदयेण ।

उक्त नामधेय कर्तुण उ आदि रूमाश्रित काव्य नाना सुललित हृद निबन्धे मुद्रित हईतेछे, ईहार यष्टना जगन्मनोलाभा अश्विका कालनाय हय, कुलीन-जेर दोषारोपण ईहार उद्देश्य । मूल्य—।०



ভারতবর্ষের ইতিহাস।

হিন্দু ও মোসলমানদিগের রাজত্ব এবং ইংরাজদিগের
রাজ্যারম্ভের বিষয়।

গবর্ণমেণ্ট ও অন্যান্য স্কুলের জন্য

“নলিনীকান্ত” প্রভৃতির গ্রন্থকার

শ্রীকেশরনাথ দত্ত

দ্বারা প্রণীত।

কলিকাতা মুদ্রাক্ষর যন্ত্রে

শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোং দ্বারা বাহির হুজাপুর,

• ১৩ সঙ্খ্যাক ভবনে মুদ্রিত।

th

[মূল্য ১ টাকা মাত্র।]

১৮৬০



REVEREND J. LONG.

SIR,

ERE my presenting this little volume to the public, it needs inscribing to one, who has devoted his whole time to intellectual and moral pursuits. Nothing is more degrading to a disinterested and well-intentioned writer, than to wheedle some titled Aristocrat and plunge into the level with his vassels. But my intention is far above this vile turn. I flatter myself in paying my respects to you for no other consideration than your being a promoter of the vernacular language and exerting the pith of your energies for its improvement.

Few as our writers are, and unfortunately their works being limited to translation, few have until now volunteered into the path of real improvement. In fact, the Bengallee language, is still in its cradle. The more than half century's cultivation, of the easiest language in the world, has chiefly sowed the seed of translation, excepting some dramatic works of little merit.

This History of India, is the first original work of the kind, and I feel myself contented in filling a *desideratum*. It is written "with a free and unprejudiced pen." The wild notions of men like Mill, Ward and Marslunan, their misinterpretation of the Hindoo character, manners, &c. have been strenuously impugned.

The Hindoo period, presents the history from the creation, according to the *Puranas*, down to the reigns of Magadha dynasty. I spared neither time, nor trouble, to delineate the annals of the Solar and Lunar races of Kings. A summary of the Hindoo religion, with a succinct outline of different religious sects, of science, literature, arts, commerce, &c., is also attached. The Mahomedan period includes, the invasion of India by that nation, down to the reign of Shah Alum the Second. The work concludes with the settlement of Europeans in India, the conquest of Carnatic and the battle of Plassy, being the origin of the British Government.

Be it remembered, that the Indian history, is divided into different Eras, instituted by different Kings, of which the Bengallee era is most used. It agrees pretty nearly with the Mahomedan era of the Yegira. I have with much labor, given

the exact period of every occurrence, by means of calculation, with the Bengallee era, agreeably with the era of Christ. The Anti-Christian era is agreed with the era of the Calee Yoog. Thus far, the Chronological order, is all through preserved. A little indulgence must be granted to me for the inaccuracies of particular chapters and heads, the misarrangement of a note or two and other defects, which might easily be understood by writers in general, to arise from the evil system of the native press. My History of India, would have been thrice as bulky had it been composed as ordinary Bengallee books are. To lessen the expense and make it cheaper it was composed in small types and in one lead. The following is the list of works, English and Vernacular, from which this History of India is principally compiled.

Professor Wilson's edition of Mill's India, Col. Dow's Hindoostan, Ward on the Hindoos, Gleig's India, Elphinstone's ditto, Marshman's ditto, Murray's British India, Stewart's Bengal, Asiatic Researches, partly, Macaulay's Critical and Historical essay on Lord Clive, Encyclopedia Britannica, the *Ramayana*, the *Mohabbharata*, *Manoo Sanghita*, *Surbartha Poornachundra*, *Bibi Dharta Sangraha*, &c., &c., &c.

I intend, to continue the history to the present time and have written and reserved some accounts for that purpose.

Now it is my province, to request the public generally, and you particularly, to support and encourage this my unskilful undertaking.

I have the honor to be

Sir,

Your most obedient Servant,

KADER NAUTH DUTT.

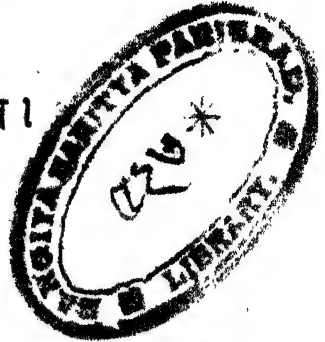
Hautkholah, April, 1860.



ভারতবর্ষের ইতিহাস ।



প্রথম অধ্যায় ।



ইতিহাস শব্দের অর্থ—ইতিহাসবেত্তার কি করা উপযুক্ত—অসভ্যাবস্থা মনুষ্য কি প্রকারে ইতিহাস বুদ্ধি করে—ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের কর্তৃক সৃষ্টির তিন তিন কাল নিরূপণ—ব্যাস, বাল্মীকি ও বেদ মহাত্ম্যাদির কাল—কলিযুগের কাল—ইংলণ্ডীয় কোন কোন বিশ্বজ্ঞাননির্ধায়ক বাইবেলানুযায়ী সৃষ্টির কাল অগ্রাহ্য করেন—ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ও শক্তির উৎপত্তি—ব্রহ্মার সৃষ্টির অন্তান ও ভূতাদি সৃজন—ব্রহ্মের গুণ ভেদে নাম ভেদ—অণু হইতে সূর্য, মর্ত, আকাশ উৎপন্ন হয়—পঞ্চ প্রকার অবিদ্যার সৃষ্টি—উদ্ভিদ, তিৰ্য্যাকস্রোত, উর্কস্রোত এবং অর্কাকস্রোতের সৃষ্টি—ব্রহ্মার দেহ বিভাগ ও মমুর উৎপত্তি—ব্রহ্মার নবম মানস পুত্র—ব্রহ্মা রুদ্র সৃষ্টি করিয়া ভদ্রেহ বিভাগ করতঃ নামকরণ করেন—মমুর উত্তানপাদাদি সন্তান উৎপত্তি—ধ্রুব—দক্ষ চতুর্বিংশতি কন্যা উৎপন্ন করিয়া পুলস্ত্যাদিকে সম্প্রদান করেন—দক্ষের দ্বারায় দেব, ঋষি, হর্ষাশ্ব, সবলাশ্ব, পুত্র ও যাইটী কন্যা সৃজন—কস্যপ কর্তৃক দেব, ঈদত্য, গন্ধর্বাদি সৃষ্টি—চাতুর্ধ্বজবিভাগ—মানব প্রকৃতির অসভ্য অবস্থা ও তৎকালিক ব্যবহার ।

‘ইতিহাস’ শব্দের অর্থ পৃথিবীস্থ কোন স্থানের সমস্ত বা কোন বিশেষ ঘটনা বর্ণন ; তাহা বিদ্যাই হউক, ধর্মই হউক, মনুষ্যদিগের রীতি, চরিত্র, পরম্পর বিগ্রহই বা হউক । ইহা দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বর্ণিত হয় যদ্বারা মনুষ্য যথেষ্ট জ্ঞান উদ্ভব করিতে সক্ষম হইয়েন । কোন উপদেশ দৃষ্টান্ত সমাধৃত হইলে অধিক উপকারজনক হইতে পারে । ডায়ওনিয়স নামক বিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা “ইতিহাস বিশ্বজ্ঞান শাস্ত্র দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষিত হয়” কহিয়াছেন ; অতএব সূক্ত হিতোপদেশ অপেক্ষা ইতিহাসে অধিক ফলোৎপন্ন হইয়া থাকে । কোন দেশের এক খানি প্রকৃত ইতিহাস রচনা করা সামান্য কর্ম নহে ; ইহাতে যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম ও বহু-দর্শিত্ব অপেক্ষা করে । দেশের প্রাক্কাল্যাবধি বর্তমানাবস্থা পর্য্যন্ত তাবৎ বৃত্তান্ত ইতিহাসবেত্তার জানা কর্তব্য ; অতিশয় নির্মল বুদ্ধির

প্রয়োজন ; সদস্য বিবেচনা, মানব প্রকৃতির দোষ, গুণ ও ঘটনাদি অবিকল বর্ণনাবশ্যক। তিনি বিজাতীয়ের প্রতি জাত-বৈর পরিত্যাগ ও স্বজাতীয়ের অমূলক প্রশংসাবাদ নিরাকরণ করিবেন, গণতা অবলম্বন করিবেন না। ইত্যাদি আচরণে তিনি যথার্থ ইতিহাসবেত্তা বলিয়া গণ্য হইবেন এবং অসামান্য মান প্রাপ্ত হইয়া অনির্কচনীয়া যশোরাশী লব্ধ করিবেন। পরন্তু তদ্বিপারিত করিলে তিনি নিন্দাস্পদ হইবেন এবং তাঁহার শ্রম বিফল হইবে। অতএব ইতিহাস রচনা অতি সূক্ষ্মচিন্তা কর্তব্য। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রকটন করা অতি দুষ্কর ; স্বদেশ ভাষিত ইতিহাসাভাবে আমাদিগকে দুঃশ্চেদ্য প্রতিবন্ধকতা প্রাপ্ত হইতে হয় এবং আমরা বিজাতীয় ভাষার গ্রন্থাদি অবলম্বন করিতে বাধ্য হই। পৃথিবীর জন্মান্বধি ইতিহাসের জন্ম হইয়াছে, কিন্তু পৃথিবী কোন সময়ে সৃজিত হইয়াছিল ইহা নিরূপণ করা অসম্ভব। পৃথিবী সৃজন, তথা মানব প্রভৃতি জীবচয়ে তাহা পুরীত হওনের অনেক পরে ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহা মনুষ্য দ্বারা পুরীত হইবা, মাত্রই যে প্রকাশ হইয়াছিল, তাহা কোন মতে বলা যাইতে পারে না। সৃজন মাত্রই মনুষ্যেরা সভ্য হয় নাই, তখন তাহারা অত্যন্ত অসভ্যাবস্থায় ছিল, ভাষা অপরিপক্ব ছিল এবং বিস্তীর্ণ হয় নাই। মনুষ্য কদাচ ঐন্দ্রশী অবস্থায় ইতিহাস প্রকাশ করণে সক্ষম হয় নাই ; তাহারা মুখাগত বা ক্যা দ্বারা পৃথ্বী সম্বন্ধীয় যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ ব্যক্ত করিতে পারিত হইত এবং তাহাও অতি অস্পষ্টরূপে, যদ্বারা তাহাদিগের পুত্র পৌত্রাদি ইতিহাস যৎসামান্য বুদ্ধি করিতে যত্ন করিত। তাহার সহস্র সহস্র বর্ষান্তে ভাষার কিঞ্চিৎ উন্নতি হইয়া থাকিবেক এবং তৎকালীন মনুষ্যগণ পরম্পরায় শ্রুত বা ক্যা প্রাপ্ত হইয়া আত্ম বিচক্ষণতা সহকারে ইতিহাস লেখনি নিবন্ধে সৃষ্টির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিল। অতএব তাহারা জগৎ সৃষ্টির বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল না এবং ইতিহাসের বাস্তবস্থা প্রযুক্ত তাহারা নানা অসম্ভব গল্প ইতিহাস মধ্যে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইত। এ হেতু ঐশ্বর কর্তৃক কোন সময়ে জগৎ সৃজিত হইয়াছিল আমরা বলিতে সক্ষম নহি। যদিও বিবিধ ভাষায় পৃথিবী সৃজন বিবরণ ও তৎকাল নিরূপণ হইয়াছে, কিন্তু পরস্পর অনৈক্য হইবাতে আমরা তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না। ইউরোপীয় কেহ কেহ পণ্ডিত কহেন, যে পৃথিবী ৪০০০ খ্রীষ্টাব্দে (২০০ কল্যাঙ্ক) সৃজিত হইয়াছিল, কেহ কেহ কহেন, ইহা ৪৩০৫ খ্রীষ্টাব্দে (১২০৫ কল্যাঙ্ক) সৃজন হয় ; কেহ ৫৮৭২ (২৭৭২ কল্যাঙ্ক) কেহ বা ৪০০৪ খ্রীষ্টাব্দে (১০০৪ কল্যাঙ্ক) সৃষ্টির কাল নির্ণয় করিয়াছেন তন্মধ্যে পশ্চাত্ত

মত সর্ম্মসাধারণ । এ বিষয় সত্য নিখ্যা বিবেচনা করা কঠিনকর । পরন্তু পৃথিবী স্বজন অবধি খ্রীষ্টের জন্ম পর্য্যন্ত কোন জাতির সাংস্কৃতিক বা শক নিশ্চয় নির্ধারিত নাই । ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ৩:০২ খ্রীষ্টাব্দে কলি-যুগের আরম্ভ বা সঙ্ক্যাকাল নিরূপিত করিয়াছেন এবং মহাভারতের কাল ২০০০ * খ্রীষ্টাব্দ (১১০০ কল্যাঙ্ক) কোন কোন ইতিহাসবেত্তা কর্তৃক নির্ধারিত হইয়াছে । অপিচ, ৪৪২ খ্রীষ্টাব্দ (২৬৫১ কল্যাঙ্ক) ব্যাস ও বাল্মীকির অবস্থানের কাল কোন কোন গ্রন্থকর্তা লিখিয়াছেন । যদিও বেদ, মহাভারতাদির অপেক্ষা প্রাচীন তথাপি ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ (২১০০ কল্যাঙ্ক) ইহার প্রণয়নকাল, কোন লেখক কহেন । এবম্প্রকার সাংস্কৃতিকের অটনেকা দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করি এবং ইউরোপীয়দিগের নিদ্রুত পুরোক্ত গ্রন্থাদির কাল গ্রাহ্য করিতে পারি না ।† হিন্দুরা যদিও সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরাদি যুগত্রয়ের সাংস্কৃতিক স্মারকরূপে ধার্য্য করেন নাই এবং যাহা করিয়াছেন যদিও তাহা গ্রাহ্যনীয় নয়, তথাপি তাঁহারা কলিযুগের প্রারম্ভাবধি শক হির করিয়াছেন, যাহা কোন প্রকারে অগ্রাহ্য হইতে পারে না । বেদি, জেণ্ডিল, প্রভৃতি বিজ্ঞ ব্যক্তির এতদ্বিষয়ে অনেক বাদানুবাদ করিয়া অসংখ্য প্রবন্ধ লিখিয়া ৩:০১-২ খ্রীষ্টাব্দ, কলিযুগের সঙ্ক্যাকাল নিরূপণ পুরঃসর হিন্দুদিগের নির্ধারিত সময় যথার্থ প্রাপ্তম করিয়াছেন ; এতদ্বারা প্রতীত হইতেছে, যে বেদ, রামায়ণ, মহাভারতাদির প্রণীত কাল হিন্দুদিগের মতানুযায়িক নিতান্ত অসম্ভব হইতে পারে না ; রামায়ণ, তৎ পরে মহাভারত, অন্তর্কমে একটি হইয়াছে ইহা হিন্দুদিগের নানা গ্রন্থে লিখিত আছে এবং এই সকল গ্রন্থে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, প্রভৃতি যুগের অসংখ্য নরপালদিগের নামোল্লেখ হইয়াছে । পরন্তু এই যুগত্রয় যথার্থ ছিল কি না আমরা স সাহসে বলিতে পারিলাম না, ফলতঃ কলির আরম্ভে অর্থাৎ ৩:০১ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুরা অতি সত্য ছিল, নহিলে মহাভারতাদি ঐচ্ছশী স্মারক মনোহররূপে লিখিত হইত না ; সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, না হউক, কলির মুন্যাদিক তিন সহস্র

* ১৪০০ এল্‌কিন্সনের মতে ।

† "As a proof of the uncertainty of Hindoo chronology it may be sufficient to state, that the commencement of the Calee Yoog, upon which all ancient Hindoo history must depend, is calculated, by the Brahmins at 3100 years B. C.; by the Jinās, 1078 years; by Mr. Wilford 1370; by Sir William Jones 1305; and by Mr. Bently, only 57 B. C."—Stewart's Bengal.

বর্ষ পূর্বে পৃথ্বী সৃষ্টি হইয়া ছিল সন্দেহ নাই এবং ইহা আশ্চর্য্যই বা কি, কারণ কথিত হইয়াছে যে মনুষ্য কদাচ একেবারে সভ্য হয় নাই। ইউরোপীদিগের মতে জগৎ সৃষ্টির প্রায় তিন সহস্র এক শত বর্ষ অস্তে উৎকৃষ্ট কবিতা প্রকাশ হয় এবং হোমর ও হিনিয়ড জন্ম পরিগ্রহণ করিয়া কবিতা দেবীর প্রীয় হয়েন। ইংলণ্ডীয় কেহ কেহ বিশ্ব-গুণনির্ণায়ক কহেন, যে বাইবেলের স্থিরকৃত বিশ্ব সৃষ্টির কাল অসত্য, পৃথিবী তাহার অনেক পূর্বে সৃষ্টি হইয়াছে; তৎ প্রমাণ—পৃথিবীর প্রথম শ্রেণী বা থাকে কেবল পশ্বাদির অস্থি পাওয়া যায়, মনুষ্যের অস্থির চিহ্ন মাত্র নাই; এতদ্বারা বোধ হইতেছে পশ্বাদি মানব সৃষ্টির পূর্বে সৃষ্টি হইয়াছিল; বাইবেলে বিপরিত প্রদর্শিত হইয়াছে। অস্বদেশীয় শাস্ত্রজ্ঞেরা বিশ্ব গুণনির্ণায়কদিগের ন্যায় পশ্বাদি, মানব সৃষ্টির অগ্রে হইয়াছে কহেন। অতএব উক্ত দ্বি মত একা হইবাতে এবং বাইবেলের নিদৃষ্ট কালের অগ্রে বিশ্ব সৃষ্টি হইয়াছে তাঁহারা কহি-বাতে, বিশ্ব সৃষ্টি, কলিযুগের অনেকে হইয়া ছিল, তথা বেদাদি গ্রন্থ কলিযুগের প্রারম্ভে* লিখিত হইয়াছে প্রমাণ হইল। এ স্থলে মিথ্যা বাগাড়ম্বড়ে প্রয়োজন নাই, অস্বদেশীয় শাস্ত্রজ্ঞদিগের মতে বিশ্ব, কি প্রকারে সৃষ্টি হইয়া ছিল বলা যাউক।

বিশ্ব সৃষ্টির অগ্রে একটা তৃণ মাত্রও ছিল না, স্বয়ম্মুৎপন্ন, অচিন্ত্য, অনন্ত, ব্রহ্ম মাত্র ছিলেন। তিনি সৃষ্টির মানসে প্রথমে একটা স্ত্রী সৃজন করিলেন; তাঁহার নাম শক্তি। ঐ শক্তি হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, জন্মিলেন। তাঁহারা জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ভেদোচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্ম ভবাণীকে কহিলেন, তুমি ব্রহ্মার নিকটে গমন পূর্বক তদীয় পাণীগ্ৰহণ কর। ভবাণী তদাজায় ব্রহ্মার নিকটে বাইয়া আত্মাভিলাষ ব্যক্ত করিলে ব্রহ্মা, মাতৃ জ্ঞানে তাঁহাকে বিবাহ করিতে অসম্মত হইলেন। ভবাণী তৎ পরে ব্রহ্ম আদেশানুসারে বিষ্ণুর নিকটে গমন পূর্বক তাঁহাকে বিবাহ করিতে প্রার্থনা করিলে বিষ্ণুও সম্মত হইলেন না। পরে রুদ্রের নিকটে গমন পুরঃসর তদীয় দ্রুত তপাহুরক্তি পরিক্ষানন্তর তাঁহাকে বিবাহ করিলেন।† কোন কোন গ্রন্থে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্রের জন্ম বৃত্তান্ত, এপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্ম, যে আদি এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র হইতে পৃথক, তথা অন্তস্থ দেব ত্রয় যে তদীয় সৃষ্ট, ইহা যোগবাশি-

* ৩১০১ খ্রীষ্টাব্দ।

† নারদ সম্বাদ।

ষ্কের চতুর্থ সর্গে বর্ণিত আছে। অপর, সমস্ত পৌরাণিক মত এই, যে ব্রহ্ম সৃষ্টি করিবার মানসে নাভিদেশ হইতে প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃজন করিয়া তাঁহাকে পৃথ্বী, সৃষ্টি করিতে বলিলেন। ব্রহ্মা তদাক্রায় প্রকৃতিতে স্ববীৰ্য্য নিযুক্ত করিয়া প্রথমে মহত্ত্ব সৃষ্টি করিলেন। ঐ মহত্ত্ব হইতে অহং-কারত্ব, অহংকারত্ব হইতে পঞ্চতন্ত্রাত্ম, পঞ্চতন্ত্রাত্ম হইতে ভূত এবং ভূত হইতে জগৎ সৃষ্টি হয়। কিন্তু মৎস্য ও ভগিষোত্তর পুরাণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে, যে বিষ্ণু, জল রাশী সৃষ্টি করিয়া তাহাতে বীজ নিক্ষেপ করিবার্তে তাহা হইতে এক স্বর্ণরৌপ্যময় অণ্ডের উৎপত্তি হইল, বিষ্ণু তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দীর্ঘ কাল তাহা ব্যাপিয়া রহিলেন, তদ্বারা তাহার নাম “বিষ্ণু” হইল। সেই অণ্ড হইতে সূর্য্য উদ্ভূত হইলেন এবং তিনি ভূতের মধ্যে আদ্য বলিয়া তাহার নাম আদিত্য হইল। তদনন্তর বিষ্ণু সেই অণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া এক খণ্ডে স্বর্গ অন্য খণ্ডে ভূমি এবং মধ্যে আকাশ নির্মাণ করিলেন। ঐ পুরাণ দ্বয়ের প্রথমে বিষ্ণু কর্তৃক আকাশাদি সৃজন লিখিয়া পরক্ষণে ব্রহ্মার নাম উল্লেখিত হইতেছে; প্রথমে অণ্ড হইতে সূর্য্যের উৎপত্তি লিখিয়া পরে তাহাকে প্রজাপতি, বিষ্ণু, রুদ্র, বলিয়া লিখিত হইতেছে। ফলতঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, তিনিই এক এবং একই তিন পৌরাণিকদিগের এই অভিপ্রায়। পরন্তু ব্রহ্ম ত্রিগুণাত্মক; তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, এই অংশ ত্রয়ে সৃষ্টি, পালন, নাশ, করেন ইহাও পৌরাণিকদিগের দ্বারায় উক্ত হইয়াছে। তিনি সৃষ্টির সময়ে ব্রহ্মা রূপ ধারণ, বিষ্ণু রূপে পৃথ্বী পালন ও রুদ্র রূপে সৃষ্টি নাশ করেন। ব্রহ্মের সৃষ্টি-রূপ ব্রহ্মা অতএব সৃষ্টির প্রসঙ্গে ‘ব্রহ্মা, নাম উল্লেখ করা যাউক। তিনি কি রূপে সৃষ্টিকরেন এ স্থলে বর্ণন যোগ্য। সেই প্রজাপতি (ব্রহ্মা) সৃষ্টি করণাভিলাষী হইয়া প্রকৃতিতে বীজ নিক্ষেপ করিয়া আদৌ মহত্ত্ব সৃষ্টি করিলেন এবং তাহা হইতে আত্মপূর্ব্বক অহংকারত্ব, রঞ্চতন্ত্রাত্ম তথা একাদশ ইন্দ্রিয়াদির সহিত আকাশ প্রভৃতি ভূত সৃষ্টি হইল। অনন্তর আকাশ, বায়ু, জল, জ্যোতি, পৃথিব্যাদির স্ব স্ব গুণও সৃজন হইল, অর্থাৎ আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ স্পর্শ, জলের গুণ আত্মদান, জ্যোতির গুণ রূপ, পৃথিবীর গুণ গন্ধ, ইত্যাদি। কথিত বিষয়ের প্রকৃত অর্থ এই, যে আকাশ, পৃথিব্যাদি পদার্থ হইতে গন্ধাদি গুণ সকল উৎপন্ন হয়। অতঃপর ব্রহ্মা জলে উল্লেখিত বীজ ক্ষেপণ পুরঃসর এক অণ্ড উৎপন্ন করিয়া তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং কিয়ৎ কালান্তে তথা হইতে বহির্গত হইয়া অণ্ড দুই খণ্ড করিলেন। অণ্ড দ্বিভাগ করিলে এক ভাগে স্বর্গ, এক ভাগে ভূমি ও মধ্যভাগে আকাশ সৃজিত হইল। সৃষ্টি সময়ে ব্রহ্মা

আকাশাদি এবং মোহ, মহামোহ, তমঃ, তামিশ্র এবং অন্ধতামিশ্রাদি পঞ্চ প্রকার অবিদ্যার সৃষ্টি করিয়া বৃক্ষ গুলু, লতা, বীরুৎ, তৃণাদি পঞ্চ প্রকার উদ্ভিজ্জ সৃজন করিলেন। পরে ত্রিষাকশ্রোতঃ অর্থাৎ পশু পক্ষাদি সৃষ্টি হইল, কিন্তু তাহারা অজ্ঞান প্রযুক্ত পুরুষার্থ প্রকাশে পরাংমুখ হইবাতে ব্রহ্মা উর্দ্ধশ্রোতঃ দেবতা* সৃষ্টি করিলেন এবং ইহারা সত্য গুণাবিষ্ট ও সদাচারী হইবাতে তাহারা অতীষ্ট সিদ্ধ হইল। তৎ পরে তিনি অন্য এক পুরুষার্থ সাধক পদার্থ সৃষ্ট্যাকাঙ্ক্ষায় অর্ধাকশ্রোতঃ অর্থাৎ মানব জাতি সৃষ্টি করিলেন। এই জাতি তমোগুণে আবিস্ট থাকাতে কর্ম সাধনোপযুক্ত হইয়াছিল। অতঃপর যক্ষ, রাক্ষস, সর্প, গন্ধর্বাদি সৃষ্ট হয়। পরন্তু পূর্বোক্ত সৃষ্ট জীবনিকর হইতে প্রজানিকর বৃদ্ধি না হইলে ব্রহ্মা আত্ম দেহ ভেদ দ্বারা দ্বি খণ্ড করিয়া এক খণ্ডে স্ত্রী, অন্য খণ্ডে পুরুষ হইলেন এবং মন্বন ধর্মাবলম্বন পুরঃসর মহা তেজস্বী মন্বকে উৎপন্ন করিলেন।

ঐ মনু হইতে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু এবং নারদ এই দশ প্রজাপতি উৎপন্ন হইলেন।† কিন্তু বিষ্ণু পুরাণের সপ্তম অধ্যায়ে স্পষ্ট ব্যক্ত আছে ব্রহ্মা স্বয়ং নয়টি মানস পুত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহারা ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, মরীচি, দক্ষ, অত্রি এবং বশিষ্ঠ। ইহাতে নারদ ও প্রচেতার নামোল্লেখ হয় নাই এবং দশম পুত্র স্থলে নবম পুত্র উল্লেখিত আছে।

সে যাহা হউক, ঐ সন্তানেরা প্রজা বৃদ্ধি জন্য আয়াস প্রকাশ না করিলে ব্রহ্মা সাতিশয় কোণাবিষ্ট হইলেন, তাহাতে তদীয় ললাট হইতে ভীষণ রুদ্র বহির্গত হইলেন।‡ তাহার শরীরের অর্দ্ধভাগ নর চিহ্ন ও অর্দ্ধভাগ নারী চিহ্ন ছিল, এবং তিনি ব্রহ্মার জন্ম :াগ্নিসারে দেহ পুণ্ড্র করিলেন তথা ঐ পুরুষকে একাদশ ভাগে পুনঃ বিভক্ত করিয়া স্ত্রীকে সৌম্যাসৌম্যাদি অনেক অংশ করিয়া দিলেন। ব্রহ্মা তাহার অষ্ট নামকরণ করিলেন, যথা—ভব, সর্ষ, ঙ্গশান, রুদ্র, পশুপতি, ভীম, উগ্র, মহাদেব, এবং তাহাকে সোম, সূর্য্য, যজমান, আকাশ, বায়, বহ্নি, মহী, ও জল প্রভৃতি অষ্ট স্থান প্রদান করিলেন। পরে তাহার রোহিণী প্রভৃতি অষ্ট স্ত্রী লাভ হইল। রুদ্র তমগুণাবলম্বী হইবাতে সৃষ্টি নাশার্থ

* এতদ্বশ্রে অসুর সৃষ্টি হইয়াছিল এবং তদন্তে পিতৃ সৃষ্টি হয়।—বিষ্ণুপুরাণ।

† মনু সংহিতা প্রথম অধ্যায়।

‡ বিষ্ণুপুরাণ সপ্তম অধ্যায়।

নিযুক্ত হইলেন । সে যাহা হউক, ব্রহ্মা পুত্র যমু প্রজা সৃষ্টার্থ শতরূপা নাম্নী কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়া প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে পুত্র দ্বয় এবং প্রসূতি ও আকৃতি নাম্নী কন্যা দ্বয় উৎপাদন করিলেন এবং প্রসূতি ও আকৃতি রুচিতে সম্প্রদান করিলেন । উত্তানপাদ পৃথিবীর রাজা হইলেন এবং তাঁহা হইতে ক্রুব সমুৎপন্ন হইলেন । প্রসূতি হইতে দক্ষের চতুর্বিংশতি কন্যা উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে ত্রয়োদশটি ধর্ম্য বিবাহ করেন ; অবশিষ্ট একাদশ কন্যাঃ মরীচি, অতি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, বল্কি, ভ্রুগু, ভব এবং পিতৃগণ একে একে একেকটীকে ভাৰ্য্যা করিয়া ছিলেন তন্মদ্বারা অসংখ্য প্রজা বৃদ্ধি হয় । অপর, দক্ষ প্রজাপতি সৃষ্টার্থ কতকগুলি দেব ঋষি সৃজন করিলেন, পরন্তু তাহাতে সমধিক প্রজা বৃদ্ধি না হইলে তিনি মৈথুন দ্বারা অশিকী নাম্নী পত্নী হইতে হর্যাম্ব নামে পঞ্চ সহস্র পুত্র উৎপন্ন করেন । তদন্তে দক্ষ বীরানী নাম্নী ভাৰ্য্যা হইতে সর্বনাশ নামে সহস্র পুত্র উৎপন্ন করিয়া ছিলেন, কিন্তু দৈব বিপাকে তাঁহাদিগের হইতে সৃষ্টি বৃদ্ধির অভাবে তিনি উক্ত বীরানীর গর্ভে যাইটী কন্যা উৎপাদন করিলেন । তন্মধ্যে ধর্ম্যকে দশটি, কশ্যপকে তেরটা, চন্দ্রকে সাংঘ্রবটী, অরিষ্ট নেমিকে চারিটী, কুশাম্বকে দুইটী, এবং অঙ্গিরাকে দুইটী দান করেন । ইহাদিগের দ্বারা ভূয়ঃভূয়ো প্রজা বৃদ্ধি হইয়াছিল, বিশেষতঃ কশ্যপ অগণনীয় পুত্র উৎপত্তি ও তন্মদ্বারা প্রজানিচয় বৃদ্ধি করিয়া ছিলেন । ইন্দ্রাদি দেবতা, হিরণ্যকশ্যপাদি দৈতা, তথা গন্ধর্ক, নাগ, খগ, অক্ষরা, প্রভৃতি সমস্ত কশ্যপের সন্তান । তদবধি পৃথিবী নানা জীবচয়ে পূরিত হইয়াছে ।

পুরাণাদিতে লেখে, জগৎ সৃষ্টির সময়ে মানব জাতি চতুরাংশে* বিভক্ত হইয়াছিল—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রীয়, বৈশ্য এবং শূদ্র । ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখাগ্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, ক্ষত্রীয় তদীয় বক্ষ হইতে, বৈশ্য উরু হইতে এবং শূদ্র পদ হইতে যথা ক্রমে উৎপন্ন হইলেন । ব্রাহ্মণ শরীর শ্রেষ্ঠ মুখাগ্র হইতে উৎপন্ন হইবার সত্ত্ব গুণাঙ্কিত হইয়া অন্য বর্ণের প্রধান হইলেন, ক্ষত্রিয় বক্ষস্থল হইতে উৎপন্ন ও রজোগুণযুক্ত হইবার দ্বিতীয় পদে অতিযুক্ত হইয়াছেন, বৈশ্য উরুদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া

* হিন্দুরা যে রূপ চাতুর্ভূষণে বিভক্ত হইয়া পরস্পর অপর বর্ণের সহিত আহারাদি করেন না এবং বিবাহ দেন না তদপ মোছনমানেরা সেখ, নৈয়দ, মোক্ষন, পাঠান, এই চাতুর্ভূষণে বিভক্ত হইয়া পরস্পর অপর বর্ণের সহিত আহার করেন না, বিবাহ দেয়না ।

রাজ প্রথম উভয় গুণে মিশ্রিত হইবার তৃতীয় পদারূচ হইলেন এবং শূদ্র সর্কাপেক্ষা নিকৃষ্ট অংশ, পদদ্বয় হইতে উদ্ভব এবং তমগুণাবলম্বী হইবারে চতুর্থ ও সর্কাপেক্ষা নিকৃষ্ট পদ পাইয়াছিলেন। এক্ষণে এই চতুর্ভেদ্যের স্বীয় স্বীয় ধর্ম বিবরণ প্রকাশ করা যাউক।

পৃথিবীর শৈশব কালে যখন ব্যক্তির সত্যাবস্থায় পদার্পণ করে নাই, যখন ইকোনিক বিবেচনায় অক্ষম ছিল, যখন তাহার শূভাশুভ উৎপত্তির স্থানে অনতিজ্ঞ প্রযুক্ত মহান্ধকারে আবৃত থাকিত, যখন তাহাদিগের সাংসারিক অভাব অল্প জ্যে নিৰ্ভর করিত, তখন তাহার জগৎশ্রেষ্ঠাকে সম্পূর্ণ জানিতে পারে নাই, এতদ্বিষয়ে তাহার সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞান ছিল। ধর্মার্থ বিবেচনা ছিল না, তাহার জ্ঞান-জ্যেৎনা অভাবে পশুবৎ হইয়া ইতস্ততঃ অরণ্যানীতে ভ্রমণ করতঃ বন্য পশু সিকার করিয়া তৎ সাংসাহার দ্বারা জীবন ধারণ ও শরীর পুষ্টি করিত। ঐদৃশী জঘনা, অজ্ঞানাবছিন্ন অবস্থায় তাহার সৃষ্টির বিষয় কিঞ্চিন্মাত্র জানিত না, অতএব মানব ধর্মের অপ্রকাশে তাহার পশু ধর্ম অবলম্বনে বাধ্য হইয়া মুক্তি নাশন ও ঐশ্বর ভজনে বৈমুখ ছিল। তখন রোগ, শোকোপশম বা বিপদছকার আস্তায় নিরত হইবার তাহার অমূলক মায়াকার, ভূতাদির উপাসনা করিত, কোন আপদ উপস্থিত হইলে অবৈধধর্মাবলম্বীরা ঐ বিপদ কোন অল্পশ্য মায়াকার উপস্থিত করিয়াছে হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিবিধ প্রকার স্তব স্তুতি পুরঃসর তাহাকে শান্ত করিতে যত্নশীল হইত। আফ্রিকা খণ্ডের হটেনটট নামী অসভ্য জাতির মধ্যে অদ্যাপিও এবল্লকার ব্যবহার প্রচলিত আছে, তাহাদিগের বিবরণ পাঠে পাঠকবর্গ অসত্যাবস্থায় মানব-প্রকৃতির অবস্থা জানিতে সক্ষম হইবেন। মহামুতব রবটসন আমেরিকাখণ্ডের ইণ্ডিয়ান নামী অসভ্য জাতির ধর্ম সম্বন্ধীয় বিবরণ চমৎকাররূপে বর্ণন করিয়াছেন। তিনি লেখেন যে, বজ্র, বিছাৎ, প্রজ্জ্বলিত ভীষণ বস্তু হইতে ইন্দিয়ান জাতির ধর্মোৎপত্তি হইয়াছে। বেজিল দেশীয় ব্যক্তির বজ্রকে অত্যন্ত শঙ্কা করে এবং তাহা হইতে পরিভ্রাণ পাইবার জন্য এক কর্ণালিনিক দেবকে পূজা করিয়া থাকে। ঐ দেবকে তাহার টৌপাল বলে। ইন্দিয়ানেরা (উক্ত গ্রন্থকর্তা কহেন) বিপদ শঙ্কায় অল্পশ্য ও ক্ষমতাশীল জীবকে মান্য করিয়া থাকে, পরন্তু শৌভাগ্য জন্য করে না। যৎ কালে প্রকৃতি প্রণালী ক্রমে ও সমভাবে আত্ম গতি-বিধি সম্পন্ন করে, তৎ কালে মনুষ্যেরা তদীয় উদ্ভব প্রসাদ ভোগ করিয়া থাকে, কিন্তু ঐ প্রসাদ কাহা হইতে উৎপন্ন হইল তদ্বিষয় অল্পসন্ধান করে না। ইহার ব্যতিক্রমে তাহাদিগকে উৎসাহযুক্ত ও আশ্চর্য্যান্বিত বন্দ্য।

*ইহাতে তাহারা তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা স্থিরকৃত করে, যে অবস্থা কোন অল্পশা জীব এই সূতন ঘটনা উপস্থিত করিয়াছে, অতএব তাহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়, মানব ধর্ম আদৌ এবশ্প্রকার অসত্যাবস্থা হইতে ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিশীল হইয়াছে। ভারতবর্ষীয়েরা আদৌ ইন্দিয়ান প্রভৃতি অসত্য জাতির ন্যায় অসত্য ছিল এবং তাহাদিগের ধর্মও উক্ত অসত্য ইন্দিয়ান প্রভৃতি জাতির ন্যায় উৎপন্ন হয়। ইহার সন্দেহ মাত্র নাই; কারণ কোন জাতি কদাচ একেবারে সত্যাবস্থায় ভুক্ত হয় নাই, প্রথমে তাহারা নিঃসন্দেহ অসত্য ছিল, পরে, ক্রমে ক্রমে সত্য হইয়াছে। সমস্ত জাতির আদি অথচ অসত্যাবস্থার ধর্ম কি? তৎ কালে তাহারা কোন ধর্ম অবলম্বী ছিল? অবৈধ ধর্ম। মনুষ্যেরা তৎ কালে এই ধর্ম অবলম্বী ছিল।



দ্বিতীয় অধ্যায়।

রোম, গ্রীক দেশীয়দিগের ধর্ম পূর্বে কি প্রকার ছিল এবং তাহা কি প্রকার শোধিত হয়—ব্রাহ্ম ও পৌত্তলিক মধ্যে কোন ধর্ম আদি—ঈশ্বরের স্বরূপ কি রূপ—যদিও বেদ এক মাত্র ব্রহ্ম প্রদর্শক তথাপি ইহাতে ইহুদিদিগের নামোল্লেখ আছে—ব্রাহ্ম ধর্মই পৌত্তলিকদিগের উপাস্য ছিল, কেবল নাস্তিকতা নিবারণার্থ তাহারা পৌত্তলিক ধর্ম প্রকাশ করিয়াছেন—ধর্ম বিষয়ে মধুসূদন সরস্বতীর চমৎকার সিদ্ধান্ত—হিন্দু ধর্ম বিষয়ে ডাউ সাহেবের মত—ডাউ সাহেব ব্রহ্ম, ব্রহ্মা ও ব্রহ্মার চতুর্মুখাদির প্রকৃত অর্থ নিরূপণ করেন—অনবাদিত বেদাদির ক্রিয়দংশ সংগৃহীত—চাতুর্ভুগের ধর্ম এবং তিন তিন যুগে ঐ ধর্ম তিন তিন হয়—ব্রাহ্মণেরা কি প্রকারে অন্যবর্ণ হইতে মহৎ হইয়াছিল—বেদের উৎপত্তি—হয়-গ্রীষ্ম দ্বারা তাহা অপহরণ এবং ব্যাসের দ্বারা বিভাগ।

রোম, গ্রীশ, ব্রীটন, প্রভৃতি জাতির আদি কাল অবলোকন করিলে জানিতে পারিবে, যে তাহারা পূর্বে হিন্দুদিগের ন্যায় অমূলক ধর্মান্বলম্বী হইয়া বিবিধ কাল্পনিক দেব দেবীর অর্চনা করিত, এবং তাহাদিগের সমক্ষে নর পর্য্যন্ত বলিদান হইত। কিন্তু ক্রমে ইহাদিগের এবশ্প্রকার গর্হিত ধর্ম কর্মও সংশোধিত হইয়াছে। রোমীয়দিগের

* Robertson's America.

উপদেশক গ্রীকেরা যদিও অবৈধধর্মাবলম্বী ছিল, যদিও এ ধর্ম সম্পূর্ণ শোধিত হয় নাই, তথাপি সফ্রেটিশ্ প্রভৃতি কতকগুলি মহাত্মারা কাল্পনিক দেবদেবীকে হেয় জ্ঞান করিয়া অনন্ত অবক্ত্য পরমাত্মায় হৃদয় সম্প্রদান করিয়াছিলেন।

বর্তমানের গ্রীকেরা যদিও কাল্পনিক ধর্ম হইতে অদ্যাপিও মুক্ত হয় নাই, তথাপি পূর্কালেপেকা উৎকৃষ্ট ধর্মাবলম্বন করিয়াছে। রোমীয়েরা গ্রীকের ন্যায় মিথ্যা ধর্মের আলোচনা করিত, কিন্তু তাহারা এক্ষণে সে ধর্ম হইতে অনেকাংশে মুক্ত হইয়াছে। ব্রীটনীয় ফ্রাইদেরা উক্ত ধর্মাবলম্বী প্রযুক্ত নানা গর্হিত কর্ম্মমুষ্ঠানে তৎপর ছিল, কিন্তু কাল ক্রমে ঐক্টিয়ান ধর্ম প্রকাশ হইলে তাহাদিগের গর্হিতাচরণের কিয়দংশ লুপ্ত হয় পরে মার্টিন লুথরের আনুকূল্যে কাল্পনিক-ধর্মের অনেক নিশ্চুল হইল, যদিও প্রতেস্ট্যান্ট-ধর্ম সত্য ধর্ম নহে। পরন্তু কাল ক্রমে সত্য ধর্ম আশ্চর্যরূপে বুদ্ধিশীল হইবে, এবং তাবৎ জাতির আদি ধর্ম ক্রমে ক্রমে হাস পাইবে। তাহাই যেন-হয় ঈশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করি। উল্লেখিত দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, যে জাতি মাতেই আদিকালে ও তাহাদিগের আদি অবস্থায় অসত্য ধর্মাবলম্বী ছিল, পরে কাল ক্রমে তাহাদিগের ধর্ম সংশোধিত হইয়াছে। হিন্দুরাও আদি অবস্থায় উক্ত ধর্মের আলোচনা করিত এতদ্বিষয়ের সন্দেহ মাত্র নাই, পরন্তু হিন্দুস্থানে সভ্যতার কিঞ্চিৎ প্রাচুর্যবহইলে সত্য ধর্ম বিস্তীর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল।

যদ্যপি বেদসমস্ত তাবৎ গ্রন্থের আদি সিদ্ধান্ত হয়* (কারণ হিন্দু শাস্ত্রে এতদ্রূপ কথিত হইয়াছে) তবে ব্রাহ্মধর্ম, পৌত্তলিক ধর্মের অগ্রে প্রকাশ হইয়াছিল সন্দেহ কি? অতএব ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম পৌত্তলিক ধর্মের অগ্রে প্রকাশিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব নহে; † ব্রাহ্মধর্ম যদি ভারতবর্ষে আদৌ প্রকাশ হইয়াছে তবে ইহা অত্যাশ্চর্য্য বলিয়া মানিতে হইবে, কিন্তু হিন্দুরা ঈশ্বরী ধর্ম হইতে কি প্রকারে নিকৃষ্ট পৌত্তলিক ধর্মপ্রয় করিল ইহা নির্ধারিত করা ছড়র, আমরা এবিষয় অন্য জাতির

* বেদ যে সংস্কৃত ভাষায় আদি গ্রন্থ, ইহারপ্রমাণ অতি সূক্ষ্ম; ইহার ভাষা অতি দুর্লভ, কঠিন শব্দে বিন্যাসিত, যাহা অন্য গ্রন্থে দুস্পাপ্য, অন্য গ্রন্থ যেমন নির্মল, সংশোধিত, বেদ সে রূপ নয়।

† “The Hindu religion presents a more natural course. It rose from the worship of the powers of nature to theism, and then declined into scepticism with the learned, and man worship with the vulgar.”—Elphinstone's India.

পুরা কালিক ও বর্তমানের ধর্মের সহিত ঐক্য করিলে হতজ্ঞান হই। যৎ কালে অন্য জাতির। তাহাদিগের আদি ধর্ম সংশোধন করিয়াছে, হিন্দুরা কি নিমিত্ত আত্ম ধর্ম তদ্রূপ শোধন না করিয়া আরো অশুদ্ধ করিল এ বিষয় কি প্রকারে সিমাংসা করা যাইতে পারে? বেদীয় ব্রাহ্ম ধর্ম, বা পৌরাণিক পৌত্তলিক ধর্ম এতদ্ব্যতীত মধ্যে কোন্ ধর্ম আদি, পাঠকবর্গের বিবেচনার উপর নির্ভর হইল।

ঋক্, যজু, প্রভৃতি বেদে কেবল এক অনাদি, অনন্ত, পরমেশ্বরের উপাসনা নিদ্রুৎ হইয়াছে। পুরাণ ও বেদাদিতে সেই ঈশ্বরের স্বরূপ, শক্তি ও শুদ্ধতা, অতি আশ্চর্যরূপে বর্ণিত আছে; কি কোরান, কি বাইবেল, কোন ধর্ম গ্রন্থে ঈশ্বরের শক্ত্যাদি এরূপ উৎকৃষ্টরূপে বর্ণিত হয় নাই। অধিক কি কহিব ঈশ্বরের শক্ত্যাদি যে রূপ বর্ণনোপযুক্ত তাহাতে অস্বদেশীয় ধর্ম শাস্ত্রজেরা বিজ্ঞাতীয়ের অপেক্ষা কৃতসাম্য হইয়াছেন।

কিন্তু বেদে 'একমেবাদ্বিতীয়ং' ব্যতীত সূর্য্য, বায়ু, ইন্দ্র, প্রভৃতি পৌরাণিক দেবের নামোল্লেখ আছে, ঋক্বেদের আরম্ভে উক্ত দেবাদি গ্রন্থ-কর্তার দ্বারা উপাসিত হইয়াছেন। ফলতঃ বেদের প্রকৃত মর্ম এক মাত্র ব্রহ্মোপাসনা। অন্য কাল্পনিক দেবের উপাসনা বিশেষরূপে প্রদর্শিত হয় নাই; তবে কোন গ্রন্থে কাল্পনিক দেবোপাসনা প্রদর্শিত হইয়াছে?—পুরাণে। পুরাণাদি গ্রন্থের আদিতে ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণন হইয়াছে এবং তিনি সম্যক আরাধ্য হইয়াছেন, কিন্তু কোন পুরাণের আদিতে ব্রহ্মা বিষ্ণুর আরাধনা উল্লেখ আছে। ফলতঃ ব্রহ্ম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, কোন প্রভেদ নাই, অজ্ঞানেরা ইহার ভাবার্থ বুঝিতে না পারিয়া পৌত্তলিক রুদ্রাদির উপাসনা করে। অতএব ইহার প্রকৃত মর্ম প্রদর্শনার্থ ব্রহ্ম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের ভাবার্থ পশ্চাৎ প্রদর্শন করা যাইতেছে। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ পরমেশ্বর, সেই পরমেশ্বর যখন রক্তগুণ অবলম্বন করিয়া সৃষ্টি করিতে থাকেন তখন তিনি "ব্রহ্মা" বলিয়া উক্ত হইয়েন, যখন তিনি সৃষ্টিত জীবনিকরকে সত্য গুণাবিত হইয়া পালন করেন তখন তাঁহার "বিষ্ণু" সংজ্ঞা হয়, এবং যখন তিনি সৃষ্টি নাশে প্রবৃত্ত হইয়া তমগুণ অবলম্বন করেন তখন তিনি "রুদ্র" নাম প্রাপ্ত হইয়েন। বিষ্ণু শব্দের অর্থ পালক, রুদ্র শব্দের অর্থ নাশক, পদ্ম ও বিষ্ণু পুরাণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এতদ্ব্যতির স্পষ্ট উল্লেখ আছে। হিন্দু ধর্ম সংঘটিত ইংরাজী ভাষায় যত গ্রন্থ পাঠ করা গিয়াছে সে ভাষ্যের মধ্যে দাউ সাহেবের পারস্ত হইতে অনুবাদিত হিন্দুস্থানের ইতিহাসে হিন্দু-ধর্ম যে রূপ উৎকৃষ্ট নির্ণয় হইয়াছে বিজ্ঞাতীয় ভাষায় প্রায় কোন গ্রন্থে আমরা তদ্রূপ স্মৃতি গোচর করি না।

হিন্দুদিগের আদি ধর্ম নিষ্কলঙ্ক ব্রাহ্মধর্ম ছিল, তথা ব্রহ্মের রুদ্ৰাদি নানা রূপের ভাবার্থ উক্ত গ্রন্থে বিস্তার বর্ণিত আছে, সে সমস্ত বিষয় এস্থলে লেখনি-উপযুক্ত বোধ হয় না। পূর্বে কহা গিয়াছে, যে পুরাণাদিতে কাল্পনিক দেবোপাসনা প্রদর্শিত আছে এবং কোন কোন পুরাণ ব্যতীত প্রায় সমস্ত পুরাণের আদিতে কেবল অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসনা হইয়াছে। অদ্বিতীয় ব্রহ্মোপাসনা পৌরাণিকদিগের মূল ধর্ম। তাঁহাদিগের যদ্যপি এতরূপ ধর্ম হইল তবে তাঁহারা কি অতিপ্রায়ে পৌত্তলিক ধর্মের বিধি দিয়াছেন?

নাস্তিকতা নিরাকরণ জন্য, তাঁহারা পৌত্তলিক ধর্মের বিধান দানে বাধ্য হইয়া ছিলেন। তাঁহারা বহুদর্শিত্ব দ্বারা দেখিয়া ছিলেন, যে মনুষ্যেরা নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে অসমর্থ হইবে এবং উপহাস করিবে অতএব তাঁহাদিগকে ধর্ম বস্তু প্রদর্শন করা দুঃসংঘ্য হইলেও তাঁহারা নাস্তিকতার আগারে পৌত্তলিক ধর্ম প্রবেশ করাইয়াছিলেন। কাশীবাসি মধুসূদন সরস্বতি নামক এক সর্বশাস্ত্রজ্ঞ নিক্ত প্রণীত গ্রন্থানভেদে এতদ্বিষয় লিখিয়াছেন। আমরা তদীয় মত গ্রহণ করিলাম।

সর্বেষাং প্রস্থান কর্তৃণাং মুনীনাং বিবর্ত্তবাদপর্যাবসানে নাস্তিভীয়ে পরমেশ্বর এব প্রতিপাদ্যে তাৎপর্যাৎ নহিতে মুনয়োভ্রান্তাঃ সর্বজ্ঞত্বাভ্বেষাং। কিন্তু বহি-বিষয় প্রবণানামাপাততঃ পুরুষার্থে প্রবেশো ন সত্ত্ববতীতি নাস্তিক্যাবরণায় তৈঃ প্রকারভেদাঃ প্রদর্শিতাঃ তত্র ভেদাৎ তাৎপর্যামবুজ্জা বেদবিরুদ্ধে হ পর্যর্থে তাৎপর্যমুৎ প্রেক্ষমাণাস্তস্মাত্তমেবোপাদেয়ত্বেন গুরুস্তো জনা নানাপঞ্চকুযা ভবন্তীতি সর্ব মনবদ্যাৎ।

“যদিও তিন্ন তিন্ন মুনিগণ তিন্ন মতের অবলম্বন করিয়া তিন্ন তিন্ন শাস্ত্র লিখিয়াছেন তথাচ সকলেই চরমে বিবর্ত্তবাদ অবলম্বন করিয়া এক মাত্র অদ্বিতীয় পরাৎপর পরমেশ্বরকে স্ব স্ব শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বলিয়া তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা নানা পথবাহী হইয়া পরিণামে যে এক মাত্র পরমেশ্বরেতে তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের বিশেষ বুদ্ধিমত্তা এবং দূরদর্শিতা প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহারা বিবেচনা করিয়াছিলেন মনুষ্য সকলে প্রায় বাহু বিষয়েতেই আসক্ত থাকে, সুতরাং আপাততঃ পরম পুরুষার্থে তাঁহাদের মনোযোগ হওয়া অসম্ভব, অতএব কৌশলে নাস্তিকতা নিবারণ অতিপ্রায়ে নানা প্রকার মত বেদ দর্শাইয়াছেন, লোকেরা তাঁহাদের ভার বুঝিতে না পারিয়া শাস্ত্রার্থ বেদ বিরুদ্ধ হইলেও তাহা গ্রন্থকারের তাৎপর্য্য বিবেচনা করিয়া তত্তর্থা-

তাকে উপাদেয় যোগে গ্রহণ করে এবং নানা পথবাহী হইয়া নানা মত প্রকাশ করিতে থাকে কিন্তু বস্তুতঃ কিঞ্চিৎমাত্র বিবোধ : ই।”

ডাউ সাহেবের গ্রন্থে কথিত আছে, যে যদিও বেদান্ত-গ্রন্থকর্তা তদীয় গ্রন্থে বিবিধ দেবের নাম উল্লেখ করিয়াছেন তথাপি তিনি এক অনন্ত, সর্বশক্তিগান পরমেশ্বর মাত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি যে সকল দেবকে গ্রন্থ মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন তাহারা রূপক* মাত্র (অর্থাৎ অচেতন পদার্থ চেতনরূপে বর্ণিত হইয়াছেন) এবং তিনি অথবা তদীয় বিজ্ঞান ছাত্রেরা উক্ত দেবদিগের প্রকৃত জীবদ্দশা বিশ্বাস করিতেন না। অজ্ঞান খ্রীষ্টীয়ানেরা যে রূপ ঈশ্বরীয় দৃতিদিগকে বিশ্বাস করে, তদ্রূপ অনভিজ্ঞ হিন্দুরা ঐ সকল সামান্য দেব বর্তমান আছেন অনুমান করিয়া থাকে। পরন্তু প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা “একেশ্বর” মাত্র তাঁহাদিগের নিকলঙ্ক ধর্ম্মে নিদর্শন করিয়াছিলেন। ডাউ সাহেবের গ্রন্থে একপ্রকার মানা রূপক ভাবার্থ চমৎকার রূপে নির্ণিত হইয়াছে তন্মধ্যে আমরা কয়েকটা গ্রহণ করিলাম। ব্রহ্মা শব্দের অর্থ, জ্ঞান। সেই ব্রহ্মের জ্ঞান এক চতুর্মুখ, চতুর্ভূজ পুরুষ স্বরূপ বর্ণিত হইয়া ব্রহ্মা নামে উক্ত হইয়াছে। চতুর্মুখের তাৎপর্য্য সর্বদর্শক ; তাঁহার মস্তকে কিরীট বিরাজিত ; অর্থাৎ কিরীট ক্ষমতার চিহ্ন স্বরূপ ; তাঁহার চতুর্ভূজ ; অর্থাৎ তিনি সর্বশক্তিমান, প্রথম হস্তে তিনি চতুর্দেদ ধারণ করিয়াছেন, অর্থাৎ তিনি অসামান্য বিদ্যাবস্তু ; দ্বিতীয় হস্তে তিনি দণ্ড ধারণ করিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহার অসীম ক্ষমতা আছে ; তাঁহার তৃতীয় হস্তে চক্র, অর্থাৎ তিনি অনন্ত ; তাঁহার চতুর্থ হস্তে কিছুই নাই, অর্থাৎ তিনি জীবনিকরকে সাহায্যার্থ প্রস্তুত। ব্রহ্মা হংসারোহী, অর্থাৎ তিনি হংসের ন্যায় সবল। বেদান্তের আদিতে নারদ ও ব্রহ্মার বাদামুবাদ প্রসঙ্গে উক্ত গ্রন্থে পশ্চাত্তরূপ অনুবাদিত হইয়াছে।

নারদ। সৌক্ষ প্রদায়ক কে?

ব্রহ্মা। কৃষ্ণ ; †যে ব্যক্তি তাঁহার অর্থাৎ (কৃষ্ণের) অর্চনা করিবেন তিনি স্বর্ণভোগ করিতে সক্ষম হইবেন।

নারদ। তাঁহার স্বরূপ কি?

ব্রহ্মা। তাঁহার কোন স্বরূপ নাই ; (অর্থাৎ নিরাকার) কিন্তু বাহারা

* Allegory. † Personification. ‡ Angel.

§ কৃষ্ণ-অন হইতে কৃষ্ণ শব্দের উৎপত্তি, কৃষ্ণ-দান, অন-আনন্ড, অর্থাৎ আনন্দদাতা। ইহা ঈশ্বরের সহস্র নামের মধ্যে এক নাম।

নিরাকার বিশ্বাস করে না তাঁহার কিঞ্চিৎ অবয়ব তাহারিগের অন্তঃকরণে আরোপিত করণ নিমিত্ত তিনি নানা আকারে উক্ত করেন ।

নারদ । তাঁহাকে আমরা কোন্ আকৃতিবিশিষ্ট জ্ঞান করিব ?

ব্রহ্মা । যদ্যপি তোমার চিন্তাশক্তি, সাকার ব্যতীতে অন্ত না হয়, তবে অল্পমাণ কর, যে তাঁহার চক্ষু পদ্মবৎ, অবয়ব মেঘবৎ, স্বর্গীয় সৌদামিনী তদীয় পরিধান, এবং তিনি চতুর্ভূজ সম্পন্ন ।

নারদ । পরমেশ্বরকে কি নিমিত্ত ঈদৃশী আকৃতিবিশিষ্ট জ্ঞান করিব ?

ব্রহ্মা । তদীয় নিরন্তরিক বিকসিত, চক্ষু প্রকাশিত করিবার জন্য পদ্মের সহিত তুল্য করা যাইতে পারে (অতি গভীর জল এই পুষ্পকে উল্লঙ্ঘন করিয়া উঠিতে পারে না তরুণ, তাঁহার চক্ষু কেহ বাধা দিতে পারে না) তাঁহার অবয়ব মেঘবৎ ; ইহা সেই মহামুকতার চিত্র স্বরূপ যদ্বারা তিনি জীব হইতে অদ্রশ্য হইয়াছেন । স্বর্গীয় সৌদামিনী তদীয় পরিধান ; মহা মহীমার দ্বারা তিনি বেষ্টিত আছেন ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে ; এবং চতুর্ভূজ তাঁহার অসীম শক্তির চিত্র স্বরূপ হইয়াছে । অন্যত্র ইহা বর্ণিত আছে, যে ব্রহ্মা ডিম্বের অভ্যন্তর হইতে বহিস্কৃত হইতেছেন* পরমেশ্বর হইতে জ্ঞানোৎপত্তি হইয়াছে ইহা তাহার চিত্র স্বরূপ । বংশী বাদ্যে তিনি পৃথ্বী নাশোদাত, অর্থাৎ তদীয় নিশ্বাস, পাপপূর্ণা পৃথিবী-ধ্বংস করিতে সক্ষম । ডাউয়ের ভারতবর্ষের ইতিহাসে এবম্বিধকার নানা রূপকের ভাবার্থ প্রকাশ আছে সে সমস্ত এস্থলে লিখিবার কোন ফল নাই সম্প্রতি চাতুর্ভূজের ধর্ম বিষয়ে মনোনিবেশ করা যাউক । চাতুর্ভূজের ধর্ম বিস্তীর্ণরূপে লিখিত হইলে বৃহৎ বৃহৎ বহু সংখ্যক পুস্তক হইতে পারে, ইতিহাসে তাহা উপযুক্ত নহে, অতএব এতদ্বিষয় যাহাতে অতি সংক্ষেপ হয় আমি চেষ্টা করিব । মন্বাদির গ্রন্থে চতুর্ভূজের চতুঃপ্রকার ধর্ম নিদৃষ্ট হইয়াছে তন্মধ্যে তপস্বী জ্ঞান, যজ্ঞ, সত্য, ও দান সত্যযুগের ধর্ম প্রসিদ্ধ ছিল । তৎকালে অধর্মের নাম মাত্র ছিল না লোকেরা সতত উক্ত সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠান করিত, যোগ, শৌকাদি, অন্য যুগের ন্যায় প্রবল ছিল না, জীবনিকর অহর্নিশি অসামান্য সুখে বঞ্চিত এবং দীর্ঘকাল জীবিত থাকিত, কেহ কেহ শত শত বর্ষ আয় ভোগ করিত ! সত্যে ধন ও বিদ্যাার্জন ধর্মাবলম্বন পূর্বক সমাপন হইত, কিন্তু ত্রেতা যুগে স্বল্প অধর্মের প্রাদুর্ভব হইবাতে জীব-

* পুস্তকের শেষে টীকা ক দৃষ্টি কর ।

চয়ের আয় স্বল্প হ্রাস হইয়াছিল এবং ধর্মের কিঞ্চিৎ হ্রাস হওয়াতে ব্যক্তির অন্যায়াবলঘনে ধনাদি উপার্জন করিত। স্বাপর যুগে কলির প্রায় অর্দ্ধ অধর্ম বিস্তীর্ণ হইয়াছিল এবং কলিযুগে অধর্ম সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়। এতদ্বারা চতুর্যুগে আত্মপূর্বক রোগ, শোকাদি বৃদ্ধি ও মনুষ্যের আয়ু হ্রাস হয়। মনু সংহিতায় চাতুর্ধর্মেণ ধর্ম বিস্তার আছে,

যথা—অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।

দানং প্রতিগ্রহকৈব ব্রাহ্মণানাং কাম্পয়ং ॥

“তন্মধ্যে, অধ্যাপন ও অধ্যয়ন এবং যজন ও যাজন ও দান ও প্রতিগ্রহ এই প্রকার ব্রাহ্মণ জাতির অন্তর্গত ষট্ কর্ম কল্পনা করিয়াছিলেন।”

প্রজানাং রক্ষণং দান মিজ্যাধ্যয়ন মেবচ।

বিষয়েষু প্রসক্তিস্ত কত্রিয়স্য সমসতঃ ॥

“কত্রিয়ের প্রজা রক্ষণ ও দান এবং দেবতা পূজা ও অধ্যয়ন ও স্তুতি গীত বণিতা-উপভোগ প্রভৃতি বিষয়ে অত্যাঙ্গতি বর্জন এই প্রকার ধর্ম সংক্ষেপতঃ কল্পনা করিয়াছিলেন।”

পশুনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়ন মেবচ ॥

বণিক পথং কুসীদক বৈশ্যস্য কৃষি মেবচ ॥

“বৈশ্যের পশু রক্ষা ও দান এবং দেব পূজা ও অধ্যয়ন ও স্থল জল পথে বাণিজ্য ও বৃত্তি গ্রহণ নিমিত্ত ধন প্রয়োগ ও কৃষি এই সকল ধর্ম কল্পনা করিয়াছিলেন।”

একমেব তু শত্রুস্য প্রভুঃ কর্ম সমাদিশং ।

এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামিনস্থয়য়া ॥

“ব্রহ্মা শূদ্রের প্রতি কেবল অস্থরা ত্যাগ পূর্বক ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের সেবা এই এক কর্ম আদেশ করিয়াছেন।”

ব্রাহ্মণেরা কি প্রকারে মহৎ হইল এবং শূদ্রেরা কি হেতু ইচ্ছাশী অপকৃষ্ট হইয়া জঘন্য কর্মে নিযুক্ত হইয়াছিল? ব্রাহ্মণেরা বোধ হয় পূর্বে অন্য বর্ণ অপেক্ষা অধিক বুদ্ধি সম্পন্ন ও চতুর ছিল, এবং তদ্বারা অন্য ত্রয় বর্ণ অপেক্ষা বিদ্যাশোচনা করিয়া সহস্রাধিক চাতুরী সহকারে প্রসিদ্ধ স্বজাতীয়ের যোগধর্ম অবলম্বন পূর্বক শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল। তাহারা এবশ্চকার উৎকৃষ্ট বর্ণ হইয়া আত্ম প্রভু প্রকাশ পুরঃসর আপন মান বুদ্ধি করিয়া অপর বর্ণের প্রভু হইয়াছে এবং ধর্মগ্রন্থ রচনা করিয়া ছশ্যাছশ্য তাবৎ দ্রব্য ব্রাহ্মণের সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। মনু সংহিতায় লিখিত হইয়াছে, যে ব্রাহ্মণ অপর বর্ণের যে বস্ত্র পরিধান বা অন্নাদি

ভক্ষণ করেন তাহা ব্রাহ্মণেরই, অপর, অপর বর্ণ পরিধান ও ভোজনাদি
 যাহা করেন তাহা শুদ্ধ ব্রাহ্মণের করুণা প্রযুক্তই। কি আশ্চর্যা
 ব্রাহ্মণেরা কি অলৌকিকরূপে অবশিষ্ট বর্ণ ত্রয়কে পদনত করিয়াছিল।
 ব্রাহ্মণ যদি সর্বস্বরূপ হইলেন, সর্ব দ্রব্য তাঁহার হইল, তিনি সকলের
 ইচ্ছাদেব স্বরূপ হইলেন, সকলকে আজ্ঞাবহ করিলেন, তবে অন্য বর্ণের
 জীবনে কি সুখ? বিড়ম্বনা মাত্র দেখিতেছি। যদিও ব্রাহ্মণেরা কোন
 কালেই এতাদৃশী আত্মাণের যোগ্য নহেন, তথাপি তাঁহারা প্রাক্কালে ধর্ম,
 বিশেষতঃ বিদ্যা বিষয়ে অন্য বর্ণদির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন, এবং তাহা
 কেবল অন্য হইতে বেদাদি অগোচর রাখিবারে। বোধ হইতেছে,
 ভারতবর্ষে আদৌ ব্রাহ্মধর্ম প্রকাশ হইয়াছিল এবং বেদই এতদ্ব্যয়ের মূল।
 পুরাণানুযায়িক এই বেদ ব্রহ্মার মুখমণ্ডল হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল এবং
 হৃদয়ীভব নামা দানব ইহা হরণ করিয়া পলায়ন করে; তদন্তে বিষ্ণু মৎস্য
 অবতारे ইহা উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং সেই কালে ইহা মনু কর্তৃক
 নহা বন্যা হইতে রক্ষিত হয়।

অনন্তর ব্যাস দ্বাপরের শেষাংশে ইহা বিভাগ করিয়া প্রকাশ
 করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যাস বেদ চতুর্ভয় রচনা করিয়াছিলেন কি না
 এ বিষয় ধাৰ্য্য করা দুষ্কর; এক মহতী প্রশ্ন এই, যে যৎ কালে তিনি
 বেদ বিভাগ করিয়াছিলেন তৎ কালে যদিও তিনি গ্রন্থকর্তা না হইয়েন
 তথাপি গ্রন্থসম্পাদক ছিলেন সন্দেহ নাই। বেদ ব্রাহ্ম ধর্ম প্রদর্শক হই-
 লেও অল্পকাল তন্নত প্রচলিত হইয়াছিল ব্যক্তির নিরাকার অথচ প্রকৃত
 পদার্থে মনঃসংকল্পে অসমর্থ হইয়া বা তাহা অগ্রাহ করিয়া নাস্তিকতা
 আশ্রয় করিবার উপক্রম করিয়াছিল। বিদ্বান স্বধীরা তাহাদিগকে
 একেবারে ধর্ম বৈমুখ হইতে নিবারণ করণাশয়ে পৌত্তলিক ধর্ম প্রকাশ
 করিতে নিতান্ত বাধ্য হইয়াছিলেন এবং আপনায় এতৎ ধর্ম অবলম্বন
 না করিয়া পুরাণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবতাদি ধর্ম গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন।
 শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে সংখ্যাতীত দেবার্চনা বিধেয় নির্দেশ হইয়াছে,
 তন্ন্যথো ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব ও শক্তি প্রধান।—ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ,
 কুবের, ছাশন, পবন, ইত্যাদি অগণন অপ্রধান দেব আছেন যাহাদিগের
 সংখ্যা করা লেখনি অসাধ্য। কি বৃক্ষ, কি সর্প, কি নর, কি বানর, কি
 নদী, কি প্রস্তর, কি গাভী, কি স্বর্ণ, কি রৌপ্য, তা তই দিন্দুদিগের উপাস্ত্র
 পদার্থ। এই সকল চেতনাচেতন পদার্থের উপাসনার বিধি নানা প্র-
 কৃৎসর আছে এবং ইহাতে অনেক আয়াস ও ধন ব্যয় হয়। পূর্বকালে
 ব্যক্তির ব্রহ্মার উপাসনা করিত, কিন্তু বর্তমান কালে তাহারা অনেক

হাস হইয়াছে একশ্রেণী প্রায় একটীও ব্রহ্মার উপাসক স্মৃতিগোচর হয় না।

তৃতীয় অধ্যায়।

বৈষ্ণব ও বৌদ্ধধর্ম—বৈষ্ণবধর্মের ব্যবহার—বৈষ্ণবধর্মের কথোপকথন—শুক্লযজ্ঞের বিবরণ এবং জনস্বীকারের রূপ বর্ণন—নিম্নলিখিত নৃপতি জনস্বীকারের স্মৃতি প্রতিষ্ঠা করেন—শুক্লযজ্ঞের গমন কালীন যাজ্ঞদিগের হাস্যাত্মক ব্যবহার—যাজ্ঞদিগের সংখ্যা—তাহাদিগের গমনের দুঃসহ দুঃখ—তীর্থ যাত্রায় কি কলোৎপত্তি হইতে পারে—বৈষ্ণব এবং শ্রীকৃষ্ণের সাদৃশ্য—শ্রীকৃষ্ণের কি রূপ কল্পিত ছিল—রাস ও মৌল যাত্রার মহোৎসব—শৈব—মহাদেবের চরিত্র—বৈষ্ণবধর্মের কঠোর উপাসনা—আফ্রিকা খণ্ডের ‘জিম্বো সোফিকট’ নামী উপাসক—আজেক-জাজ অশ্বমেধীয় উপাসনাধর্মকে দেখিয়া কিরূপ আশ্চর্য্য হইলেন—উপস্বীরা নামী শৈবীতে বিতর্ক—তাহাদিগের ত্রিবিধ আচার ও গমার্ধ বিবরণ চমৎকার জ্ঞান—কাশী ক্ষেত্রে তাহাদিগের কামাদি দমন—উপস্বীধর্মের প্রভাব—তাহাদিগের ধাতু ঘটিত মহৌষধ।

বিষ্ণু উপাসক অথবা বৈষ্ণব পূর্বাশ্রমিক বন্যাপিও অধিক নহে তথাপি সমধিক দেখা যায় : ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যায় বৈষ্ণব-ধর্ম বিশেষ প্রচলিত। কথিত আছে, যে বিষ্ণু নামী জবতার হইয়া জগন্মণ্ডলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া বিবিধ ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব ও বৌদ্ধধর্ম তন্মধ্যে প্রধান। বিশেষতঃ বৌদ্ধধর্ম * ভারতবর্ষ ব্যতীত আসিয়া খণ্ডের অন্য কয়েক স্থানে প্রচলিত হইয়াছে; ব্রহ্ম প্রদেশ, চীন, তিব্বত, শ্যাম, অসাম মলক্ক, প্রভৃতি প্রদেশস্থ ব্যক্তির অধ্যাবধি এ ধর্মের আলোচনা করিতেছে। পরন্তু ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মোপেক্ষা বৈষ্ণব ধর্ম অধিক প্রচলিত। বৈষ্ণবেরা বিষ্ণুকে সাতিশয় স্মৃতি-ভক্তি

* বৌদ্ধেরা বেদ পুরাণাদি মান্য করিত না, জাতির বিচার রাখিত না এবং সকল বর্ণকে পুরোচিত করিত। তাহারা বিবাহ করিত না, এবং ইঞ্জিয়মুখে বিরত ছিল। জীব হিংস্র হইতে তাহারা আশ্চর্য্যরূপে বৈষ্ণব ছিল, তাহাদিগের খুরোহিডেরা ক্ষত্র কীট নাশাশঙ্কার অঙ্কুরে পান করিত না এবং জুমিগরি উপাসক হইবার অগ্রে তাহারা সে স্থান পরিষ্কার করিত, যাহাতে একটী কীট না থাকে এতদ্বিরয়ে সাতিশয় সতর্ক থাকিত। পাছে ক্ষত্র জীবাদি প্রবেশ করে এজন্য তাহারা মুখে সন্ন বন্ধ রাখিয়া রাখিত। স্বক* যুনি, বা গৌতম, বৌদ্ধধর্ম প্রকাশ করেন এবং

করে, অন্য দেবের তদ্বিশী ভক্ত নাহি, কেহ কেহ একপ হুচ বৈষ্ণবধর্মী-
 প্রায়ী যে তাহার 'গৌড়' নামে উক্ত হয়; তাহার বিষ্ণু বাতীত অন্য
 কোন দেব দেবীর অর্চনা করে না, প্রত্যুত তাহাদিগের নাম প্ররণে বৈ-
 রক্ত হয়। বৈষ্ণবেরা ত্রিপুণ্ড্র ধারণ ও তিলক সেবন করে, প্রাতঃ ময়
 তিলক স্ফুটিকা স্লেপন করিয়া তুলসী মালা মগ্ন করিয়া থাকে এবং মোনল-
 মানদিগের ন্যায় কচ্ছা পরিধান করে। তাহাদিগের অধিকাংশ মহৎ
 পাণ্ডী সতত বেশ্যাতুরক্ত। তাহাদিগের জাতির নির্ণয় নাই, কায়স্থ,
 স্বর্ণবণিক, কাংসবণিক, কৰ্মকার ও কুস্তকার, মালা ধারণে অন্য ভাবৎ
 বৈষ্ণবের সহিত আহারাদি করিতে পারে। অতএব যে স্ব জাতি ভ্রষ্ট,
 সে অন্যায়সে বৈষ্ণব হইয়া পরিগ্রহ হইতে পারে। পুরুষোত্তম তীর্থে
 গমন পূর্বক নিঃশঙ্কার চণ্ডালের উচ্ছ্রিত অঙ্গ ভঙ্গন করিলে তোমার
 জাতি নাশের ভয় থাকিবে না, কিন্তু সাবধান অন্য দেশে একপ
 করিও না। হাঃ হাঃ কি চমৎকার ধর্ম! কি চমৎকার ব্যবহার! পরন্তু
 স্থান বিশেষে ও ধর্মাবলম্বন বিশেষে জাতি নাশ হয় না বলিয়া এ বাব-
 হার উপহাস্যম্পদ ও অনায়াস হইয়াছে নতুবা নহে। মানব প্রকৃতির
 কি প্রভেদ আছে? সে যাহা হউক, উল্লেখিত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের
 কিঞ্চিৎ ধিবরণ বর্ণন যোগ্য। এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্র উড়িষ্যা স্থিত,
 তথায় জগন্নাথের এক প্রধান মন্দির আছে, এই মন্দির অতি উচ্চতর
 এবং বৃহৎ, ইহাতে সহস্র সহস্র লোক অন্যায়সে প্রবেশ করিতে পারে।
 ইহার মধ্যে জগন্নাথ, বলরাম, ও সূতস্রার মূর্তি আছে, সে সকল অতি

ইহার প্রাদুর্ভব অশক নৃপতির রাজত্ব কালীন হয়। পরে শঙ্করাচার্য ইহার
 ধ্বংস সাধন করেন।—এলফিনষ্টোন।

হিন্দুরা জীব হিংসায় রুতীর বিরত ছিলেন ইহা জগৎ-প্রসিদ্ধ; ইতিহাস-
 বেত্তা মরি, লিখিয়াছেন, এক ইউরোপীয় কতক গুলি কুকুর লইয়া এক বৈষ্ণাবের নি-
 কটে ঘাইত এবং তৎ সমীপে উহাদিগের নিগ্রহ করিত। বৈষ্ণা এই ব্যক্তিকে তদ্বিষয়
 হইতে নিবারণ করণার্থ তাহাকে প্রচুর ধন দিত, তাহাতে সে ব্যক্তি মাথুই অর্থ পাই-
 য়াছিল। পিথোগোরস ও তদায় শিষ্যেরা জীব নাশ হইতে আশঙ্ক্য নিবৃত্ত ছিলেন;
 তাহার কেহ কেহ বৃকাদি ছেদনে পাপ জন্মায় জান করিতেন।

আমরা হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে প্রকারে পর্যালোচনা করিয়া দেখিতেছি, যে ইহা
 অনেকাংশে প্রাচীন গ্রীক ধর্মের সহিত এক্য হয়। জিনো, ইপিউরাস, পিথো-
 গোরস, এরিস্তিপাস, ডায়োজিনিজ, পিররো, সফ্রেটিজ, প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন মত
 আশ্রয়াদির স্তিম স্তিম ধর্মস্বাপকদিগের সহিত অধিকাংশে এক্য দেখা যায়, অধি-
 কন্তু জপিটর, ডিমাশ, মিনারস, প্রভৃতি দেব দেবী হিন্দুদিগের ইন্দ্র, রত, সন্-
 যত্যাঁদি দেব দেবীর সহিত এক্য হইয়া থাকে।

সুতরাং ও সুগঠন, দেখিবার মাত্র মুচ্ছাপন্ন হইতে হয়; জগন্নাথাদি, নান্য বহুমূলা অসঙ্কারে অলঙ্কৃত; অদ্যাপিও জগন্নাথ মন্দিরে অন্য একখানি কহেছুর পাওয়া যায়। * মন্দিরের অভ্যন্তর অব্যবস্তাব্য রূঢ় থাকার বলিতে চিত্রিত হইয়াছে, যে সমস্ত বলিগে লজ্জাগ্রস্ত হইতে হয়। জগন্নাথ প্রতিষ্ঠা ও তৎ মন্দির স্থাপন অতি পূর্বকালে হয়। যখন হরি পৃথিবী হইতে অন্তর্ধান হইলেন, তখন নিলম্বজ নামী এক বিখ্যাত স্তম্ভতি তদীয় মূর্তি মর্মে স্থাপনে যত্নবান হইয়াছিলেন। কথিত আছে, যে নিলম্বজ অলাধারণ ধর্মিষ্ঠ ছিলেন, ব্রহ্ম, তাঁহাকে দেব অপেক্ষা সংকার করিয়া সমস্ত দেবান্দ সহিত তদীয় বক্ষ দর্শনার্থ আসিয়া তাঁহাকে নারায়ণের মূর্তি স্থাপন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। রাজা তদনুসারে মন্দিরাদি নির্মাণ করাইতে আরম্ভ করিলেন। মন্দির বিশ্বকর্মা শিল্পকারের পুত্রের দ্বারা নির্মিত হয়; এবং নারায়ণ অসং বুদ্ধি বিশেষ বেশ ধারণ পুরঃসর দেব মূর্তি নির্মাণ করেন। তদবধি অদ্য পর্যন্ত সংখ্যাভীত লোক পুরুষোত্তমে যাত্রা করিতেছে। পুরুষোত্তমে যাত্রা করিবার প্রসিদ্ধ বিধি এই, যে যাত্রি, মায়া, মোহ, ভোগ করিবে, স্বপ্ন, পরিজন, প্রভৃতির বিষয় শ্রবণ করিবে না। এ অতি সুপ্রথা; কিন্তু ইহা পালন করা দুস্কর; মনুষ্য যদি মোহাদি ভোগ করিতে সমর্থ হয় তবে তাহার কি অভাব? তাহার পুরুষোত্তমে যাইবারই আশ্যক কি? তথাপি যাত্রিরা মোহাদি শূন্য বলিয়া দত্ত করে। পুরুষোত্তমে বর্ষ বর্ষ প্রায় এক লক্ষ পঞ্চ বিংশতি সহস্র যাত্রি গমন করে এবং আশাচ মাসে রথ যাত্রা কালীন প্রায় এক লক্ষ চল্লিশ সহস্র ব্যক্তি দেখা যায়। দুর্ভাগ্য বশতঃ ইহার অর্দ্ধাংশ গৃহে প্রত্যাপ্ত হয় না এবং অকালে কাল করিতে অনর্থক নিপতিত হয়।

ক্ষেত্রে গমন করিয়া দেখিবে কোন স্থানে শত শত দুর্ভাগ্য জীব মধ্যাহ্ন কালীন সূর্য্য কীরণে উত্তপ্ত বায়ুকোণরি; মুগ্ধিত হইতেছে, কেহই তাহাদিগকে আশ্রয় দান করিতেছে না, পুত্র পৌত্রাদি অনায়াসে পিতৃ মাতৃ মরণ দর্শন করিতেছে, তাহাদিগকে অনায়াসে এবম্প্রকার নিরাশ্রয়ী বিপদাপন্ন অবস্থায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে; কোন

* দিল্লীর সাজাহান বাদসাহ, সুখাভিলাষী, সজ্জাপ্রিয় ছিলেন, তাঁহার ময়ুর পুচ্ছের সিংহাসন ছিল, সেই সিংহাসন হীরক, প্রবালে, মণ্ডিত ও সজ্জিত হয় এবং উন্নত্যা ভাগে কহেছুর নামে এক দুর্ভাগ্য প্রস্তর থাকে, রণজীত সিংহ তাহা হস্তগত করেন, এবং ইংরাজেরা লাহৌর্য্যধিকার করিয়া তাহা প্রাপ্ত হইলেন এক্ষণে তাহা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অঙ্গভরণ।

স্থানে ব্যক্তিরা সান্নিধ্যভ্রমণ হইয়া গাত্র দাহ নিবারণার্থ জলাশয়ে
অবরোধন পূর্বক চিরকালের জন্য তাহাতে মগ্ন হইতেছে ; কোন স্থানে
রাশী রাশী মৃত দেহ পড়িয়া রহিয়াছে এবং গধু, জম্বুকাদি মাংসানী,
তাহা পরমানন্দে ভক্ষণ করিতেছে। হায় কি পরিতাপ! কি দুঃসহ
দুঃখ আখ্যাইকা! হায়! এত দূর দেশে গিয়া এবং প্রকার যন্ত্রণা সহিবার
কি কল?

পুরুষোত্তমাদি তীর্থ যাত্রাকালে ব্যক্তিদিগের স্বদেশ ভ্রমণ হয় এই
এক ফল কল্পিতেছে। মুনিরা তীর্থ যাত্রা বিধেয় বদ্যাপি না লিখি-
তেন, তাহা হইলে বোধ করি একটা স্বদেশীয় স্বদেশ ত্যাগ করিয়া
ভারতবর্ষের অন্য স্থানে গমন করিত না, তাহা হইলে কাশী স্বার্থ
স্বর্ণময় কিনা আমরা জানিতে শক্ত হইতাম না। ক্ষেত্রে জগন্নাথের
সেবার্থ অনেক পাণ্ডা নিযুক্ত হইয়াছে তাহাদিগের প্রধান কর্ম জগন্না-
থাদিকে অহর্নিশি ভোগ নিবেদন করা। যাত্রিরা তথায় এক স্বাচ্ছন্দ লোক
করে তাহাদিগকে রন্ধনাদি করিতে হয় না, 'হোটেল' হইতে অনায়াসে
অন্ন ব্যঞ্জনাদি কিনিয়া সোদীর পরিপূর্ণ করিতে পারে। আমরা বৈষ্ণব
ধর্ম এবং প্রকার কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়া বৈষ্ণবদিগের কৃষ্ণীয়সমূহ প্রকাশে
কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করি। বৈষ্ণবেরা ভণ্ড তপস্বী, তাহাদিগের ধর্ম কর্ম
পণ্ড, তাহাদিগের হস্তেতে যপমালা, কিন্তু অন্তরে বারবনিতা বিরাজিত।
লাম্পট্য, বৈষ্ণবদিগের প্রধান ধর্ম, প্রধান উপাসনা, এবং প্রধান পারমা-
র্ষিক স্মৃতি। তাহাদিগের উপাস্য দেব কৃষ্ণ * যেরূপ সচরিত্র সংগুণাশ্রিত
ছিলেন সকলেই বিদিত আছেন ; কাম শিষ্য দিন যামিনী কেবল কামিনী-
রূপ অহেদ্য পাশে আকীর্ণ ছিলেন। কুলাজ্ঞাদিগের সতিত্ব নাশ তাঁহার
যোগ ধর্ম ছিল। তাঁহার মর্ষাদা যেরূপ তিনি তদুপযুক্ত একটাও কর্ম করেন
নাই, কিন্তু যেরূপ করা উচিত তাহা করিয়াও যুধিষ্ঠিরের উপযুক্ত মান
কোথায়? হরিশ্চন্দ্র কি ইন্দ্রাপেক্ষা ধার্মিক ছিলেন না? তিনি কি
অপরোধে ইন্দ্রদ্বোপযুক্ত হইলেন না? তিনি কি নিমিত্ত দেবতা না
হইলেন? তিনি কি ইত্যাদি বিষয়ে অমুপযুক্ত ছিলেন? কিন্তু তথাপি কাম
শিষ্য আপনাকে দেব, প্রত্যুত পরমেশ্বর বলাইতেন, এবিষয়ে হারকিউলিজ্ঞা-
বা কি দক্ষ ছিলেন? তিনি এক রাজিতে পঞ্চাশটি স্ত্রীকে পুত্রবতী করিয়া-

* বৈষ্ণবদিগের প্রকৃত উপাস্য দেব পূর্বে বিষ্ণু ছিলেন, কৃষ্ণ তাঁহার এক অবতার
কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন, এখনকার বৈষ্ণবেরা সেই কৃষ্ণের উপাসক।

+ গ্রীষ্ম দেশীয় প্রাচীন বীর দাদশ অসাধনীয় উৎকট কর্ম সাধনে বিখ্যাত।

হিষ্কার বহিঃতো না? আত্মদিগের কালচাঁদ এক রাতে যোগ্য শত গোপিনীর চিত্তাভিলাষ সফল করিয়া সর্বাপেক্ষা ভয়ী হইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ দৈত্য হইতে পৃথিবী উদ্ধারার্থ মানব দেহ ধারণ করিয়া ছিলেন, কিন্তু তিনি দৈত্য কুল বৃদ্ধি ব্যতীত নাশ করেন নাই। যদুবাংশ সামান্য বংশ ছিল না। শিশুপাল ও অন্য দুই এক অল্পর ব্যতীত কেহই তদীয় হস্তে নিপাতিত হয় নাই; তিনি তাহাদিগের সংহারের বিলক্ষণ উপায় করিয়াছিলেন এবং ভীমাদিকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। পরন্তু মানব দেহ ধারণ বিনা কি তিনি পরামর্শ দিতে পারিতেন না? তিনি কি কুরু ক্ষেত্রের যুদ্ধ নিবারণ করিতে সক্ষম হইতেন না? না কুরু-কুল নাশে অক্ষম ছিলেন? যৎকালে তিনি সর্বশক্তিমান বলিয়া প্রসিদ্ধ তৎকালে তিনি পুরৌক্ত কৰ্ম নিস্পাদন করণে অক্ষম নহেন, কিন্তু সে শক্তিমান নাম মাত্র, কার্যে নহে। রামচন্দ্র, বিনা মানব দেহে কি দশাননকে ধ্বংস করিতে পারিতেন না? অনেকেই উত্তর করিবেন, যে তিনি অবশ্য পারিতেন, কেবল বাস্তবিকর অণীত গ্রন্থ, সত্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য করেন নাই। পরন্তু মানব জন্ম গ্রহণ ব্যতীত কৃষ্ণ পৃথিবীর কি ভার হরণ করিতে অপটু ছিলেন ঐ ব্যক্তিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা যে কি উত্তর প্রদান করিবেন স্থিরকৃত করিতে পারি না। কৃষ্ণের কতিপয় কুলীয়ার কাল পর্ব নামে খ্যাত হইয়াছে; যথা রাস যাত্রা, দোল যাত্রা, ইত্যাদি। রাসযাত্রায় হিন্দুরা মহা মহোৎসব করে এবং পট, ছবি, পুস্তালিকা, পুষ্পাদির দ্বারা রাস মন্দির সুশোভিত করিয়া থাকে। দোল যাত্রায় মহোৎসব কিঞ্চিৎ বিস্তীর্ণ হয়, হিন্দুরা তৎকালে কাণ্ড লইয়া পরস্পর মাথামাথি, ছড়া ছড়ি করে, লুপারকেল মহোৎসব কাশীর রোমীরেরা বেরূপ অত্যাচার ও জঘন্য বাক্যাচারণ করিত পশ্চিম দেশীয় ব্যক্তির পৃথি মধ্যে নির্লজ্জায় নিঃশঙ্কায় তরুণ অত্যাচার করিয়া থাকে। দোল যাত্রা সময়ে পূর্বে তাহাদিগের অন্যায়াচরণ জন্য রাজপথে গমন বিধি ভার হইত, সম্প্রতি ইংরাজদিগের শাসনে অনেক হ্রাস হইয়াছে। বিষ্ণু উপাসক অশ্বৈদিগের উপাসনার বিবরণ কিঞ্চিৎ বর্ণন যোগ্য।

শৈবদিগের উপাস্ত্র দেব শিব। তিনি সৃষ্টি নাশার্থ নিযুক্ত হইয়াছেন এবং তিনি জিনয়ন ও পঞ্চানন। মহাদেব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অপেক্ষা তপস্বী ও ধর্মাশ্রয়ী ছিলেন এবং অল্পে সঙ্ঘট হইতেন বলিয়া তাহাকে আশুতোষ বলা হয়। ভারতবর্ষে অদ্যাবধি তাহার অর্চনা হয়, তন্মধ্যে পশ্চিমে কাশী প্রভৃতি স্থানে অসংখ্য উপাসক আছে। প্রাক্কালে

অনেকেই তাঁহার আরাধনা করিত এবং তদ্বিবয়ে অনেক অদ্ভুত আখ্যাইকা কর্ণারূঢ় হয়। এই উপাসকের সহস্র সহস্র বর্ষ অবিপ্রান্ত বিনাহারে তপস্যা করিত, কেহ বা পদদ্বয় উর্দ্ধে রাখিয়া মস্তক ভূমিতে রাখিত; কেহ বা বৃক্ষে লগ্নমান থাকিত, কেহ বা প্রচণ্ড গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড অগ্নিকুণ্ডে প্রস্থসিত করিয়া চতুর্দিক বেষ্টন পূর্বক তন্মধ্যে নিরুদ্বেগে বাস করিত; কেহ বা হৃদয়তেদী সূশীতল শীতকালে অনায়াসে শীতল বায়ি ব্যাপিয়া থাকিত; কেহ বা বিমা আচ্ছাদনে ঘাৎকাল, বড় বক্তি, রৌদ্রে বক্তিত। তাহার শীরকে একরূপ বশবর্তী করিয়াছিল এবং বিষয় বাসনা হইতে একরূপ আশ্চর্যরূপে বিরত ছিল, যে অতিরিক্ত দ্রুত স্ব ধর্ম্মাহরক্ত কোইক অধুরূপ আচরণে পরাঙ্মুখ। আক্ষিকা খণ্ডে কতকগুলি একরূপ উপাসক ছিল, পরন্তু তাহার শিবাণামক ছিল কি না নিশ্চয় বলা হইতে পারে না। কোন কোন গ্রন্থকর্ত্তা লেখেন, যে ওসাইরিস নামা মিশর দেশাধিপতির স্ত্রী হইলে ব্যক্তির তাহার মাহাত্ম্য অন্য তাঁহাকে দেব বলিয়া পরিগণন করিয়াছিল এবং শিব লিঙ্গাকৃতির নায় তাঁহার চিত্র স্বরূপ নিৰ্ম্মাণ করিয়া পূজা করিত। ইউরোপীয়েরা ইহাদিগকে জিল্লো সোফিউ কহেন। অশ্বদেশীয় তপস্বীরা তাঁহাদিগের নিকটে ঐ নামে উক্ত হইলেন। আলেকজান্দ্র বর্ষন অশ্বদেশ জন্মার্থ আসিয়াছিলেন, তখন তিনি তপস্বীদিগের চমৎকার তপস্যুরক্তি ও ধৈর্য্য দেখিয়া সাতিশয় আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। কেহ মায়াবধি অনাহারি রহিয়াছে; কেহ শীতল সলিলে প্রবেশ করিয়া যোগ সাধন করিতেছে। তপস্বীরা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা—বহুদক, কুটীচক, হংস; পরমহংস, অঘোরী, কডালিন্দী, ইত্যাদি। ইহাদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার, ভিন্ন ভিন্ন উপাসনার বিধি দ্রষ্ট হয়, কেহ কেহ একরূপ অত্যাচারী যে তাহার মলকীট মধ্যে গণ্য। ঈদ্রশী আচারভুক্ত হইবার হেতু কি? তত্ত্বজ্ঞান ইহার মূল হেতু, তত্ত্বজ্ঞান দারা তাহার সকল পদার্থ চেতনাচেতন, শুদ্ধাশুদ্ধ জ্ঞান করে; যে সমস্ত বস্তু আমরা প্রত্যক্ষ দর্শনে চেতন ও শুদ্ধ বলিয়া মানিতেছি এই পণ্ডিত শ্রেণী সে সকলকে অচেতন এবং অশুদ্ধ বলে, ফলতঃ তাহার যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী নহে। তত্ত্বজ্ঞানী কি পরানিষ্ঠাচরণ করে, পর দ্রব্যাপহরণ করে? ক্রোধ কি তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিতে পারে? তাহার প্রকৃত উত্তর, কদাচ নহে। পরন্তু সন্যাসীদিগকে ক্রোধাদি আশ্রয় করিয়াছে।

ঐকীক দেশীয় পণ্ডিত শ্রেণী বিশেষ, যাঁহার নাম, মোহ, শূন্য হইয়া দেহ নিপীড়ন সহ্য করিতেন।

কালী ইহাদিগের প্রধান সোপদ্রবের স্থান; তথ্য ইহার। যাজ্ঞ-
দ্বিগকে বাকপথাভীত বিরক্ত করে, তিষ্কাহলে তাহাদিগের আবা-
সে প্রবেশ করিয়া 'তবতি তিষ্কাং দেহি' উচ্চারণ করে; ব্যক্তির। তিষ্কা দানে
ক্ষম মাত্র বিলম্ব করিলে, ইহার। তাহাদিগের আবা-সে বৃষ্ঠ। ভাগ করিয়া
প্রস্থান করে; কখন, কখন তাহাদিগের দ্রব্যাদিসমস্ত নষ্ট করিয়া ফেলে,
অথবা তাহাদিগকে রুচ ভায়া কহে, হয়তো দল বন্ধ হইয়া ধনাদি হরণ
করিয়া পলায়। কাশীধামিরা তাহাদিগের দ্বারা সাতিশয় পরিভ্রান্ত
হয়েন, এবং তাহাদিগের তথ্য তিষ্ঠনা ভায়া হয়। পরমহংস আত্ম
ইচ্ছায় আহা করি না এবং কথ। কহে না, কেহ আস্যদেশে গুহনী
দিলে তাহারা ভয় করে, কিন্তু তথাপি ন্যাকা দ্বারা তাহা প্রার্থনা করে
না। কোন কোন সম্রাটের মধ্যে জ্বনদিগের স্বকঙ্কদ অপেক্ষ। কদম্ব
ব্যবহার প্রচলিত আছে, তাহারা জীবুৎপাদক অঙ্গ একেবারে নিমূল
করে, করিবার হেতু কাম নিবারণ; এবং প্রকারে এক প্রধান অঙ্গের
নিগ্রহ করিয়া তাহারা জনগণ সমীপে সাধু ও নিন্দামী প্রকাশ করে
এবং তাহাদিগের সম্বন্ধে অন্যায়সে উল্লঙ্ঘ হয়। ধর্ম শাস্ত্রে নারদ
ও ব্রহ্মার বাদান্ত্রাদ প্রসঙ্গে কথিত আছে, যে যদ্যপি কারাদি ত্রিপু
জান দারা বশীকৃত না হয় তবে তাহাদিগের নিগ্রহ কবিবে। সম্রাসীরা
তদনুসারে ঈশ্বরী ইন্দ্রিয় নিধন করিয়া থাকে এবং ব্যক্তিদিগের বাটীতে
'বম্ মহাদেব' উচ্চারণ করতঃ তিষ্কা প্রার্থনা করে, গৃহিরা তিষ্কা প্রদান
করিলে তাহারা তাহা গ্রহণ করে না এবং কহে যে, রিক্ত হস্তে গহস্থের
বাটী হইতে প্রস্থান করা বিধেয় নহে, অতএব এক কড়ি মাত্র লইতে স্বীকৃত
হয়। অচতুর গৃহিরা তাহাতে আশ্চর্য বোধ করিয়া তাহাদিগকে সিদ্ধ বলিয়া
মানে এবং তিষ্কা তাব প্রকাশ করে, সম্রাসী তাহাদিগের অন্তরগত ভাব
বুঝিতে পারিয়া এবং আত্ম পথ পাইয়া অবলীলা ক্রমে নানা লীলা
প্রকাশে প্রস্তুত হয়। গৃহিকে তাহারা, প্রথমে এই বাকা কহিয়া থাকে
যে মহাশয় অতি ভক্ত, আপনি পরোপকারার্থ মহা ব্যয় করিয়াছেন, কিন্তু
দুরাঙ্কট বশতঃ সকলেই কৃতঘ্ন হইয়াছে কেহই আপনাকে মান্য করে না
সকলেই শক্রুতা সাধে, এবং একরূপ হইবার প্রধান কারণ এই, যে আপনি
কাম্বিন্ কালে কোন অম্পর্শ বস্তু উল্লঙ্ঘন করিয়া ছিলেন যদারা আপনি
অদ্যাবধি বিবিধ যন্ত্রণা সাহেতেছেন। ফলতঃ এ যন্ত্রণা চিরস্থায়ী নয়;
বৈদ্যনাথ বা তারক নাথকে পঞ্চ সিদ্ধার ভোগ দিলে সকল ছুঃখই মোচন
হইবে; তথাপি আপনার মঙ্গলার্থ এক মহোষধ প্রদান করিতেছি ইহা
ভয়নে মহতী শুভ হয়। এই বলিয়া ঐন্দ্রজালিক গৃহির হস্তে কিঞ্চিৎ

স্বস্তিকা অর্পণ করিয়া তাহাকে হস্ত স্পর্শিত করিয়া ক্ষণ পরে তাহা আপনি গ্রহণ করিয়া কর মধ্যোব্রাথে পরে হস্ত বিস্তার পুরস্কার দেখায়, হরিভুল হইয়াছে। ব্যক্তির ইহা অলৌকিক জ্ঞান করিয়া সন্ন্যাসীকে মুক্তা দ্বারা পৱিতুষ্ট করে। সন্ন্যাসীরা গণিতজ্ঞ বলিয়া দান্ত্রিকতা প্রকাশ করিয়া থাকে, এবং ব্যক্তিদিগের হস্ত দর্শনে ফলাফল বলিয়া বলি ভারী করিয়া প্রস্থান করে, কখন কখন ইহারা ব্যক্তিদিগকে আশ্চর্য্য ঔষধি দেয়।

এই ঔষধি স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রবাল, পারা ঘটিল, এবং ইহাকে স্বর্ণজারা, রৌপ্য জারা প্রবাল জারা পারা জারা, বলা যায়। ঔষধিসমস্ত অতি চমৎকার, ইহার তৃণাগ্র পরিমাণে কিয়ৎ দিবস সেবন করিলে মহৎ মহৎ রোগ উপশম হয়। হিন্দুদিগের অন্যান্য ঔষধি যদিও উৎকৃষ্ট নহে তথাপি এ সমস্ত ঔষধ অতি চমৎকার ও হিতদায়ক স্বীকার করিতে হইবে। মহাত্মা এল্কিনস্টন সাহেব ইহার ভারতবর্ষের ইতিহাসে ঋতু ঘটিত ঔষধের বিশেষ গুণ বর্ণন ও বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন, পরন্তু এ বিষয় বর্তমানে পাওয়া দুষ্কর, যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা কৃত্রিম জন্য জাত্বশী ফলোৎপন্ন হয় না এবং আত্মতরী, আয় সুখেছু, হিন্দু অপরকে সে সকল প্রস্তুত করিবার প্রথা না শিখাইবায় ক্রমে তাহা লোপ পাইতেছে। ইউরোপীয় ব্যক্তির জন্মদেহীদিগের ন্যায় সূক্ষ্ম আয় মঙ্গল অভিলাষী নহে; তাহারা কোন নব ঔষধ বা নব পদার্থ সৃষ্টি করিলে তৎক্ষণাৎ পর হিতার্থ তাহা জগৎগুলে ডিণ্ডিব ধানি করে যাদ্ধারা তাহাদিগের তাবৎ শাস্ত্রের শাখা প্রশাখা প্রসাররূপে বিস্তার হইতেছে। হিংস্রক হিন্দু জাতি তদনুরূপ না করিবাতে এতেদেশীয় শাস্ত্রসকল উত্তরোত্তর হ্রাস পাইতেছে।

কাশী স্বাভীত, ভারতেশ্বর ও বৈদ্যনাথ সম্যাসীদিগের অন্য হই তীর্থ স্থান আছে । বৈদ্যনাথের অপেক্ষা ভারতেশ্বরের খ্যাতি সুদীর্ঘ কাণ্ডে অতএব তদ্বিষয় যৎকিঞ্চিৎ বলা কর্তব্য ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

ভারতেশ্বরের বিবরণ এবং ভারতেশ্বরের আকার বর্ণন—মহাস্ত—মুকুন্দ ঘোষের স্বরণার্থ প্রস্তরের বিবরণ—যাত্রীরা কি অভিজ্ঞায়ে ভারতেশ্বরে যাত্রা করে—ভাঙ্গারা স্বপ্ন দর্শনান্তর ভবে প্রাপ্ত হয়—তদ্বিষয়ে নানা উপন্যাস কথিত হইয়া থাকে—ভাঙ্গারা দুঃসহ যজ্ঞনা সহ্য করে—শিব চতুর্দশী—ব্যাধের দ্বারা শিব চতুর্দশীর উৎপত্তি—যাত্রীরা উপবাস ও রজস্বী জাগরণ করে—প্রমত্তেরা প্রমোদের জন্য উপবাস করিয়া তাম ক্রীড়া করে—চতক যাত্রা—সম্যাসীদিগের তৎকালে দেহ নিপীড়ন—শক্তি—তদ্বিহাঙ্গের ভীষণ নিষ্ঠুরতা ও কুআচার—শ্যামু গুজা কালীম শাক্তেরা স্বাসানে গিয়া যোগ সাধন করে—কালিঘাট—অধিকাংশ যাত্রি বৈশ্যা বিলাস ও মদ্য পান জন্য তথায় গমন করিয়া থাকে—কামখ্যা—তথায় ব্যক্তিরা যোষণের বশীভূত হয়—তদ্বিষয়ে আলিঙ্গ উপন্যাস—ভাঙ্গার প্রকৃত অর্থ ।

ভারতেশ্বরের কলিকাতা হইতে ষোড়শ ক্রোশ পথ, তথায় মহাঘোর বসতি ভাঙ্গরা নাই, প্রায় সমস্ত মরু ভূমি; স্থানে স্থানে রাশী রাশী সস্যাৎ-পন্ন হয়, কৃষকেরা ধান্য অঙ্গুর দ্বারা ভূমি সূশোভিত করে । প্রান্তর মধ্যে ভারতেশ্বরের এক বৃহৎ মন্দির আছে, উন্মধ্যে সংহারকর্ত্তী বিরাজমান ; মন্দিরের চতুর্দিকে অনেক লোকের বসতি আছে, কিন্তু ভাঙ্গারা কেবল যাত্রিদিগের নিকটে জব্যাদি বিক্রয়ার্থ তথায় বাস করে । জনশ্রুতি আছে, যে শক্তির এক অঙ্গ ভারতেশ্বরে নিষ্কিপ্ত হইয়াছিল এবং স্বয়ম্ভু তথায় উৎপন্ন হইয়েন । ভারতেশ্বরে এক হস্ত পরিমাণ উচ্চ এবং তাঁহার মস্তক এক হস্ত পরিমাণ গভীর, তদীয় চতুর্দিকে গোলাকার রৌপ্য মণ্ডিত পেনেট নির্মিত হইয়াছে, তাঁহার সেবার্থ এক দণ্ডী আছেন, তাঁহাকে 'মহাস্ত' কহা যায়, মহাস্ত তথাকার জমীদার স্বরূপ, সমস্ত ভারতেশ্বরের তাঁহার অধিকার, তিনি দোবীর প্রতি দণ্ড বিধান করেন । মন্দির দ্বারে দুই দ্বারী সতত দ্বার রক্ষা করে, মন্দিরের সম্মুখে এক নাট্য মন্দির আছে এবং তথায় স্ত্রী বিনিময়ে হোম যজ্ঞাদি হয় । মন্দিরের পূর্ব পাশ্বে

এক খানি প্রস্তর স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহা মুকুন্দ ঘোষের স্মরণার্থ প্রস্তর । কথিত হইয়াছে, যে ঐ মুকুন্দ জাতিতে গোয়ালী ছিল এবং গ্লাবী সহকারে উপজীবিকা সাধন করিত; সেই ক্রমে তাহার এক গাবী প্রত্যহ তারকনাথের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে দুগ্ধ প্রদান করিত; সে সময় তারকেশ্বর অরণ্যাকীর্ণ ছিল এবং অরণ্যাতান্তরে তারকনাথ আবির্ভূত হইলেন । গাবী প্রতি দিন তারকনাথকে দুগ্ধ দেয় মুকুন্দ জানিতে পারিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে গমন করিল এবং দর্শন মাত্র পাষান হইয়া মুক্ত হইল । তদবধি তারকেশ্বর মল্লয়া দ্বারা বাসিত হইয়া তথায় মন্দিরাদি নির্মিত হয় এবং তারকনাথের মাহাত্ম্য বাড়ে । তদবধি যাত্রিরা আদৌ মুকুন্দ ঘোষ স্বরূপ প্রস্তরের উপর দুগ্ধ প্রক্ষেপ পুরঃসর তারকনাথকে তৎপরে তাহা প্রদান করিয়া থাকে । বারণসীক্ষেত্রে বুদ্ধেরা মুক্তার্থ গমন করেন কারণ তথায় কায়া ভ্যাগে নক্ষপদ পায় এবং পারত্রিকে সীমাতীত সুখ ভোগে সমর্থ হয় । যাত্রিরা ইহকালের সুখার্থ তারকেশ্বরে গিয়া থাকে তথায় গিয়া রোগ শোকাদি নোচন নিমিত্ত মন্দিরের সম্মুখে ও চারি পাশ্বে বিনাঙ্কাবে কিয়দিবস তারকনাথের নিকটে বরপ্রত্যাশায় শয়ন করে এবং দুই তিন বা চারি দিন পরে তুনি শয্যা হইতে উঠিয়া আহারাদি মহানন্দে সম্পাদন করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগত হয় । যাহারা বর বা মহৌষধি প্রাপ্ত হয় তাহারা ই নিরুদ্ধেগ চিন্তে ফিরিয়া আইসে নতুবা ষাছাদিগকে তারকনাথ অনুগ্রহনা করেন তাহারা পুনঃ জল স্পর্শ ব্যতীত ধরাশায়ী হইয়া, কেহ বা আরো দুই দিবস কেহ বা তিন দিবস উপবাসী থাকে এবং তারকনাথের দয়া হইলে 'স্বপ্ন হয়' নহিলে নয়ন নীরে আগারে আগমন করিতে বাধ্য হয় । কলতঃ এ অতি আশ্চর্য্য বলিতে হইবে যাত্রিরা উদ্ভনাথন স্বপ্ন কি হেতু পায়? ইহার কারণ কি? কোন বিষয় স্তূতরূপে দীর্ঘকাল ভাবনা করিলে স্বপ্নোৎপত্ত্ব হয়; স্বপ্ন অন্য কিছু নয় । মহাত্মনঃ এবারক্রমি সাহেব এতদ্বিষয়ে যথেষ্ট লিখিয়াছেন এবং তাঁহারও এই মত । যাত্রিরা রোগ শোকাদির বিষয়ে শুভাশুভ ভাবনা করে এবং শুভ ভাবনার আধিক্য হইলে শুভ স্বপ্ন প্রাপ্ত হয়, অশুভের আধিক্য হইলে অশুভ স্বপ্ন পায় ।

এতদ্বিষয়ে বিস্তর অলৌকিক উপন্যাস কথিত হইয়াছে, এক ব্যক্তিকে এক সময়ে স্বপ্ন হইল, যে 'তুনি অমুক প্রান্তরে বাইয়া স্তূতিক্য হইতে চিনি তুলিয়া তাহা ভক্ষণ করিলে তোমার রোগ দূরীভূত হইবে' সে তদনুসারে নিদ্রুট প্রান্তর হইতে স্তূতিক্য খনন পুরঃসর দেখে যথার্থ চিনি রহিয়াছে, সে তাহাতে পরনাপ্যাইত হইয়া তাহা ভক্ষণ করে,—তাহার

রোগও শাস্তি হয়। অপর ব্যক্তির জনশ্রুতির দ্বারা এই বিবরণ প্রতি
গোচর করিয়া স্বরায় সেই প্রান্তরে উপস্থিত হইল এবং তথায় রাশী
রাশী চিনি পাইল। অন্য এক ব্যক্তি এই স্বপ্ন দেখিল, যে মহাদেব
বৃক্ষ ভ্রাক্ষণ মূর্তী ধারণপূর্বক তাহাকে কহিলেন, যে তুমি প্রত্যুষে
মন্দির পাশে যাহা পাইবে তাহা ভক্ষণ করিবে তাহা হইলে তোমার
রোগ শাস্তি হইবে। পরু দিবস প্রভাতে ঐ ব্যক্তি নির্দেশিত স্থানে
গিয়া দেখে, যে এক প্রকাণ্ড অজগর রহিয়াছে, সে তাহা দর্শনে নাতিশয়
শঙ্কিত হইল, তথাপি জীবন রক্ষার্থ সম্মুখস্থ পুষ্করিণীতে স্নাত হইয়া
উঠিয়া দেখে যে সর্প, রক্তা হইয়াছে, ইহাতে সে চমৎকৃত হইয়া তাহা
ভক্ষণ করিল এবং তাহার রোগ আর ব্রহিল না। কেহ কেহ পীড়া
নিবারণার্থ একুপ ভীষণ যন্ত্রণা সহ্য করে, যে তদর্শনে অন্ধি নীরে ভাস-
মান হইতে হয়। তাহার ১৪-১৫ কোশ ধূলি খসুরিত হইয়া তারকেশ্বরে
উত্তীর্ণ হইয়া থাকে এবং ইত্যাদি আচরণে ভারকনাথ অধিক প্রেম
হয়েন তাহার অনুমান করে। তাহার ভূশায়ী হইয়া মন্তকের অগ্রভাগ
নিম্নস্থ ভূমিতে রেখা দিয়া তথায় পদদ্বয় রাখিয়া পুনশ্চ শয়ন করে এবং
পুনশ্চ মন্তকের অগ্রভাগস্থ ভূমিতে রেখা দেয়। তাহাদিগের গমন
বিধি ঐদৃশী চুঃসহ যন্ত্রণা সহিয়া হয়।

এখন শৈবদিগের সর্কাবিষয়ক কিঞ্চিৎ বক্তব্য। শৈবদিগের শিবরাত্রি
ও চড়ক যাত্রা প্রধান সর্কা। শিবরাত্রি ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী
নিশীতে হইয়া থাকে। ইহা অতি সামান্য ব্যক্তি হইতে সমুৎপন্ন হইয়া-
ছিল; মহাতারতাদিতে উক্ত হইয়াছে, কোন ব্যাধি স্তম্ভগম্যার্থ বন পয়ান
করিয়াছিল, স্তম্ভগয়া করিতে দিবাবসান হইল এবং মহাক্ষকার, জগৎ
ব্যাপিত হইয়া ভূচর, ষ্ঠেচরাদি, জীবনিকরের নয়ন মুদিত করিল; নভো-
মণ্ডলে ঘোর শ্যামল মেঘরাজি বিরাজিত হইল; তাহাতে পৃথিবী
সুধাংশুর অংশু হইতে বঞ্চিত হইল; মহা শীলা বৃষ্টি হইতে লাগিল
এবং নিদাঘ কালের ঘোর নিনাদ আরম্ভ হইল; চপলা চম্পলা গৃহাদি
নাশে অতি বেগে নাবিল; এবং প্রলয়ের পবন বৃক্ষসমূহ ছিন্ন ভিন্ন
ও চূর্ণ করিতে রোষ প্রকাশে ধাবমান হইল। ব্যাধি সে তিমিরাঙ্কর
সর্কারিতে স্থালয়ে যাইতে অপারগ হইয়া অতি বিষন্ন মনে এক বৃক্ষোপরি
আশ্রয় লইল। ঐ বৃক্ষ বিল্ল বৃক্ষ ছিল, ব্যাধি তাহাতে অবস্থান কালে
শোকাক্ত হইয়া রোদন করিতে ভূমিতলে অশ্রুপাত হইল এবং একটী
বিল্ল পত্রও সে অবসরে পড়িল। এই কালীন মহাদেব বৃক্ষ মূলে বসিয়া
ছিুলেন এবং ব্যাধির নয়নাশ্রু ও সূক্ষ্ম পত্র তদীয় গাত্রে পতিত হইল।

বিহীন পাত্র ও নয়নাশ্রু গায়ে পড়িলে শিব সান্তিশয় বিশ্বয়াপন্ন হইলেন, তাবিলেন এখোর রজনীতে বিহীন জন দিয়া কে আনাকে পূজা করিতেছে? অনন্তর উর্দ্ধনয়ন হইয়া দেখেন, ব্যাধ বসিয়া আছে, ইহাতে তিনি বাকাতীত পরিতুষ্ট হইয়া ব্যাধকে সংসার বন্ধনা হইতে মুক্ত করিলেন। তদবধি ভূমণ্ডলে শিব চতুর্দশীর ব্রত অঙ্কিত হইল। ভারতবর্ষে শিব চতুর্দশীতে মহা মহোৎসব হয়, অসংখ্য যাত্রি ভণায় গমন করিয়া ভারতনাথের অর্চনা করে; সে দিবস তাহারা জল পর্যাস্ত পান করে না সমস্ত দিব্য রাত্রি উপবাসী থাকে এবং সমস্ত রজনী আগরণ করে। অশ্বমেধের শিব চতুর্দশী আর্যের প্রমোদের পর হইয়াছে, কাল্পনিক উপাসকেরা রজনীতে শিব পূজা বিনিময়ে তাম, পাসাদি অর্চনা করে এবং তজ্জন্য অনেকে উপবাসী হয়। কথিত হইয়াছে, শিবরাত্রি ব্যতীত চতুর্দশী শৈবদিগের এক প্রধান পর, এই পর চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে হয়, সম্যাসীরা তৎকালে নানা দেহ পীড়া সহ্য করে যাহা দর্শন বা প্রবেশে স্তম্ভিত হইতে হয়। তাহারা ব্রিহৎ বৃহৎ লৌহ দণ্ড নির্মাণ করিয়া কেহ বা জিহ্বা, কেহনা হস্ত, কেহ বা কটিদেশ, ছেদন পূর্বক তন্মধ্যে তাহা প্রবেশ করায় এবং মহা উৎসব করতঃ রাকপথে স্তূতা করতঃ গৃহে গৃহে ভিক্ষার্থ গমন করে। অনন্তর একটা প্রকাণ্ড উচ্চতর দারু প্রোধিত করিয়া তল্পপরি অন্য একটা কাষ্ঠ সংলগ্ন পুরঃসর তাহার অগ্রভাগে এক গাছা রজ্জু বন্ধন করে। পরে সম্যাসীরা পৃষ্ঠ ছেদন পূর্বক তন্মধ্যে একটা লৌহ নির্মিত আকর্ষক দিয়া কাষ্ঠস্থিত রজ্জুতে তাহা বন্ধন করিয়া শুনা মার্গে পরিভ্রমণ করে। এই জঘন্য, তন্ন্যাবহ, ব্যবহার ষারা অনেকে খঞ্জ হইয়াছে এবং অনেকে পঞ্চদ্ব পাইয়াছে তথাপি ব্যক্তির এ ব্যবহার নিরাকরণ করে না। এ ব্যবহার শাস্ত্র সম্বিত নয়, কিন্তু তথাপি লোকের কি নিমিত্ত এতাদৃশী চুঃখ সহ্য? কি আশ্চর্য্য! দেশাচার কি শক্তিমান! এতদ্বিষয়ে মনোযোগ করা নবীন গবর্ণমেণ্টের বিধেয়, ইহা নিরাকৃত করা তাহাদিগের কর্তব্য কর্ম্ম। যে প্রকারে তাহারা সহস্রাণাদি খণ্ডন করিয়াছেন তৎকালে কি অতিপ্রায়ে ইহা খণ্ডন না করিবেন? বিশেষতঃ ইহাতে কেহ শাস্ত্রীয় প্রমাণ বলে বৃথা দাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে সক্ষম হইবেন না। অতএব রাজপুরুষেরা উক্ত দেশাচার সমূলে উৎপাটন করুন। ঐক্যব, শৈব, ব্যতীত ভারতবর্ষে অন্য এক প্রধান উপাসক আছে, তাহাদিগের উপাসনা শক্তি হইতে সমৎপন্ন হইবাতে তাহাদিগকে শাস্ত্র কহা যায়, শাকেরা, সর্কাপেক্ষা নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর, এবং অত্যাচারী, ইহার মদ্য, মৎস্যাদি, অখাদ্য আহার করে

এবং উপাস্য দেবীকে নরবলি দানে মস্তক করিয়া থাকে । তাহাদিগের প্রধান পর্ব শ্যামাপূজা, বৎকালে তাহারা ঘোর ভিমিরাকীর্ণা অসামান্য নিশীতে অগ্নয়া শম্মানে গমন পুরঃসর স্তূত দেহোপরি উপবিষ্ট হইয়া যোগ সাধন করে এবং তাহারা উৎকট সাধনা করিতে পারে তাহারা 'সিদ্ধ' হয় । শাক্তদিগের প্রধান তীর্থ কালীঘাট ও কামখ্যা । কালীঘাটে কালীর এক ভীষণ মূর্তী আছে, কামখ্যায় মূর্তাদি কিছুই নাই, কেবল এক প্রস্তর-নির্মিত দেবীর মূর্তি আছে । কালীঘাটে অধিক সম্রাসী নাই, পরন্তু পূর্বে অধিক ছিল এবং কেহ যোগ সাধন জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল । কালীঘাট তীর্থ অতি প্রাচীন, কালিদাস কৃত 'কামিনীকুমারের' নামক, বাণিজ্য কাব্যে কালীন এই স্থানে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন । অধুনা মাংসাহার, মদ্যপান, ও বেশ্যাবিলাসার্থ অধিকাংশ যাত্রি তথায় গিয়া থাকে এবং কালীঘাট সাধারণ কুঞ্জীড়ার স্থান হইয়াছে । কামখ্যায় অসংখ্য যাত্রি যাত্রা করে এবং অনির্কচনীস কুআচরণ অস্থগন করিয়া থাকে । এই তীর্থ বিষয়ে বিবিধ অলিক উপন্যাস কথিত হয় । কোন কোন বিচক্ষণ কহেন, যে তথাকার ঘোষণা গণ মায়াবিদ্যায় অতিশয় সুপণ্ডিত, তাহারা সাতিশয় অনঙ্গ-প্রিয়া ; ব্যক্তির তথায় গমন করিলে তাহারা মন্ত্র বলে তাহাদিগকে মেধাকৃতি করিয়া রাখে এবং স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে দেয় না ; কোন কোন নির্কোষ বিজ্ঞান ? মস্তক ঘূর্ণায়মান পূর্কক কহেন, যে ব্যক্তির তথায় অসংখ্য মন্ত্র উপার্জন করে এবং অবসর ক্রমে এক মুহূর্ত মধ্যে মন্ত্র বলে বকোপরি উঠিয়া স্বদেশে উপস্থিত হয় । এ সমুদয় অলিক, পরন্তু নিতান্ত অলিক নহে, ইহার ভাবার্থ আছে ; লোকেবা ইহার প্রকৃত ভাব না বুঝিয়া মহাক্ক হয় । ইহার প্রকৃত অর্থ এই, যে তথাকার কামিনীগণ অনির্কচনীস রমনীয়া, যদ্বারা তাহারা পুমানদিগের মনহারিণী হইতে সমর্থ হয়, বিশেষতঃ তথায় অভ্যন্ত পুরুষ থাকতে এবং রমণীরা স্বভাবতঃ অধিক কামান্বিতা হইবাতে কামানল নির্কোণার্থ যাত্রিদিগকে আলিঙ্গনেচ্ছ কা হয় এবং তাহাদিগের মোহিত করিতে বর্ণনাতীত সৌজন্যতা, সারল্যতা, উক্তি, চাতুরী, প্রকাশ করে । একে রূপনী, তাহাতে এবম্প্রকার তক্তি ভাব প্রকাশ, ইহাতে কোন পুরুষ না মোহিত হয়েন, ইহাতে যাত্রিরা মুক্ত হইয়া তাহাদিগের সহবানে যাবজ্জীবন অবস্থিত করিতে বাধ্য হয় । যাহাকে মুক্ত করিয়া ইহ সংসারে স্ত্রী, পুত্র, পরিজনাদি হইতে বঞ্চিত করিল, তাহাকে মেধাকৃতি করিয়া রাখিল বাতীত অন্য কি বলা যাইতে পারে । অতএব মেধাকৃতির ভাব এই ; প্রকৃত

যেহাফুতি করিয়া ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য নহে, বৃক অবলম্বনে পলায়ন, ইহার ভাব এই, যে অমুল্যনীয় ব্যাপার হইতে মুক্ত হইবাতে ব্যক্তির। এতপ্রকার অসম্ভব উপহাস রচনা করিয়াছে। কামরূপ সম্বলিত বিবিধ অসম্ভব বিবরণ বর্ণিত হয় সে সমুদয় বিস্তীর্ণ না করিয়া হিন্দু জাতীয়দিগের ধর্ম্ম বিবরণ এ স্থলে সমাপন করা বাউক। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, বাতীত পূর্বকালে সূর্য্য, বায়ু, ইন্দ্র, প্রভৃতির বহু উপাসক ছিল, কিন্তু সত্যধর্ম্মের প্রাচুর্তাবে সে সমুদয় ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানে কেবল বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, এই উপাসক ত্রয়ের অধিক প্রাচুর্তাব।

হিন্দুরা অতি পরিমিতব্যয়ী। ইহাদিগের ব্যয় ইংরাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতির অপেক্ষা অল্প, সম্মুখ বিশেষে ইহার। অনর্থ অপরিমিত ব্যয় করেন এবং তাহা অপরিমিত হইয়াও লোকের ভাদৃশী উপকার হয় না, পুণা সঞ্চয়ও হয় না, তদ্বারা শুদ্ধ আনন্দ প্রমোদ ক্রয় করা হয়। কিন্তু সেই অর্থ দেশহিতার্থে অর্পণ করিলে (তাহা বিদ্যা বিষয়েই হউক, দাতব্য বিষয়েই হউক) অপরিয়াস্তু, বর্ণনাভীত, ফল দর্শিতে পারে। ইউরোপীয়ের। এতৎ বিষয়ে একেবারে বিস্মত বলা বাইতে পারে না, তাহাদিগের অপব্যয় আছে, কিন্তু তাহা অভিজ্ঞ। তথাপি হিন্দুরা সাংসারিক বিষয়ে অতি পরিমিত ব্যয়ী, ইহাদিগের পরিচ্ছদও আহার অতি সুলভ, এতদ্বিষয়ে তাহারা পারসীয়দিগের ন্যায় অন্যান্য ব্যয় করেন না। বারানশী, অযোধ্যা, নেপাল, নাগপুর, ইত্যাদি দেশবাসীরা রুটী ও দাল দ্বারা স্বচ্ছন্দরূপে জীবন রক্ষা করে এবং মোটা বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া থাকে। তাহাদিগের শয্যাও সাধারণ। সমস্ত ক্ষত্রীয়েয় এরূপ ব্যবহার, তাহারা জীব হত্যায় অশ্চর্য্য বিস্মত, মৎস্য পর্য্যন্ত আহার করে না। ওসওয়ালদিগের চরিত্র এরূপ যে তাহারা জীব নাশাশঙ্কায় অবগাহন পর্য্যন্ত করে না। ক্ষত্রীয়েয়। স্বাভাবিক উগ্র-প্রকৃতি, অভএব শীঘ্র তরবারি হস্তে করে, কিন্তু তাহারা বঙ্গদেশীয়দিগের ন্যায় কদাচারী নহে, তাহাদিগের চরিত্র অশৎ নহে। দেব দেবীর মহোৎসব এবং বিবাহ তাহাদিগের প্রধান উৎসব। দেবদেবীর মহোৎসব, বিশেষতঃ বিবাহ কাশীনে তাহারা বিপুল অর্থ ব্যয় করে। একমাত্র বিবাহে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা নষ্ট হয়।

অনেক ইংলণ্ডীয় ইতিহাসবেত্তা হিন্দুদিগের চরিত্র নানা প্রকারে বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু অনেকেই স্বজাতীয় মহত্ব রক্ষণার্থ ন্যায় বিরুদ্ধে গমন করিয়াছেন দেখা যায়। মেং ওয়ার্ড হিন্দুদিগের দুই এক মাত্র সচ্চরিত্র প্রদর্শন করিয়া সমস্ত গ্রন্থ কেবল হিন্দুদিগের অবৈধ ধর্ম্মে এবং স্থলে স্থলে অন্যায় নিন্দায় পরিপূরিত করিয়াছেন। তিনি গ্রীষ্মধর্ম্মে

প্রমত্ত হইয়া সদস্য বিবেচনা ব্যতীত হিন্দুদিগের অনেক সদাচারকে কদাচার করিয়াছেন । হিন্দু মহিলায় সতীত্বে তিনি যে কলঙ্ক দিয়াছেন তাহা আমরা কোন মতে সহ্য করিতে পারি না—সহ্য করিতে পারি না । তিনি সাধারণ ক্ষত্রদিগের চরিত্র বর্ণন স্থলে বঙ্গ দেশীয়দিগের চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন, ভারতবর্ষের পশ্চিমস্থ ক্ষত্রদিগের রীতি, চরিত্র, যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন তাহাতে তিনি ভ্রমক্ষেপও করেন নাই । এই দুই ভিন্ন ব্যক্তিদিগের ভিন্ন ভিন্ন রীতি, চরিত্র, বর্ণন করা তাঁহার নিতান্ত উচিত ছিল । তিনি কহিয়াছেন, যে ইউরোপীয় কামিনীগণ প্রকাশ্যে থাকিয়াও সতী-সাধ্যা, কিন্তু হিন্দুদিগের কামিনী সর্বদা গুপ্তভাবে থাকিয়া বিখ্যাত অসতী হইয়াছে * এতদ্বিষয়ে অনেক হিন্দু সাতীশয় পরিভ্রান্ত হইয়াছেন । ইংরাজ বন্ধু জানিবেন, ইহা সমুদয় বিপরিত বর্ণন হইয়াছে । তিনি যে হিন্দুদিগের অসংখ্য প্রকাশ্য ব্যভিচারিনীদিগের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সত্য হইলেও তাঁহাদিগের জাতীয় ব্যভিচারের সহিত তুল্য হইতে পারে না । হিন্দুদিগের চরিত্র যেরূপ দোষাবিত হউক, তথাপি তাঁহাদিগের দেশে Mask, ball and supper অপ্ৰকাশিত আছে । ইংলণ্ডে এই সকলের দ্বারা যে কত “ঘোমটার ভিতর খেমটা” হইয়াছে বলা যায় না । কলিকাতা বাসিন্দা কি ডাংকেলিনের নাম বিস্মৃত হইয়াছেন । আর বাহুল্যের প্রয়োজন নাই । ভারতবর্ষের অধিকাংশ বারান্দানার প্রকাশ্যে আছে, কিন্তু ইংরাজদিগের রমণীগণের মধ্যে কাহাকে প্রকাশ্য, কাহাকে অপ্ৰকাশ্য বলিবা ? তাহার কি সর্বাবস্থায় সমান ? ওয়ার্ড এক স্থলে কহিয়াছেন ;—“কৃতজ্ঞতা” বোধ হয় হিন্দুদিগের ধর্মের মধ্যে গণনীয় নয়, এবং অসীম উপকারে কদাচিত্ কামান্য কৃতজ্ঞতা

* মেং মিল, ওয়ার্ডের গ্রন্থ হইতে এক স্থল গ্রহণ করিয়াছেন যদ্ব্যক্টে হিন্দুরা স্তম্ভীভূত হইবেন । আমরা তাহা পক্ষে প্রক্ষেপ করিবার জন্য উদ্ধার করিলাম ;—

• • • • • “ইহা বলা যথেষ্ট, যে বিবাহ কালীক অধিকার পালন হিন্দুদিগের মধ্যে প্রায় অজানিত, উভয় জাতির” (স্বীপুং) “সদস্য প্রায় পশ্চদিগের ন্যায় ।”

ওয়ার্ডের অভিনব বায়ুগ্রস্ত অতিপ্রায় আমরা স্বয়ং বিনষ্ট করিব না তাঁহার স্বদেশীয়ের মতের দ্বারা তাহা ধ্বংস করিলে অতি প্রামাণ্য হয়, অতএব উইলসনের সংহারক দূতকে প্রকাশ করি ।

“যদিও মেং ওয়ার্ডের উদ্ধৃত নিদ্রান্ত অতিরেকরূপে বর্ণিত, তথাপি ইহা স্বচরুপে বক্তব্য, যে হিন্দু মহিলাগণ এতরূপ আচরণে নিতান্ত পরায়ুখী অপিতবহৎ সহর সমস্তের ব্যভিচার লগন ও পেরিসের সহিত তুল্য নয় ; এবং পল্লিতে সতীত্ব ধর্মের হীনতা প্রায় অজানিত হইয়াছে ।” Wilson's comment.—Mill's India vol. I. P. 466.

প্রকাশ হয়।" ওয়ার্ড, কি অঙ্ক হইয়াছিলেন? হিন্দুরা বোধ করি কখন তদীয় বর্ণনামুখ্যায়িক কৃতজ্ঞ ছিল না।

ওয়ার্ড অপর স্থলে লেখেন;—“উপযুক্ত সময়ে তাহাদিগের চরিত্র বখার্বতঃ সন্মদর; এবং অসুমান হয় তাহাদিগকে পৃথিবীস্থ অভ্যুত্থান-কারক জাতির মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে; তথাপি ইহাও সত্য, যে জনেক হিন্দু যখন অসুমান করেন যে, তিনি যনে, কিম্বা পরাক্রমে, বিজা-তির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তখন তিনি পৃথিবীতে অত্যন্ত গৰ্বী হইয়ন।”

ইহা প্রকৃত বটে, কিন্তু ইহা বঙ্গদেশীয়দিগের প্রতি অধিক ব্যবহার্য।

ওয়ার্ড অন্যত্র লিখিয়াছেন, হিন্দুরা অত্যন্ত কলহী এবং শপথ-বাদী, অত্যন্ত অর্থের প্রয়াসে, এক ব্যক্তি বিচারালয়ে অনায়াসে শপথ করিতে প্রস্তুত।

এ বঙ্গদেশীয়দিগের চরিত্র; পশ্চিমের লোকদিগের এরূপ আচার কচিৎ ছুট হয়। সেং ওয়ার্ড হিন্দুদিগের চরিত্র একপ্রকারে প্রদর্শন করিয়া অবশেষে কহিয়াছেন;—

‘সর্বসাধারণে’ খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম গ্রহণ করণ ইহার শক্তি অন্তর্গত হউক, এবং ইহার উপদেশ মান্য করা হউক, পৃথিবীর অসু ভাগ পয়ান্ত বুদ্ধ নিবারণ হইবে—অজ্ঞানতা এবং অবৈধ ধর্ম দূরীভূত হইবে—অবিচার এবং অত্যাচার স্থানান্তর হইবে—কারাগার শুষ্কল, ও কাঁসীকাষ্ঠ অপ্রয়োজনীয় হইবে—অন্তর্গত ধর্ম হইতে নির্মল নীতি চতুর্দিকে সুখ বিস্তার করিবে এবং পৃথিবী স্বর্গের পথ হইবে।”

আমরা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ না করিয়া শুদ্ধ পৌরাণিক ধর্ম্যাচারীদিগের সংখ্যা গণনা করিলে দেখিব, যে তাহাদিগের সংখ্যা খ্রীষ্টীয়ানদিগের অপেক্ষা অল্প। কিন্তু খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম গ্রহণকর্তার মতে এমত উৎকৃষ্ট এবং এমত উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ হইয়াও কি বর্ণনামুখ্যায়িক ফলোৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছে? ইংরেজে কি কখন বিগ্রহ হয় না? রোমে কি কখন অজ্ঞানতা ও অবৈধ ধর্ম প্রচলিত নাই?

অবিচার, অত্যাচার, কারাগার ও শুষ্কল কি খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে বর্জনমান নাই? মান্যের গ্রন্থকার! তোমরা কি এত সুখী? হিন্দু ধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে কি এক জনও কার্যাক্ষম, সচ্চরিত্র, সুখী, হইয়ন নাই? যাহারা হিন্দু শাস্ত্রে অনতিজ্ঞ অর্থাৎ ওয়ার্ডের অভিপ্রেত খ্রীষ্টীয়ানেরা কি কার্যাক্ষম এবং সুখী? * হিন্দুরা কি সুখের লেশ মাত্র

* “That Hindooism has never made a single votary useful, more

অংশ প্রাপ্ত হইলেন নাই? হিন্দুদিগের চরিত্র বিষয়ে ওয়ার্ডের এরূপ অভিপ্রায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

হিন্দুদিগের চরিত্র—মহুয্য কি নিমিত্ত অন্য জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে—মানব প্রকৃতির অনন্ত্যাবস্থায় বাহুশক্তির অভাবে নবুয্যেরা চিত্তকার ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভঙ্গির দ্বারা আত্মঃরিক ভাব প্রকাশ করিত—চিত্তকার ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভঙ্গির বিষয়ে হুয়ের সাহেবের মত—পিরু, মিশর ও মেক্সিকো দেশীয় চমৎকার ভাষা—সংস্কৃত ভাষা—ভূপালদিগের দ্বারা ভাষা উন্নতি—স্ববিভা—অনন্ত্যাবস্থায় কবিতার বিশেষ প্রাদুর্ভাব—এজিষ্টিয়ে মেক্সি সাহেবের মত—সেক্স-সপিয়র—যদিও সংস্কৃত ভাষার প্রায় ত্রয়ং প্রস্থ কবিতা ছলে নিবন্ধিত তথাপি গ্রন্থ বিশেষ দর্শন শাস্ত্রাদির মধ্যে পরিগণিত—দর্শন শাস্ত্রাদিতে নামা আলিক বর্ণন আছে—ভূগোল ও ইতিহাস অপরিপক্ক বসতঃ তাহাতে অসম্ভব, আলিক বর্ণিত আছে—জ্যোতিষ—চন্দ্র সূর্য্যাদির গ্রহণ নিরূপণ ও ৩৩৫ দিনে বৎসর নির্ণয়—ধর্মকেতু—দর্শন ও অঙ্ক—শাক্ত পদ্ধতির আকর্ষণ—কাব্য এবং প্রবাস কাব্য রচক—ন্যায় দর্শন—গৌতম দুই আত্মা নির্ধারণ করেন—পদার্থ বিদ্যা—অঙ্ক ও বীজগণিতশাস্ত্র—কুতূর্ণ—উদয়চাষ্য—নীলাবতী—নীতি শাস্ত্র—শিল্প বিদ্যা—শাস্ত্রবিদ্যা—যুদ্ধের ব্যবস্থা এবং যুদ্ধশাস্ত্র।

ভারতবর্ষের ইতিহাসবেত্তাদিগের মধ্যে মেং গিলিগ, সাধারণ হিন্দুদিগের চরিত্র সুস্পষ্ট ও উত্তমরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন? তথাপি ধর্ম, ব্যবহার, বিদ্যা, সংগীত, বঙ্গদেশীয়দিগের মধ্যে পল্পম্বর কথোপকথন, লিপি লিখিবাব স্থিতি পর্য্যন্ত, মেং ওয়ার্ড বিস্তার বর্ণনে ক্রটি করেন নাই। কিন্তু তিনি ভারতবর্ষের পশ্চিমের ও মধ্যস্থলবাসীদিগের চরিত্রাদি বর্ণন করণে বিন্মৃত হইয়াছেন বোধ হয়।

মেং মার্সমেন, ওয়ার্ডের ন্যায় মন্ত হইয়া এক স্থলে লেখেন, অতি দীর্ঘায় হইলেও মহুয্য প্রায় এক শত বর্ষের উর্দ্ধ জীবিত থাকে না, কিন্তু হিন্দুদিগেব অমূলক ইতিহাসে দশ সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত যন্ত্রমোর জীবন স্থায়িত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। যদিও হিন্দুরা এতদ্বিষয় অতিবিস্তৃত বর্ণন করিয়াছেন, তথাপি 'বাইবেল' গ্রন্থ করিলে মার্সমেনের মত সুসিদ্ধ হইতে পারে না। খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম পুস্তকের মতে আদম ৯৩০ বর্ষের উর্দ্ধ জীবিত

moral, or more happy, than he would have been, if he had never known a single dogma of the shastra "

ছিলে এবং লুক, প্রকৃতি কতিপয় ব্যক্তি কেহ ২০০ কেহ ৮০০ কেহ ৭০০ বর্ষ জীবিতমান ছিলেন। মেং মার্সেনে এতদ্বিষয়ে কি নিস্পত্তি করেন? তিনি কি বাইবেল গ্রাহ্য করেন না? * ইংলণ্ডের প্রথম চার্লসের সময়ে তাঁমস পার, নামে এক ব্যক্তি ১৫২ বর্ষ ৯ মাস জীবিত ছিল। ঐ ব্যক্তি অপসময়ে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া দীর্ঘকাল তথায় বাস করিত, কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় জন্মভূমি বিবজ্জন পূর্বক ইংলণ্ডে আগমন করে। দেশ ত্যাগ করিয়া লণ্ডনে আসিয়া বসতি করিবারে তাহার শীঘ্র মৃত্যু হয়, নহিলে সে ব্যক্তি আরো দীর্ঘকাল বাঁচিত; কারণ, তাহার জন্মভূমির বায়ু শারীরিক স্বাস্থ্যদায়ক ছিল এবং সে তথায় অপরিমিত আহার করিত না। কিন্তু জীকমকীয় লণ্ডনে আসিয়া তাহার আহার অপরিমিত হইল, মদ্য মাংসাদি অধিক পরিমাণে আহার করিতে লাগিল, অতএব অকালে তদীয় কাল নিকটবর্তী হইল। ঐ ব্যক্তি ১২০ বৎসরে এক বিধবার পাণিগ্রহণ করে। † পরন্তু হিন্দুরা অতিরিক্ত বর্ধন করিয়াছেন আমরা অবশ্য কহিব, তথাপি প্রাচীন কালীন ব্যক্তির ১০০০ বর্ষ জীবিত থাকিত ইহা নিতান্ত অসম্ভব নহে। কালক্রমে ক্রমে ক্রমে ব্যক্তিদিগের জীবনের পরিমাণ হ্রাস হইতেছে, কিম্বৎকাল হইল আমরা ১০০ বর্ষীয় ব্যক্তিকে দেখিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে কেহ প্রায় ৬০ বর্ষের উর্দ্ধ বর্ধমান থাকেন না।

কি নিমিত্ত মনুষ্য অন্যান্য জীবাশ্মের প্রধান হইয়াছেন জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই মুক্ত কণ্ঠে কহিবেন, জ্ঞান প্রযুক্ত; জ্ঞানই মনুষ্যের আধারের মূলোপায়, কিন্তু সকলে অবগত হইবেন, বাকশাস্ত্র-সম্পন্ন না হইলে মনুষ্য অরণ্যচর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারিতেন না।

* মার্সেনের মতের ঠিক নাই, তিনি বিক সর্ববে ইতিহাসে আবার বিপরীত মত দিয়াছেন, বাইবেলের অভিপ্রায় রক্ষণ ঐ মতের তাৎপর্য।

“To assist the increase of population human life was lengthened to the verge of a thousand years.”—Brief survey Hist.

† Clarke's “Popular display of the Wonders of Nature.”—Watkin's “Biographical Dictionary.”

ইংলণ্ডের চার্লস দ্বিতীয়ের রাজত্ব কালীন ইংলণ্ডে হেনরি জেনকিন্স নামে এক ব্যক্তি ১৩২ বৎসর বর্তমান ছিল। সে ব্যক্তি ইয়ার্কসইয়রে জন্ম গ্রহণ করে বৎসরে ইংলণ্ডের কোডন রণক্ষেত্রে স্কটল্যান্ডিদিগের সহিত যুদ্ধ করেন ৩৫-কালে জেনকিন্স প্রায় একাশ বর্ষীয় ছিল এবং অষ্টম হেনরি তৎকালে ইংল-গাধিপ ছিলেন। জেনকিন্স ইংলণ্ডের সপ্ত জন রাজবংশীষকে এবং এক “রাজ্য রক্ষককে” (Cromwell) রাজত্ব করিতে দেখিয়াছিল। ঐ।

সেই জ্যোতির্শ্বর, জ্ঞান-স্বরূপ, বিশ্বপতি জীবন্তীর জীবনিকর অপেক্ষা মানবনিকরকে প্রধান পদাতিবিক্ত করশাশ্বয়ে তাহাদিগের স্বয়ং-ক্ষেত্রে বাকশক্তি-রূপ বীজ রোপণ করিলেন। মনুষ্য যৎ সহ-কারে জ্ঞান বৃদ্ধি ও বিদ্যা বৃদ্ধি করিয়া জগৎগুলোর অধিপতি-স্বরূপ হইলেন। পরন্তু সৃষ্টির আদি কালে মনুষ্য ও পশুতে আকার মাত্র ভিন্ন ছিল, বাকশক্তির অভাবে তাহারা জড়মতি হইয়া ইতস্ততঃ অরণ্যে অরণ্যে পরিভ্রমণ করিত এবং বন্য পশুর স্যায় শিকার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিয়া নিরা, ভয়, মৈথুনে বেষ্টিত থাকিত, অন্য কোন উৎকৃষ্ট কাৰ্য সাধন করিত না। তখন তাহাদিগের প্রয়োজন অত্যল্প ছিল, জীবিকা সাধন তাহাদিগের এক মাত্র নিস্পাদ্য কৰ্ম ছিল, এবং কেবল তাহারি জন্য তাহারা কথঞ্চিৎ আস্থা ও ব্যগ্রতা প্রকাশ করিত। প্রয়োজন অত্যল্প হেতু তাহাদিগের ভাষা বৃদ্ধির প্রয়োজন ছিল না এবং ইতস্ততঃ উৎকৃষ্ট বাকশক্তিও তৎকালে আবশ্যিক বোধ হইত না। কিন্তু কালক্রমে সে ভাব পরিবর্ত হইল এবং মনুষ্যেরা বাকশক্তি বৃদ্ধি বিধেয় জ্ঞান করিল। কিন্তু বাক্য প্রকাশ করা অমতীকৃত বোধ হইবাতে মনুষ্য-গণ তৎকাল্য সম্পূর্ণ চেষ্টা করিতে লাগিল, তাহাতে কৃতকার্য না হইলে তাহারা চিৎকার ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভঙ্গির দ্বারায় আন্তরিক ভাব প্রকাশ করিতে এক উপায় পাইল। বেয়র সাহেব কহিয়াছেন, যে অসত্য কালীন ব্যক্তির পরস্পর কেবল অঙ্গ নির্দেশ ও চিৎকার সহকারে অন্যকে আস্থা অতিপ্রায় জ্ঞাত করাইত; কোন ব্যক্তি কোন স্থানে বিপদে পতিত হইলে এবং সে সেই স্থানে অপরকে যাইতে দেখিলে তাহাকে নিবারণ করণা-তিপ্রায়ে ভয়বহ চিৎকার ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নির্দেশ করিত; যেমন দুই জন বিজাতীয় কোন অনাশ্রিত দ্বীপে অকস্মাৎ পতিত হইলে, অপরের ভাষায় অনতিজ্ঞ হেতু ভয়রূপ ব্যবহার করে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নির্দেশ ও ক্রভক্তি সামান্য ক্রমতা নয়, এতদ্বারা মনুষ্য অন্যরাসে মুগ্ধ হইতে পারে, পূর্কালে রোম দেশীয়েরা ইহার অভ্যস্ত প্রিয় ছিল এবং নাটা ক্রীড়াতে তাহারা বাদানুবাদ না করিয়া অঙ্গ নির্দেশ ও ভাব-ভক্তি প্রকাশ করিত, তাহাতে কখন কখন শ্রোতারী বাদানুবাদ প্রকণ অপেক্ষা প্রীত হইত এবং অঙ্গ পূর্ণ নয়নে তাহা দর্শন করিত *। তৎপরে মনুষ্যেরা পদার্থের গুণানুযায়ীক নামকরণ করিতে লাগিল এবং ভাষা উন্নতি করিতে সচেষ্ট হইল। ভাষা তৎকালে পরিপক্ব ছিল না, অসত্য মানবশ্রেণী অতি সামান্য উপায় দ্বারা তাহা সৃষ্টি করিলেক।

* Blair's "Lecture"—on the 'Rise and progress of Language.'

পৌরভিদ্দিগের ভাষা অতি আশ্চর্য্য, তাহারা নানা চিত্রিত্ত দ্বিত্তর দ্বারা লেখনি বিনিনবের কার্য্য সম্পাদন করিত এবং উচ্চাতে গীতি বাখিত ; গীতি, চিত্র বিশেষ দ্বারা ধাক্য বিশেষ বিভিন্ন হইত । নিম্নর দেশীয়দিগের ভাষা অন্য রূপ ছিল, তাহারা অবর্তমান ও অল্পশা পদার্থ পরস্পর জাতি হওনার্থ হাইরোয়ি কিয় নামে ভাষা রচনা করে। অন্যান্য অবতা জাতির মধ্যে তিন্ন রূপ ভাষা বিন্যাসিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে মেক্সিকা নামক দেশীয়েরা চিত্র সহকারে লেখনি কার্য্য সম্পন্ন করিত। কোন বিবরণ বর্ণন করিতে হইলে যথা হৃৎকৃত—যদ্যপি স্বর্ধের পুরস্কার বর্ণন করিতে হইত তাহা হইলে তাহারা কএকপুস্তলিকা চিত্র করিয়া একটাকে ধার্মিক নিরূপণ করিত এবং সমস্ত পুস্তলিকার একরূপ ভাব করিত, যে তাহারা ঐ ধার্মিককে সমাদর করিতেছে। তাহারা ঐ পুস্তলিকা সমস্তের মধ্যে একটাকে পরমেশ্বর করিয়া তাহার একরূপ ভাব করিত যে তিনি ধার্মিককে পুরস্কার দিতেছেন ও নানা স্বর্ধে ভূষিত করিতেছেন। হিন্দুদিগের সংস্কৃত ভাষা অসভ্যায়দ্বার একরূপ স্বাকিবার অসম্ভব নহে, সময়ানুসারে তাহারা কমে কমে তাহা বুদ্ধিশীল করে। সংস্কৃত ভাষা অত্যাংকুষ্ঠ এবং অন্য সমস্ত ভাষা অপেক্ষা সুশ্রাব্য; অরণে অরণেন্দ্রিয় নাতিশয় পুলকিত হয়। সুধিগণ এই ভাষা বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া দৈর্ঘ্য-রূপে বিস্তীর্ণ করিয়াছিলেন। তাহারা যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহার অধিকাংশই উত্তম, কিন্তু সে সকল কবিতা ছন্দে নিবদ্ধিত; সংস্কৃত ভাষায় অত্যন্ত গদ্য গ্রন্থ পাওয়া যায়। হিন্দু ভূপালেরা স্বদেশীয় ভাষা উন্নতির জন্য যথা-সাধ্য আয়াস প্রকাশ করিতেন, যদ্বারা পণ্ডিতেরা তন্নত্বশীলনে সমত্ববান হইতেন। তাহারা পণ্ডিতদিগকে যথেষ্ট পুরস্কার দিতেন; তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ একরূপ উৎসুক ছিলেন, যে কেহ হুক্তন কবিতা রচনা করিয়া শুনাইলে তিনি বিলক্ষণ পুরস্কৃত হইতেন। কিন্তু ভূপালেরা কোন কালে বিদ্যালয় স্থাপন করেন নাই, এতদ্দেশে কোন কালেই বর্তমানের ন্যায় বিদ্যালয় ছিল না। তৌলোতেই বিদ্যোপার্জন হইত। স্থপতিরা টোলস্থাপকদিগকে অর্থ দিয়া উৎসাহসী করিতেন, যদ্বারা সংস্কৃত ভাষা বিস্তীর্ণ বৃদ্ধি হইয়াছিল। আখ্যোপের বিষয় এই, যে ইহা আর ভবিষ্যতে বৃদ্ধি হইবে না। সংস্কৃত ভাষায় একরূপ কবি জন্মিয়াছিলেন, যে তাহাদিগের সঙ্গী পাওয়া হুঙ্কর, সমাহসে বলিতে পারি, কবিতা কোন প্রদেশে এত উন্নত হয় নাই। সংস্কৃত ভাষায় প্রায় তাবৎ গ্রন্থই কবিতা ছন্দে নিবদ্ধিত। কবিতা পুরাকালেই উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে, তৎকালে কবিতা মনোহর লিখিতে পারেন,

অন্য সময়ে উৎসর্গ হওয়া অতি কঠিন । গ্রীশ, রোমদেশীয় কবিদিগকে নিরীক্ষণ কর, জানিতে পারিবে পূর্বকালে কবিতার কিরূপ প্রায়তর্ক্য ছিল । কবিতার জন্মদাতা হোমরের প্রতি একবার নয়ন নিক্ষেপ কর জানিতে পারিবে সৃষ্টিবীর অসত্য অবস্থার কীভঙ্গী আশ্চর্যরূপে তিনি উল্লিখিত অভিসি রচনা করিয়াছেন । সভ্যাবস্থার সূচ্যের অন্যান্য শাস্ত্র শাখা বিস্তীর্ণ করিতে পারেন, শারীরিক রক্তের চমৎচলের বিষয় ব্যবস্থা করিতে পারেন, তড়িৎ সংঘোষিত বার্তাবহ যন্ত্র দ্বারা যন্ত্রের সমূহ উপকার উদ্ভব করণে শক্তি হইল । কিন্তু কবিতার শাখা বর্জমান করা স্মৃতন কবিতা সৃষ্টিকর অসম্ভব চুকর । সভ্যাবস্থার অপেক্ষা অসভ্যাবস্থায় কবিতা সুরচিত হইতে পারে এতাবধি মহাত্মা মেকলি মিলটনের জীবন-চরিতে চমৎকার বর্ণন করিয়াছেন । তাঁহার মতে কেবল এক কবি সভ্যাবস্থায় সূচ্যরূপে রচনা করিয়াছেন । তিনি কে? জন্ম মিলটন । মেকলি লেখেন, উৎকৃষ্ট বিদ্যাপার্জন দ্বারা সু কবি হওয়া বাইতে পারে না, বরঞ্চ তাহা প্রতিবন্ধক * । কিন্তু মিলটন অসম্ভব বিদ্যাবল্য হইয়া, সভ্য দেশে জন্মিয়া, কি চমৎকার লিখিয়াছেন । এ অতি আশ্চর্য্য এবং ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসার যোগ্য । তাঁহার অসাধারণ কবিতা-শক্তি ও মেধা ছিল । সভ্যাবস্থায় আর এক কবি জন্মিয়াছিলেন যং সূচ্য কালিদাস তিম দেখা যায় না । সেকুপিয়ার ইংলণ্ডের প্রধান সভ্য কালে, প্রধান সৌভাগ্য কালে উৎসর্গ হইয়া নাটক রচনা করেন । সভ্যাবস্থা যেমত তদীয় প্রতিবন্ধক ছিল, তেমন তিনি ভাষ্যনী বিদ্যা সম্পন্ন না হই-বাতে সে প্রতিবন্ধক আর প্রতিবন্ধক হইল না । সভ্য কালে ইংলণ্ডে বা অন্য প্রদেশে কি বিখ্যাত ও উত্তম কবি উৎসর্গ হন নাই? হইয়া-ছিলেন এবং কেহ কেহ বিদ্যান্ন মিলটনের অপেক্ষা প্রধান ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা মিলটনের ন্যায় কবি ছিলেন না, অদ্যাপিও হইতে পারেন নাই । সে যাহা হউক, যদিও সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ কবিতা ছন্দে নিবন্ধিত, তথাপি সে সকলকে সূক্ত 'কার্য' বলা যায় না । এই বিশেষ দর্শন শাস্ত্র, পদার্থ বিদ্যা, ধর্ম শাস্ত্র ও ইতিহাস যথো পরিগণিত । সৃষ্টিবী, নক্ষত্র, গ্রহাদি, তথা মানব প্রকৃতি সংক্রান্ত আবিষ্কার, নব শাখা প্রশাখা বিস্তার, সংস্কৃতজেরা বিস্তার করণে ক্রটি করেন নাই । যে আবিষ্কৃত পদার্থসকল পিথোগোরাস্ এবং কনফিউসিয়স্ উদ্ভূত করিয়া সঞ্জিত হইলেন নাই ।

* "Horace says, 'The poet is born a poet, and cannot be made so by the ingenuity of art: and this seems to be true.'—Godwin's 'Thought on Man.'

নীতি, কাব্য, অলঙ্কার, ন্যায়দর্শন, জ্যোতিষ, ইত্যাদি শাস্ত্র, মহা প্রশংসোপযোগী এবং নিত্যন্ত অগ্রীম নহে । এ সমস্তে নামাধি অনায়াস ও অলিক বর্ণনা আছে এবং সে সমস্ত সংশোধিত ও নিরাকৃত হইত বদ্যাপি হিন্দুরা দেশ ভ্রমণ করিতেন—বিজাতীয় ভাষা অধ্যয়ন করিতেন ; করিলে নব, নব, পদার্থ প্রকাশ, তদ্বারা দর্শনাদি শাস্ত্রের বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইতেন । দেশ ভ্রমণ অভাবে তাঁহারা ভূগোল শাস্ত্র সম্বন্ধীয় তাবৎ বিষয় অজ্ঞাত হইবাতে ইতিহাস* বৃদ্ধি করণে অপারগ হইয়াছিলেন । ভূগোল ও ইতিহাস শাস্ত্র বিষয়ে সংস্কৃতজ্ঞেরা তিমির কুপে পতিত হইয়াছিলেন এবং এতদ্ব্যতীত বর্দ্ধমান করিতে পারেন নাই । এই দুই প্রধান শাস্ত্র সম্বন্ধীয় দুই এক যথার্থ প্রমাণ পাওয়া যায় নতুবা অন্য সমস্ত অলিক ও তিমিরাকীর্ণ । যথা ; পৃথিবী সপ্ন মন্তকে অবস্থান করিতেছে, ইহা স্কমেরু পর্বত দ্বারা বেষ্টিত । দেব, দৈত্য, যুদ্ধ ; রাবণ, কুম্ভকর্ণের অসম্ভব শৌর্য প্রকাশ, কুম্ভকর্ণের শরীর আশ্চর্যরূপে বর্ণন ইত্যাদি । মহাভারতাদি গ্রন্থ পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাইবে, যে কেহ কেহ হরকিউলিজের অপেক্ষা শক্তিমান ছিল, কেহবা সুর্য্যপ্তের লিপিপট দেশীয় লোকদিগের অপেক্ষা ক্ষুদ্র, অথবা হরকিউলিজ বা এটলাস পর্বতের অপেক্ষা দীর্ঘাকার ছিল ; কাহাকে সক্রেটিসের অপেক্ষা সহিষ্ণু দেখিবে ; কোন পশু পক্ষীকে হোইম্বয়ন ঘোটকের অপেক্ষা জ্ঞান-সম্পন্ন দেখিতে পাইবে ; কোন রাজা মারকস্ আরেলিয়স্ বা এলফেডাপেক্ষা প্রজাবৎসল, ধর্মানুষ্ঠানী, ছিলেন এবং কাহাকে বা নিরো, বা জনের অপেক্ষা অভ্যাচারী দেখা যায় ; কেহ বা ইউলিশিস, বা সাইননের অপেক্ষা চতুর ছিল । হিন্দুদিগের ইতিহাস এতাদৃশী অলৌকিক । পরন্তু বর্তমানে এ প্রকার অমূলক কল্পনা অনেক হ্রাস হইয়াছে, কিন্তু তাহা কেবল কলিকাতার মধ্যে ; নতুবা অন্য স্থানে ইহা অদ্যাপিও বর্দ্ধিমা আছে । হিন্দুরা, যদি এখনও দেশ ভ্রমণ করিয়া, বিজাতীয় শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝিয়া

* কাশ্মীরের ইতিহাস ব্যতীত হিন্দুদিগের প্রকৃত ইতিহাস নাই ;—

“যে কাশ্মীরী ব্যতীত কোন হিন্দু জাতি আমাদের নিকটে তাহাদিগের প্রাচীন ভাষায় নিয়মিত ইতিহাস রাখিয়া যায় নাই, আমরা যাবৎ দুঃখিত হইব।”

—Sir William Jones.

“The history of Cashmir has been brought down by a succession of Hindoo authors, from the remotest ages to the reign of Akbar, and an account of Akbar's reign is the work of a Hindoo.”—Horace Wilson's comment. on the 2nd. vo. of Mill's India.

সংস্কৃত ভাষার আলোচনা করেন এবং তাহাতে যে সকল অনিক পদার্থ বর্ণিত আছে তাহা ইতিহাস, ভূগোল, ন্যায়দর্শন, শাস্ত্রাদি হইতে নিরাকরণ করিয়া অমূলক গল্প মধ্যে পরিগণন পুরঃসর দর্শনাদি শাস্ত্র বৃদ্ধি করিতে চেষ্টিত হন তাহা হইলে যথেষ্ট প্রকৃত তত্ত্ব পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সে কাল হইবে এমত অনুমান হয় না, এবং সিদ্ধ হইয়াছে যে সংস্কৃত ভাষা আর বৃদ্ধি হইবে না। যদিও হিন্দুরা ইতিহাস ও ভূগোলে অনভিজ্ঞ, তথাপি তাঁহারা জ্যোতিষাদি শাস্ত্রে বিশেষ নিপুণ ছিলেন। ইউরোপীয়েরা ইহাদিগের জ্যোতিষ অবজ্ঞা করিতেন, পরে জেন্টিল নামা বিখ্যাত জ্যোতিষবেত্তা ভ্রমণ দ্বারা হিন্দুস্থানে আসিয়া হিন্দুদিগের জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধে প্রকারে অবগত হইয়া সান্তিশয় চমৎকার মানিলেন। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহাদির অবস্থানের স্থান হিন্দুরা নিরূপণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ চন্দ্র, সূর্যাদির গ্রহণ নিরূপণ আনাদিগের আশ্চর্য্য বোধ হয়, এতদ্বিষয়ে তাঁহাদিগের অলৌকিক বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পাইয়াছে। বিশেষতঃ তাঁহারা জ্যোতিষ যন্ত্রাভাবেও নিরূপণ জ্যোতিষ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। হিন্দু জ্যোতিষবেত্তারা সাধারণ ৩৬৫ দিনে বিভাগ করিয়াছেন এতদ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে, ভারতবর্ষে জ্যোতিষ শাস্ত্র বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। রোম, গ্রীশ ও মিশর দেশীয়েরা যুগান্তে সাধারণ ৩৬৫ দিনে বিভাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দুরা যে কত কাল পূর্বে নিরূপণ করেন তাহা নিশ্চয় নাই, অতএব তাঁহাদিগের জ্যোতিষ অতি পুরাতন বলিতে হইবে। দ্বাদশ রাশি হিন্দুরা অনেক পূর্বে নির্ধারিত করিয়াছেন। ধুমকেতু বিষয়ক এবং নবগ্রহ ও ১ হইতে ১০ পর্য্যন্ত অক্ষ, হিন্দুদিগের কর্তৃক নিশ্চিত হইয়াছে। প্রত্যুত তাঁহারা আকর্ষণ শক্তি (যাহা প্রকাশে সার আইজক্ নিউটন, বিখ্যাত হইল) আবিষ্কৃত করেন, তদ্বিষয়ে অনেক প্রমাণ আছে। সার উইলিয়ম জোনস এসিয়াটিক রিসার্চেসে এইরূপ লিখিয়াছেন ;—

“যে বিশ্বজ্ঞান শাস্ত্রজ্ঞের গ্রহ, পৃথিবীর শৃংখলা, আকর্ষণ শক্তির উপর স্থাপন করে এবং সূর্যকে মধ্য স্থলে রাখে তাঁহার নাম যবনাচার্য্য, তিনি ষোনিয়া (Ionia) দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন আশ্রয় অবগত হই।”

কিন্তু * হুর্ভাগ্য বশতঃ সর্ব শাস্ত্রাপেক্ষা জ্যোতিষ শাস্ত্র লোপ পাইতেছে অত্যন্ত লোক ইহার চর্চা করেন।

কাব্যেতে হিন্দুরা অদ্বিতীয় ছিলেন, ব্যাস বাল্মীকী, জয়দেব, ভবভূতি, কালিদাস, প্রভৃতি দ্বারা আরতর্য জাজ্জল্যমান হইয়াছে। মহাত্মারত, কামায়ণ, গীতগোবিন্দ, উত্তর রামচরিত্র, শকুন্তলা ইত্যাদি কাব্য সকল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুরা ন্যায়দর্শন শাস্ত্রে নিতান্ত অপণ্ডিত নহেন এবং গৌতমের পাণ্ডিত্য এতদ্বিময়ে যথেষ্ট প্রকাশমান হইয়াছে। গৌতমের মতে মনুষ্যের দুইটি আত্মা আছে, তন্মধ্যে একটি অতি শুদ্ধ ও পুণ্যময়, তাহা অবিনাশি এবং কোনমতে বিভাগ ও নিগ্রহ করা যাইতে পারে না। অপর আত্মা, অতি কদাচারী ইহা জ্ঞানাদিগকে বধরূপে বশবর্তী করিয়া নামা কু কাৰ্য্যে নিরত করে এবং ইহাই জন্মের নিকটে শান্তি পায়। এ নিতান্ত অগ্রার্থ নহে, কারণ পরমাত্মা, (হাঁহার দ্বারা আমরা জীবন-বায়ু প্রক্ষেপ করি) পরমেশ্বরের অংশ বলিলেও বলা যায় এবং তাহা পরমেশ্বরের অংশ বলিয়া কদাচ নিপীড়িত হইতে পারে না, প্রত্যুত সুকর্ম ব্যতীত মনকে নিরুফ্র ক্রমে প্রবৃত্ত করিতে পারে না। অন্য বিনাশি আত্মা, অবশ্য দণ্ড প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আত্মার বিষয় সম্পূর্ণরূপে নিম্নাংসা করা অতীব কঠিনকর্ম। পিথোগোরাস সফ্রেটিস ও অন্যান্য ইউরোপীয়, তথা গৌতম প্রভৃতি অন্বদেশীয় পণ্ডিতেরা এতদ্বিময়ে নানা প্রকার মত প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু কোনটী যথার্থ, কোনটী বা অযথার্থ ইহা স্থিরিকরণ করা দুর্কর। ফলতঃ আত্মা যে অমর এ সর্বক-সিদ্ধান্ত, ইহাতে কোন আপত্তি নাই।

হিন্দুরা পদার্থ বিদ্যার প্রতি তাড়শী মনোযোগ করেন নাই, তাঁহারা মননর প্রকৃতির বিষয় তাড়শী জ্ঞাত ছিলেন না। কিন্তু তাঁহারা অক্ষ ও বীজগণিত শাস্ত্র * বিস্তার করিয়াছিলেন। এই শাস্ত্রদ্বয় অতিশয় সুক্ষ্ম, ইহার সঙ্কেতসকল অতি সুন্দর। কথিত আছে, যে ঋতুপূর্ণ রাজা দময়ন্তীর পানিগ্রহণাকাঙ্ক্ষায় যাত্রা কালীন পথিমধ্যে বৃক্ষের সমস্ত পত্র গণনা দ্বারা নিরূপণ করিয়াছিলেন। উদয়াচার্য ও তৎ কন্যা লীলাবতী এই শাস্ত্র দ্বয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। জ্যোতিষে খনা যেরূপ পণ্ডিত লীলাবতী অক্ষ ও বীজগণিত মধ্যে তাড়শী পণ্ডিত ছিলেন।

পণ্ডিতেরা নীতিশাস্ত্রে সাতিশয় বুদ্ধি কৌশল প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন। নীতি সকল অদ্বিতীয় স্বরূপে বর্তমান আছে! নীতিশতক প্রভৃতি শতক সমস্ত ও পঞ্চরত্নম প্রভৃতি রত্নসকল, তথা বানর্যাক্ষকম্ ও বানর্যাক্ষকম্ ইত্যাদি নীতি শাস্ত্র প্রধান মধ্যে গণ্য। অপিত তত্ত্ব-জ্ঞানোৎপাদক বেদ উপনিষদাদি এবং যোগশাস্ত্র হইয়াছে।

* আচার্য্য ও শঙ্করাচার্য্য ইহাতে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

হিন্দুরা শিল্প বিদ্যায় তাদৃশী নিপুণ নহেন। যদিও চিত্র বিদ্যায় তাঁহারা পরদর্শি ছিলেন, তথাপি চিত্র-পাঠে মানব প্রকৃতি স্বরূপ বর্ণন করিতে পারিতেন না, স্বরূপ বর্ণন বিনিময়ে তাঁহারা রঞ্জের দ্বারা চিত্র-পাঠ শোভিত করিতেন। ইমারত নিৰ্মাণ বিষয়ে যদিও তাঁহারা অপট ছিলেন না, তথাপি তাঁহাদিগের ইমারত বিজাতীয়দিগের সহিত ঐক্য করিতে গেলে অতি সামান্য বোধ হইবে। ইমারতের পরিমাণ নিয়মিত ছিল না এবং আকৃতিও সুন্দর নহে। কিন্তু তাঁহারা রোপ্য গণ্ডিত বস্তাদি, ও শাল, বনাত, মকমল, প্রভৃতি অতি সুন্দররূপে প্রস্তুত করিতে পারিতেন। রেশমী বস্ত্র ভারতবর্ষে আদৌ স্বজন হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

হিন্দুদিগের ঐশ্বর্য্য—অর্থাভাবে কৃষকদিগের যত্নগা—জমিদারের দৌরাত্ন—কৃষী কর্ম—অস্বাদি অভাবে, কৃষকেরা নানা শস্য উৎপাদন করে—সাময়িক বাতা—‘হিন্দুস্থান’ শব্দ উৎপত্তির বিষয়—ইহার চতুঃসীমা বিভক্ত—ঋক, জয়ু, সাম অধর্ম বেদ—হিন্দু জাতি এবং বেদের পুঁচীনতা হিন্দু ভূপাল—ভূপালদিগের রাজ্য শাসনের ব্যবস্থা—বিঃপ্রর মান বৃদ্ধি।

অস্মদেশীয়েরা পূর্ক কালে শস্ত্র বিদ্যায় দক্ষ ছিলেন সন্দেহ নাই। রণ পাণ্ডিত ও রণে বিখ্যাত হওয়া রাজাদিগের এক শ্রেষ্ঠ প্রযত্ন ছিল, তাঁহারা যোদ্ধাদিগকে বিধিমতে উৎসাহসী করিতেন এবং পুত্রগণকে বা-ল্যাবস্থায় রণ ক্ষেত্রে শিক্ষা দান দিতেন। শস্ত্র বিদ্যা উপার্জন, সৈন্যদিগের প্রধান সাধনীয় কর্ম ছিল, তাহারা রণেতেই জীবন নাশ করিত। তৎ-কালে ঢাল তরবারি, গদা, ধনুর্কীর্ণ যুদ্ধাস্ত্র ছিল এবং অগ্নি অস্ত্র, নাগপা-শাদি প্রধান অস্ত্র বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু পশ্চাত্ত্বক অস্ত্রসকল যথার্থ কি না আনরা সন্দেহ করি। অগ্নি অস্ত্র যদি বিশ্বাসীয় হয় তবে বোধ হয় হিন্দুরা বারুদ প্রস্তুত করণের প্রকরণ জানিতেন এবং বারুদের উৎপত্তি হিন্দুস্থান হইতে হইয়াছিল। কিন্তু নাগপাশ কি প্রকারে বিশ্বাস-যোগ্য হইতে পারে? সৈন্যেরা ইংরাজদির ন্যায় বহু রচনা করিতে সক্ষম হইত এবং যুদ্ধ কালীন অস্বারুঢ় সৈন্য ও রথী নিযুক্ত হইত। মরণা-পেক্ষা পরাজয়ের আশঙ্কা অধিক হইবাতে তাহারা প্রাণ সমর্পণে যুক্ত করিত। যখন যুদ্ধ না হইত—রাজ্য কুশলে থাকিত—তখন রাজারা

শ্রম-সফল লাভ করে। পুর্বোক্ত সাময়িক বাত্যা আদৌ আষাঢ় মাসে আবৃত্ত হইয়া ভাদ্রের শেষে শেষ হয়। অপর সাময়িক বাত্যা কার্তিক মাসে উপস্থিত হইয়া পৌষ মাসে অন্তর্ধান হইয়া থাকে; কখন কখন পৌষ মাসে আরম্ভ হইয়া ফাল্গুন মাসে নিবৃত্তি পায়।

ভারতবর্ষে যাবৎ দেশোপেক্ষা বহুল শস্য সমুৎপন্ন হইবাতে এবং ভারতবর্ষীয়েরা বহুল যত্ন সহকারে তুলা, রেশম, ও পশম, নির্মিত নানা সুদৃশ্য বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিবাতে নানা দিগ্দেশস্থ বণিকেরা ঐ সকলের প্রয়াসী হইয়া বাণিজ্যক্ষেত্রে এতদ্দেশে আগমন করে। পূর্বকালে আরবেরা এতদ্দেশে বাণিজ্যার্থ আসিত এবং যথেষ্ট উপার্জন করিত। মিশর দেশীয়েরা পশ্চাতে আগত হইল এবং বাণিজ্য দ্বারা ভূরি ধন সঞ্চয় করিল। পরে তাহাদিগের দেশ-বিজয়ী রোমীয়েরা তাহাদিগের পশ্চাত্বর্তী হয়। কিন্তু রোমীয়েরা সহসা বাণিজ্যার্থে আগত হয় নাই, পূর্বে তাহাদিগের ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য মিশর হইতে সমাধা হইত। বণিকেরা তথায় বাণিজ্য দ্রব্যাদি উপস্থিত করিত, এবং অবশেষে তাহা রোম রাজ্যে আনীত হইত। রোমীয়েরা তৎপরে স্বয়ং ব্যবসা করিতে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু তাহারা দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে অসমর্থ হইয়াছিল এবং পল্লুর্গীয়েরা তাহাদিগের অহুগমন করিল। তাহারা বাণিজ্য দ্বারা বহু ধনাধিকারী হইয়া ক্রমে ক্রমে বাণিজ্য দূরে থাকুক ভারত রাজ্যে আক্রমণ করিয়া স্থানে স্থানে রাজপাট স্থাপন করিল। তদনন্তর দিনামার, ওলে-ন্দাজ, ফরাসীস ও ইংরাজেরা বাণিজ্যার্থ এতদ্দেশে আসিয়া ইহা জয় করে এবং স্বজাতির রাজপাট স্থাপনে প্রবৃত্ত হয়, যদিবরণ আমরা পশ্চাৎ বলিব। ভারতবর্ষ বীরদিগের জন্মদাতা, ধনের আকর, শস্যের মহা ক্ষেত্র, বাণিজ্যের মহা আঁগার। ভারতবর্ষ কবিদিগের উৎপত্তির স্থান, কবিতার জন্ম ভূমি, জ্যোতিষবেত্তা আর্য্যাচার্য, এবং দর্শন শাস্ত্রবেত্তা গৌতমের বাস স্থান—ভারতবর্ষ সকলের স্পৃহজনক, সকলেই ভারতবর্ষ দেখিতে, ভারতবর্ষ লুটিতে, ভারতের অধিপতি হইতে, আকাঙ্ক্ষা করেন। গ্রীশীয় আকেজান্দ্র, ফরাসীস নেপোলিয়ন এবং রুশীয় নিকোলাস, ভারত লইতে অতিলাষ করিতেন। যদিও বিজাতীয়েরা ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিতেন, তথাপি ভারতবর্ষীয়েরা বাণিজ্যার্থ অন্য প্রদেশে গমন করেন নাই, তাহারা মিশর প্রভৃতি স্থানে কচিং গমন করিতেন। ইতিহাসবেত্তারা কহেন, যে বৈশ্যেরা মিশর দেশে দৈর্ঘ্যরূপে ব্যৱসায়

করিত। ইহা যেরূপ হউক, ফলে বৈশ্যদিগের বাণিজ্যে উপজীবিকা ছিল; মন্বাদি তাহা কহিয়াছেন।

হিন্দুরা নাবিক বিদ্যায় অতি অপটু, ভারতবর্ষে কোন কালে, ভারতবর্ষের কোন নরপতি, এই বিদ্যা উন্নতি করিতে স্ত্র প্রকাশ করেন নাই, ভারতবর্ষে কোন কালে বিখ্যাত নাবিক জন্মায় নাই। অর্থাৎ তাহা কি প্রকারে প্রস্তুত করিতে হয় অদ্যাবধি হিন্দুরা জানেন না। পূর্বকালে নৌকা অবলম্বনে হিন্দুরা সামুদ্রিক গমনাগমন সমাধা করিতেন; কিন্তু ভারতীয় সমুদ্র ব্যতীত তাঁহারা অপর কোন সমুদ্রে গমন করিতেন না, করিবারও কোন প্রয়োজন ছিল না। তথাপি তাঁহারা বাণিজ্যার্থ আফ্রিকার অনেক স্থলে গমন করিতেন। আরব দেশে ও পারস্য অখাতে জলপথ দিয়া গমনাগমনের প্রথা ছিল। হেনরি, জন, এমানুএল, প্রভৃতি পর্তুগীয স্থপতিদিগের সময়ে ভারতবর্ষের দক্ষিণস্থ কালিকাট প্রদেশে বিলক্ষণ বাণিজ্য হইত, তথায় নানা দেশের বণিকেরা জাহাজারোহণে বাণিজ্যাকাঙ্ক্ষায় আগত হইত। তৎকালের জাহাজসকল অতি সাধারণ ছিল, বর্তমানের জাহাজের নায় স্তম্ভগঠন, স্তম্ভশা, বা বুহু ছিল না। আলেকজান্ডারের সময়ে সিন্ধু নদের কুল জাহাজীয় আড্ডা ছিল তদ্বারা নাবিক বিদ্যা উন্নতি হইবার সূত্র হয়।

ইংলণ্ডীয় গ্রন্থকার্তারা কহেন, যে সংস্কৃত ভাষায় 'হিন্দু' শব্দ নাই, এতৎ শব্দ পারস্য ভাষায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 'হিন্দুস্থান' এই নামটী 'হেন্দ' ও 'স্থান' এই পারস্য শব্দদ্বয় হইতে উৎপন্ন হয়। 'হেন্দ' শব্দের অর্থ হিন্দু; 'স্থান' শব্দের অর্থ স্থান। অর্থাৎ ইহা হিন্দুদিগের বসতি স্থান। ইহা আনাদিগের অসত্য বোধ হয়। যদিও হিন্দু শব্দ সংস্কৃত ভাষায় না থাকিতে পারে, তথাপি 'স্থান' শব্দটী যে সংস্কৃত ভাষায় প্রয়োগ হইয়াছে, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। ডাউ সাহেবের হিন্দুস্থানের ইতিহাসে প্রকাশ আছে, যে ভারতবর্ষস্থ এক শ্রেণীয় ভূপালবৃন্দ চন্দ্র বংশোদ্ভব ছিলেন; তাঁহারা হিন্দু অর্থাৎ চন্দ্র হইতে অবতীর্ণ হইবাতে তাঁহাদিগকে 'হিন্দু' বলিয়া উক্ত করা যায়। ইহাই সম্ভব যোগা; 'হিন্দু—স্থান' হইতে হিন্দুস্থান উৎপন্ন হইয়া থাকিবেক পারস্যীয়েরা 'হেন্দ' 'স্থান' শব্দ বোধ হয় পূর্বোক্ত সংস্কৃত শব্দ দ্বয় হইতে উদ্ধৃত করিয়াছিল এবং পারস্য ভাষায় সঙ্কলিত হইবাতে উচ্চারণের ব্যতিক্রম হইয়াছে। কিন্তু এতদেশ ভারতবর্ষ ব্যতীত হিন্দুস্থান নামে খ্যাত ছিল না, পরে পারস্যীয়েরা যখন ইহা পরাজয় করে তখন তাহারা

সংস্কৃতোদ্ভব 'হেন্দ' 'স্থান' হিন্দুস্থান* করিয়া এ দেশের নামকরণ করে ।

'ভারতবর্ষ' এই নামটি হস্তীনাধিপতি দুহ্মন্ত পুত্র ভরত হইতে সমুদ্ভব হইয়াছে । ভরত এতদেশাধিপতি ছিলেন ।

এই ভারতবর্ষ বা হিন্দুস্থান উত্তর সীমা মহাপর্কত হীমালয় দ্বারা বিভক্ত হইয়াছে, দক্ষিণ সীমা ভারতীয় মহাসাগর, পূর্ব, বাঙ্গালার অখাত, এবং পশ্চিম সীমা আফগানীস্থান ও ভারতীয় মহাসাগর দ্বারা অংশীকৃত আছে । ইহা দীর্ঘে ৯০০ ক্রোশ প্রস্থে ৭৫০ ক্রোশ । হিন্দুস্থানের উত্তরে হিমালয় পর্কত নিকটই দেশে হিম ঋতুর অত্যশ্চর্য্য প্রাচুর্য্যব ; ভূমি বরফ দ্বারা সদা আবৃত থাকে । স্থান বিশেষ এরূপ শীতল, যে তথায় মনুষ্যের গমন বিধি দুষ্কর ; স্থান বিশেষ অত্যুৎকট শীত প্রভাবে, তথা কথিত বরফাকীর্ণ থাকাতে তথায় কোন আহারীয় দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয় না । তাহা সিংহ ব্যাঘ্রাদি ভীষণ বন্যপশু দ্বারা অধিকৃত । सर्प এক একটা ঈড়শ বৃহৎ যে চলৎশক্তি রহিত হইবাতে মনুষ্যেরা নিঃশঙ্কার তৎ গাজ্রোপরি গমন গমন করে । ঐ সকল স্থল অসভ্য জাতি কর্তৃক বাসিত হইয়াছে । দক্ষিণাংশ তাড়শ নহে, এস্থলে সভ্য জাতির বাস করেন । ভারতীয় মহা সমুদ্র দেখিতে অতি বিচিত্র, ইহা পৃথিবীকে শংকাকৃৎ করে । এস্থানে নানা স্বাভাবিক খাদ্য দ্রব্য সমুৎপন্ন হইয়া থাকে । বিশাল ক্ষেত্র শস্য-পূর্ণ থাকে । হিন্দুস্থানের পূর্বাংশ বিশেষরূপে বিখ্যাত, যদ্বিবরণ বিস্তার বর্ণনের অপেক্ষা করে । পূর্বই সর্দৌত্রম, পূর্বই সর্দাধম, পূর্বই অপূর্ব, পূর্বই সর্ব শোভান্বিত । ইউরোপীয়েরা পূর্বের গুণাগুণ বিশেষ অবগত আছেন, তাঁহারা ইহাকে 'জাঁক জমকীয় পূর্ব' বলিয়া জানেন । সে পূর্ব কোন পূর্ব ? কোন পূর্ব উক্ত প্রয়োগের প্রকৃত যোগ্য ? ভারতবর্ষের পূর্বই ঐ প্রয়োগোপযুক্ত । কারণ ? এস্থানে সর্বের কদাচার সর্বের কু ব্যবহার প্রচলিত ছুফ হয়, এস্থলে বিবিধ দোষান্বিত ও গুণবিশিষ্ট ব্যক্তি পাওয়া যায় । কি দুঃখী, কি ধনী, কি বিদ্বান, কি অবিদ্বান, কি চোর, কি সাধু, উত্তমাধম সকলেই এস্থলে বিদ্যমান । হিন্দুস্থানের পশ্চিম সীমা শারীরিক স্বাস্থ্যদায়ক বায়ু জন্য বিখ্যাত এবং সাহসী সচ্চরিত্র জনগণে পুরিত । এই অংশের কতক প্রদেশ অদ্যাবধি হিন্দু ভূপাল-সমূহের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে, কিন্তু ঐ ভূপালেরা স্বাধীন নহেন । †

* গ্রীকেরা এতদেশকে 'ইন্ডিয়া' বলিত, তাহা 'ইন্ডু' হইতে উৎপন্ন হইতে পারে ।

† গোয়া নেপাল, কুটান চম্পনগর, পান্দিচরি, ইত্যাদি ব্যতীত সমস্ত হিন্দুস্থান ইংরাজদিগের অধীন হইয়াছে ।

যাহা হইক, এক্ষণে হিন্দুজাতীয়ের প্রাককল্লিক রাজ্য শাসনের বিবরণ হিন্দুস্থান কোন্ কোন্ জাতীয়ের দ্বারা কি প্রকারে পরাজিত বা অধিকৃত হইয়াছিল, ইহার পূর্বকালের সহিত বর্তমান কালের তুলনা প্রয়োজন হইয়াছে। হিন্দুস্থান পূর্ষকালে হিন্দু জাতির দ্বারা শাসিত হইত, ইহারা অতি প্রাচীন জাতি, মিশর ও ফিনিশিয়া দেশীয়দিগের অপেক্ষা প্রাচীন। হিন্দুস্থানে সর্ষাদৌ সভ্যতা বিস্তীর্ণ হইয়াছিল, ঋক্, জয়ু, অথর্ষ, সাম, এই চারি বেদ হোমরের * গ্রন্থ সমস্তের পূর্ষে লিখিত হইয়াছিল সন্দেহ নাত্র নাই।

এতদ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে, যে হিন্দু জাতির তৎকালে অতি সভ্য ছিল, বিদ্যাও দৈর্ঘ্যরূপে বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। হিন্দু শাস্ত্রে কথিত আছে, যে উক্ত বেদ চতুষ্টয় তাবৎ গ্রন্থের পূর্ষে প্রণীত হইয়াছিল, ইহা ব্রহ্মার মুখাগ্র হইতে বহিভূত হয়, পরে বাস লেখনি নিবন্ধ করিয়া ভূমণ্ডলে প্রকাশ করেন। পৃথিবী প্রলয় কালে জনমগ্ন হইলে বিষ্ণু ঐ বেদ চতুষ্টয় উদ্ধার করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রমাণ্য রহিয়াছে, ঋকাদি বেদ অতি প্রাচীন কালে প্রকটিত হইয়াছিল। হিন্দু জাতির যে বহু প্রাচীন তথা চতুর্ষেদ অতি প্রাচীন কালে লিখিত হইয়াছিল, এতদ্বয়ের এক ছত্র প্রমাণ রহিয়াছে। খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম পুস্তকে লেখে, এই পৃথিবী এক কালে জনমগ্ন হইয়াছিল তাহাতে প্রায় সমস্ত জীবনিকর হত হয়। ঐ সময়ে নোয়া নামে এক মহাত্মা ঈশ্বরাদেশানুসারে তদীয় স্ত্রী পুত্রাদি ও কতকগুলি জীবচয় লইয়া এক বৃহৎ জাহাজোপরি উঠিয়া উদ্ধার পাইয়াছিলেন। পরে পৃথিবী পুনঃ সৃষ্ণ হইলে তিনি জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইয়া প্রজানিকর বৃদ্ধি ও বৃক্ষাদি আরোপণ করিয়া মেদিনী ফলোশালিনী করিয়াছিলেন। এই ঘটনা ২৯ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল। অবিকল বর্ণন পুরাণে পাওয়া যায়। পৌরাণিকেরা লেখেন, এই অবনিমণ্ডল জল প্লাবিত হইলে মনু নামা এক মহোদয় বিষ্ণুর আদেশানুসারে এক বিস্তীর্ণ তরণী উপরি উঠিয়া কিয়ৎ জীব জন্তু সঙ্গে করিয়া তথা বেদ চতুষ্টয় লইয়া রক্ষিত হইয়াছিলেন। পরে জল সৃষ্ণ হইলে ঐ তরণী হইতে নামিয়া উক্ত জীবচয় সহকারে বসুমতি পুনর্ষার পূর্ষের ন্যায় শোভিতা ও বৃদ্ধিশীলা করিয়াছিলেন। এতদ্বারা বোধগম্য হইতেছে যে, বেদসমস্ত অতি পুরাতন, ইহা ৩০০১ খ্রীষ্টাব্দের আগ্রে প্রকটিত হইয়াছিল। †। নোয়া এবং মনুর মহা বন্যা কালীন তাবৎ

* এক সর্ষোৎকৃষ্ট গীক্ কবি, ২০০ কলেগর্ভাব্দে জন্ম গ্ৰহণ করিয়াছিলেন।

† শাস্ত্রানুযায়ী কলির পারন্তে।

ঘটনা একৈক্য, কিছু মাত্র প্রভেদ নাই; কেবল নাম মাত্র অনৈক্য। পরন্তু নোয়া এবং মমু! এক ব্যক্তি ছিলেন কিনা এতদ্বিষয় নির্ধারণ করিতে হইলে বিশাল তর্কের অপেক্ষা করে, ফলতঃ যৎকালে তাবৎ বিষয় এক কেবল নাম মাত্র ভিন্ন হইল, তখন বোধ হইতেছে মমু ও নোয়া একই ব্যক্তি হইতে পারেন। মহা বন্যা কালিক মমু ও নোয়া এতদ্ব্যভয়ে মধ্যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা কি প্রকারে দুই ভিন্ন জাতির দ্বারা দুই ভিন্ন ভাষায় লিখিত হইয়াছে এ বিষয় মিমামসা করা সুকঠিন। এক প্রধান মিমামসা এই, যে হিন্দু জাতীয়েরা কোন কালে দেশ ভ্রমণ করেন নাই, অতএব কি প্রকারে নোয়ার ঘটনা জানিয়া তদ্বিষয় উদ্ধৃত করিয়া স্বদেশীয় ভাষায় প্রকটন করিবেন। অপর জাতির। এতদ্দেশে আসিতে পারেন, আসিয়া বন্যাকালিক মমুর বৃত্তান্তসকল অবগত হইয়া আপন ভাষায় প্রচার করিতেও পারেন। হিন্দুদিগের তদ্রূপ হইবার কোন প্রমাণ নাই; তাঁহারা কোন দেশেই জান্ নাই, স্বদেশ ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য দেশ আছে কিনা জানিতেন না। তাঁহারা ভারতবর্ষের সন্নিকট কয়েক দেশ জানিতেন যথা; সিংহল, ব্রহ্মপ্রদেশ, ইত্যাদি। সে যাহা হউক, হিন্দুস্থান পূর্বকালে হিন্দু ভূপালদিগের কর্তৃক শাসিত হইত। এই ভূপালের। ক্ষত্রি ছিলেন, ইহাঁদিগের সাতিশয় পরাক্রম ও বিক্রম ছিল—রাজ্য অতি যত্ন সহকারে, ধর্ম অংলম্বন পুরঃসর শাসন করিতেন। স্বধর্ম ইহাঁদিগের সাতিশয় অমুর্তি ছিল, কেহ শাস্ত্র বিরুদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে তাহাকে গুরুতর শাস্তি দিতেন। যদিও উক্ত কর্ম্মাচরণ শাস্ত্র বিরুদ্ধ হইয়াও অন্যায় নহে, তথাপি কর্ম্ম-কর্ত্তা অপরিব্রাণ পাইত না। রাজ্য শাসনের কোন স্থাপিত আইন, আদালত, ছিল না। কলিকাতার বর্তমান রাজকীয় ব্যবস্থাপক সভার ন্যায় তৎকালে কোন সভা ছিল না। রাজা বুদ্ধি-কৌশলে ও মন্ত্রীর পরামর্শানুসারে রাজ্য কর্ম্ম সমাধা করিতেন, দুইকে শাস্তি দিতেন। তাহা অন্যায় হউক ন্যায়ই হউক, কেহ আপত্তি করিতে পারিত না। ইহাঁরা বিপ্রকে সাতিশয় মান্য করিতেন, বিপ্র কুকর্ম্ম করিলে তৎপ্রতি দণ্ড বিধান ছিল না। সে কর্ম্ম যেরূপ গর্হিত হউক, বিপ্র অন্যায়সে তাহা হইতে আণ পাইত। কিন্তু ঐ কুকর্ম্মায়িত বিপ্রের কেহ কোন অনিষ্ট করিলে বা তাহাকে কু কথা কহিলে সে বর্ণনাভীত দণ্ডার্থ হইত। ইহাতে পক্ষ প্রকাশিত হইতেছে দোষ করিলেই দণ্ডবিধান হইত না। সুধি গ্রহকর্ত্তারা বিপ্র জাতির অসামান্য মান বাড়াইয়াছেন, তাঁহারা কহেন, যে ব্রাহ্মণ অপর বর্ণের দ্রব্যাদি ব্যবহার করিলে কোন

বাধা নাই এবং তাহাতে দোষোদ্ভব হইতে পারে না, তিনি অনায়াসে অপরের বস্ত্রাদি পরিধান, অন্নাদি ভোজন করিতে সক্ষম হইবেন, কারণ পরিদৃশ্যমান যাবৎ পদার্থ ব্রাহ্মণের, তিনি যাহা করিবেন তাহাই হইবে । অন্যান্য বর্ণ তদীয় অন্তঃপ্রবেশেই প্রতিপালিত হইয়া থাকে এবং যে সকল দ্রব্য তাহারা ব্যবহার করে তাহা প্রকৃত মতে তাহাদিগের নয় । মহাত্মা মহু ব্রাহ্মণ জাতির এবম্পু কার মর্যাদা করিয়াছেন, যথা;—

“স্বমেব ব্রাহ্মণোভুক্তে, স্বস্বস্ত্রে স্বংদদাতিচ ।
আনুশংস্যা ব্রাহ্মণস্য, ভুক্ততে হীতরে জনা” ॥

ইহা এক্ষণে কি রূপ উপহাসজনক বোধ হয় এবং তৎকালে এতদ্দ্বারা রাজ্য কি রূপ বিশৃঙ্খলরূপে শাসন হইত বলা যায় না । পাপের কি বিশেষ আছে? উৎকৃষ্ট বর্ণ পাপ করিলে কি সে পাপী নয়, না দণ্ড যোগ্য হয় না? যাহারা লোককে উপদেশ দিবে, কুকর্ম হইতে তাহাদিগকে নিবারণ করিবে, (কারণ ব্রাহ্মণেরা তৎকালে সমস্ত উপাধির যোগ্য, ইহাদিগকে যাহা বল সকলি ছিলেন; রাজাই বল, প্রজাই বল, প্রভুই বল) তাহারা পাপ করিলে কি দণ্ডনীয় নহে? অবশ্য, প্রত্যুত গুরুতর দণ্ডনীয় হয় । রাজাদিগের রাজ্য শাসনের এ প্রকার ব্যবস্থা ছিল । তাহারা যে কোন কালে ভারত ভূমি একাধিপত্য করিয়া ছিলেন এমত কোন দৃঢ় প্রমাণ নাই । ভারতবর্ষ পূর্বকালে অসংখ্য নৃপচয় দ্বারা শাসিত হইত । যদিও কোন কোন নৃপতি অসংখ্য ভূপাল-বৃন্দকে পরাজয় করিয়া ছিলেন, তথাপি তাহাদিগের রাজ্য আত্মাধীন করেন নাই; এ বিষয়ের কেবল দুই এক মাত্র প্রমাণ পাওয়া যায় । পরন্তু কেহই সমাগরা ধরাধিপ ছিলেন না । আমরা হিন্দু ভূপালদিগের রাজ্য শাসনের ব্যবস্থাদি বর্ণন করিয়া তাহাদিগের রাজ্য অবসানে বিজাতিয়েরা কি প্রকারে ভারত সিংহাননে আত্ম প্রভুত্ব প্রকাশ করে বলিতে প্রস্তুত হইলাম এবং হিন্দুস্থান কোন্ কোন জাতিয়ের দ্বারা কি মতে অধিকৃত বা পরাজিত হইয়াছিল ইহা প্রকাশার্থে লেখনি পরিচালন করিলাম ।

সপ্তম অধ্যায় ।

হিন্দু রাজাদিগের বিষয় ।

এক্ষণে হিন্দু রাজাদিগের বিষয় উল্লেখ করি । সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, এই যুগ চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন্ কোন্ ভূধর ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছিলেন তথা তাঁহাদিগের ক্রিয়া কলাপ যথা সম্ভবপে বর্ণন করিব । কিন্তু আমরা তাবৎ নৃপতিদিগের নাম গ্রহণ করিব না, তাঁহাদিগের মধ্যে যাহারা কোন বিষয়ে বিখ্যাত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের নামই গ্রহণ বিধেয়, নতুবা অকর্মণ্য সমূহ নরপালের নাম গ্রহণে গ্রন্থ স্থূলাকার ভিমিরাকীর্ণ হয় এবং পাঠকদিগের কোন উপকার দর্শে না ।

মহাবন্যা লোকান্তর প্রাপ্ত হইলে স্বায়ম্ভুব মনু স্মৃতি শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন । মনু প্রণীত স্মৃতি শাস্ত্র অদ্যাবধি অবনী মধ্যে প্রকাশমান আছে । ঐ শাস্ত্রের দ্বারা দেশীয়দিগের তাবৎ কর্ম সম্পন্ন হইত এবং উহা তৎকালে তৎকালের ব্যক্তিদিগের পক্ষে উপযুক্ত হইয়াছিল, তাহাদিগের সুভাগ্য উন্নতি হইয়াছিল । কিন্তু মনু অধিক কাল রাজ্য ভোগ করেন নাই, তিনি প্রিয়ব্রত নামা স্বীয় তনয়কে রাজ্য ভার্য্যপর্ণ করিয়া অরণ্যবাসী-দেব-উপাসী হইলেন । উত্তানপাদ নামে প্রিয়ব্রতের কনিষ্ঠ সহোদর প্রিয়ব্রতের উত্তরাধিকারী হইলেন এবং তাঁহার পুত্র নামে বিখ্যাত পুত্র জন্মে । পুত্র বাল্যকালেই তপাসুরাগী হইলেন এবং ক্রিয়ৎকাল রাজ্য শাসন করিয়া লোকান্তরগত হইলেন । পুত্রের ক্রিয়ৎপরে বিখ্যাত বেণ রাজ্য শাসন করেন । বেণ অতি কদাচারী ও নাস্তিক ছিলেন । তিনি আপনাকে দেব-স্বরূপ জ্ঞান করিয়া প্রজাদিগকে তদীয় অর্চনা করিতে আদেশ করিলেন । তদীয় রাজত্ব কালীন বর্ণ ও জাতির বিচার থাকে না এবং বর্ণশঙ্করের উৎপত্তি হয় । কথিত আছে যে, তুরঙ্গ প্রভৃতি প্লেচ্ছেরা ঐ সময়ে উৎপন্ন হইয়াছিল ।

অনন্তর ঋষিগণ বেণকে দুঃসহ কদাচারী দেখিয়া ক্রোধে তাহার দক্ষিণ বাহু মছন করিলেন তাহাতে মহা তেজস্বী পৃথু ধনুর্বাণ ও কবচ-ধারী হইয়া সমুদ্ভব হইলেন । ঋষিগণ তাঁহাকে সংপাত্র বিবেচনা করিয়া রাজ্য স্থাপন করিলেন । পৃথু যথার্থ হিন্দুদিগের মধ্যে প্রথম রাজা ছিলেন, কৃষীকর্ম তাঁহা হইতে বিপুল বৃদ্ধি হইয়াছিল এবং তাঁহা-

হইতে ভূখরার 'পৃথিবী' এই সংজ্ঞা হয়। পৃথুর গরে প্রাচীনবর্হি নামে এক বিখ্যাত নরনাথ হয়েন। পূর্বকালে এতদেশ জম্বুদ্বীপ বলিয়া খ্যাত ছিল, কিন্তু ভরত ইহার অধিস্বামী হইলে ইহাকে ভারতবর্ষ বলা গেল। ভরত ঋষভ নৃপতির ঔরসে জয়স্তির* গভ্রে জন্ম পরিগ্রহণ করেন। কিন্তু রামায়ণে উক্ত হইয়াছে, ভরত সূর্য্যবংশীয় ধ্রুবসন্ধি নৃপতির পুত্র ছিলেন এবং মহাভারত অমুখ্যায়িক তিনি চন্দ্রবংশোদ্ভব দুহ্মন্ত নৃপতির তনয় মহাভারতের প্রমাণ যুক্তিযুক্ত; মহা কবি কালীদাস শকুন্তলা নাটকে ইহা সিদ্ধ করিয়াছেন। বেং ওয়ার্ড ঋষভ ও জয়স্তির পুত্র ভরত হইতে 'ভারতবর্ষ' উৎপন্ন হয় কহিয়াছেন। ইহা সত্য নয়; কারণ ঐ ভরত আদি স্বায়ম্ভুব মনুর বংশাবলি ছিলেন, তাঁহার রাজ্য কালীন এতদেশকে জম্বুদ্বীপ কহা যাইত। 'ভারতবর্ষ' নাম বঙ্গবংশোদ্ভব দুহ্মন্ত পুত্র ভরত হইতে উৎপন্ন হয়, সন্দেহ নাই। নানা গ্রন্থে ইহার প্রমাণ আছে। পরন্তু ভরত সূর্য্যবংশীয় ধ্রুবসন্ধির তনয় রামায়ণে কি প্রকারে লিখিত হইল এবং ঐ ভরত হইতে ভারতবর্ষের কি প্রকারে নামকরণ হইতে পারে?—কদাচ হইতে পারে না, এ কেবল রামায়ণ অমুবাদকের জন্ম। কীর্ত্তিবাস অবিবেচনায় এতক্রপ বর্ণন করিয়াছেন। ভরত সূর্য্য বংশীয় ধ্রুবসন্ধির আত্মজ হইতে পারেন, কিন্তু ঐ ভরত হইতে ভারতবর্ষের নামকরণ হয় নাই। দুহ্মন্ত-পুত্র চন্দ্রবংশীয় বে ভরত তাঁহা হইতেই 'ভারতবর্ষ' নামটির উৎপত্তি হয়। সে যাহা হউক, ভরতের অনেক কাল অস্তে জম্বুদ্বীপে সত্যজিত নামা এক নরপাল হয়েন। সত্যজিত, স্বায়ম্ভুব মনু বংশের শেষ রাজা ছিলেন এবং তাঁহা হইতে মনুর বংশ শেষ হয়। প্রথম মন্বন্তরের এই সকল রাজা ঐ মন্বন্তরে কশ্যপের দ্বারা দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্বাদি সৃষ্টি হয়। আমরা দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, এই কয়েক মন্বন্তরের ভূপালদিগের বৃহত্তম প্রকাশ করিব না, এই পঞ্চ মন্বন্তরে কোন প্রসিদ্ধ ঘটনা বা কোন প্রসিদ্ধ রাজা হন নাই; অতএব তদ্বিষয় হইতে কান্ত হইলাম। এক্ষণে সপ্ত, অথবা বৈবস্বত মন্বন্তরের বিবরণ হলে সূর্য্য ও চন্দ্র বংশের

* কোন কোন গ্রন্থে ভরত স্মৃতির গভ্রজাত প্রদর্শিত আছে।

† Ward on the Hindus.

বিবরণ স্বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম। বৈবস্বত মনুর* নয় পুত্র জন্মে, তিনি ভারতবর্ষ (তৎকালে জম্বুদ্বীপ) নয় অংশে বিভাগ পুরঃসর প্রত্যেক অংশ এক এক পুত্রকে প্রদান করেন, তন্মধ্যে ইক্ষাকু মধ্য স্থান প্রাপ্ত হন। ইতিহাসে কথিত হইয়াছে যে, ইক্ষাকু অযোধ্যা রাজধানী স্থাপন করেন। ইক্ষাকুর রাজ্যান্তে, দীর্ঘ কাল পর্যান্ত কেহ প্রসিদ্ধ নরপাল হয়েন নাই, পরে মাক্কাভা অবতীর্ণ হইলেন। মাক্কাভা সাতিশয় প্রতাপাবিত ছিলেন এবং দীর্ঘ কাল রাজত্ব করিয়া ছিলেন। মাক্কাভার রাজ্য অনীর্কচনীয় শক্তিমান ছিল এবং তিনি দীর্ঘ কাল রাজত্ব করিয়াছেন, এজন্য তাঁহার নাম উপমার স্বরূপ হইয়াছে। মাক্কাভার পরে সগর নামে সূর্য্য বংশীয় এক নৃপতি গঙ্গাসাগর নামা স্তল শাসন করেন। সগর এক বীর্য্যশালী নরপাল ছিলেন, এবং তাঁহা হইতে 'সাগর' (সমুদ্র) নাম সমুদ্ভব হয়। সগরের এক স্ত্রী হইতে ষষ্টি সহস্র পুত্রোৎপন্ন হয়, অন্য স্ত্রী এক মাত্র পুত্র প্রসব করে। পরন্তু ঐ ষাটি সহস্র তনয় দৈব বিপাকে এক কালে নিপাত্ত হইয়াছিল। কথিত আছে, সগর মহা ধর্ম্মাহুরক্ত ছিলেন, তিনি শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া ছিলেন। অবশিষ্ট যজ্ঞের সময়ে তিনি অশ্ব রক্ষার্থ নিজ ষাটি সহস্র পুত্রকে রাজ্যের বহির্ভাগে প্রেরণ করিলেন, তাহাতে ঐ পুত্রেরা সতর্করূপে সতত ঘোটক রক্ষা করিতে লাগিল। দৈবায়ৎ ইক্ষু তাহাদিগের শত্রু হইলেন, তিনি ভাবিলেন, সগর ৯৯ অশ্বমেধ সম্পন্ন করিয়াছেন, শত অশ্বমেধের এক মাত্র অবশিষ্ট আছে; তাহা সাধন হইলে সগর অনায়াসে তাঁহার স্বর্গীয় রাজ্য লইতে পারিবেন, অতএব তাঁহাকে নিতান্ত বাধা দেওয়া কর্তব্য। দেবরাজ ইত্যাদি কল্পনা করিয়া, একদা ষাটি সহস্র নৃপনন্দনকে অসতর্ক দেখিয়া ঘোটক লইয়া পাতালে কপিল নামক সিঙ্কের সম্মুখে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। রাজপুত্রেরা চেতন প্রাপ্তানন্তর তুরগ অদর্শনে সাতিশয় ব্যাকুল হইল এবং ইতস্ততঃ নানা স্থান সন্ধান করতঃ অবশেষে মৃত্তিকা খনন করিয়া পাতালে প্রবেশ করিল। পাতালে প্রবেশ করিয়া দেখে, অশ্ব কপিলের সম্মুখে রহিয়াছে। তাহারা তদর্শনে ঋষিকে দোষী সিদ্ধাস্ত করিয়া তদগাত্রে পদাঘাত করিল। ঋষি নয়ন উন্মীলন করিলে—তাহারা ভয় রাশী হইল। সগর, নারদ

* মনু, সূর্য্য পুত্র ছিলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ইলা পৃথ্বীশ্বর হয়েন, কিন্তু পার্ব-
তির অভিশাপে স্ত্রী হইয়াছিলেন। তদীয় গর্ভে বৃধের গর্ভে পুরুষ বা উৎপন্ন
হন, তিনিই চক্রবংশের আদি পুরুষ।

প্রযুখাৎ ইহা অবগত হইয়া তদীয় প্রপৌত্র অংশুমানকে কপিলের নিকটে অশ্ব প্রার্থনার্থে প্রেরণ করিলেন। তাহাতে অংশুমান কপিল ঋষির নিকটে গমন করতঃ নানা স্তবস্ততি করিয়া অশ্ব প্রার্থনা করিলেন এবং কি প্রকারে পিতৃগণের সন্নাতি হইবে জিজ্ঞাসিলেন। কপিল তাঁহাকে অশ্ব প্রত্যর্পণ করিয়া গঙ্গার দ্বারা তোমার পিতৃগণ উদ্ধার হইবে এবং ভগীরথ মর্ত্তে গঙ্গা আনয়ন করিবেন বলিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন। সগরের শত অশ্বমেধ সমাপ্ত হইল। কালান্তে ভগীরথ রাজা হইলেন এবং তিনি হিমালয় পর্ব্বতোপরি দিয়া গঙ্গা আনয়ন করিলেন আনিতে আনিতে জরু মুনি গঙ্গা পাণ করিলেন। তদ্বারা তদবধি গঙ্গার নাম জারুবী হইল। ভগীরথ হইতে গঙ্গার ভাগীরথী নাম হয়। তৎ পরে সূর্য্যবংশে রমু নামে নরপতি হইয়েন এবং তাঁহা হইতে রমুবংশ স্থাপন হয়। তদন্তে যযাতি রাজা হইলেন। আমরা যযাতির বিবরণ চন্দ্রবংশ বর্ণনের সময়ে বলিব। কালান্তে দশরথ জন্ম গ্রহণ করেন। দশরথের প্রতাপে সকলেই শশঙ্কিত থাকিত, তাঁহার একরূপ বিক্রম ছিল যে, শনি পর্য্যন্ত তাঁহার ধ্বংস সাধনে পরাশ্রুত হইয়াছিল। দশরথের চারি পুত্র হয়, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন। রামের সময়ে হিন্দুদিগের ইতিহাস জন্ম গ্রহণ করে। আমরা রামের চরিত্র, তদীয় রাজ্য শাসনের ব্যবস্থা ও নানা ঘটনাদি সূক্ষ্মরূপে বর্ণন করিব। রাম বাল্যকালে শাস্তশীল ও বুদ্ধিমান ছিলেন, বালককালে তিনি বহু পরিশ্রমে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহার তত্ত্ব জ্ঞানের উদয় হইয়াছিল। আমরা তদ্বিবরণ পশ্চাৎ কহিব। কিঞ্চিৎ বয়ো-ধিক হইলে দশরথ রাজা মিথিলাধিপতি জনকের নন্দিনী সীতার সহিত শ্রীরামের বিবাহ দিলেন। জনক চন্দ্রবংশীয় রাজা ছিলেন। দশরথ শ্রীরামের সহিত সীতার, লক্ষ্মণের সহিত উর্দ্ধিলার এবং কুশধ্বজ নামা জনকের সহদরের ঋতকীর্ত্তি, মাণ্ডবী নাম্নী কন্যা দয়, তন্মধ্যে ভরতের সহিত ঋতকীর্ত্তির এবং শত্রুঘ্নের সহিত মাণ্ডবীর বিবাহ দিয়া স্বদেশে যাত্রা করিলেন। দশরথ রাজ্যে গমন করিয়া কিয়ৎকাল রাজ্য শাসন করেন, ইতিমধ্যে তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে অভিলাষ করিলেন এবং সূভ দিন স্থির করিয়া অধিবাসের দিন স্থির করাইলেন। কিন্তু ভরতের মাতা কৈকেয়ী তাঁহার প্রতিবাদিনী হইল, সেই ছুটী স্ত্রী নিজ স্বামী দশরথের কোন উপকার করিয়া ছুই বর প্রদানে রাজ্যকে বচন-বদ্ধ করিয়াছিল। আপন পুত্র রাজা না হইয়া রাম রাজা হইবেন এই হিংসা স্তাহার অন্তরে জাগরুক রহিল এবং

অবিলম্বে প্রতিহিংসার সময় পাইল। কামিনী অভিমানিনী হইল, তাহাতে দশরথ তাহার বিবিধ সাধ্যসাধনা করিলেন—কিছুতেই মান ভঙ্গ হইল না। অবশেষে মানিনী রাজার সমীপে ছুই বর প্রার্থনা করিল, এক বর এই যে, ভরত রাজা হইবে, অপর বর এই যে, রাম চতুর্দশ বর্ষ বনে থাকিবে। বর প্রার্থনায় রাজার দীর্ঘ বায়ু বহিতে লাগিল, তিনি আকুলিত হইলেন, কিন্তু কি করেন, অবশেষে রামকে বন মধ্যে প্রেরণ করিয়া ভরতকে রাজ্যার্পণ করিলেন। রামের সহিত লক্ষ্মণ ও সীতা বনে গমন করিলেন। তাঁহার দীর্ঘ কাল নানা বনে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে পঞ্চবটীর বনে অবস্থিত হইলেন। একদা তাঁহাদিগের মহা বিপদ উপস্থিত হইল, লঙ্কাধিপতি রাবণ নামা রাক্ষস-শ্রেষ্ঠ তাঁহাদিগের বন্য কুটীরে আগমন করিল। রাবণের সূৰ্পনখা নাম্নী এক ভগিনী ছিল, সে কন্ম্বিনকালে পঞ্চবটীতে আসিয়া রামের সূচরু রূপ দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া রামকে আলিঙ্গন করিতে অভিলাষী হইল। রাম স্ব সহধর্মিনী বর্তমানে তাহা মনোযোগ করিলেন না। সূৰ্পনখা লক্ষ্মণকে ক্লান্ত কুঅভিলাষ ব্যক্ত করিল। লক্ষ্মণও পরাঙ্ঘুষ হইলেন। তখন সে সীতাকে সর্ব প্রভিবন্ধকের কারণ জানিয়া তাঁহাকে গিলিতে ধাবমানা হইল, তাহাতে লক্ষ্মণ তাহার নাসিকা ছেদন করিলেন। সূৰ্পনখা অবমান প্রাপ্ত হইয়া রাবণকে কহিল, রামচন্দ্র সীতার সহিত পঞ্চবটীতে আগমন করিয়াছে। সীতা পরমাসুন্দরী এজন্য তাহাকে তোমার লক্ষ্য আনিতে প্রস্তুত হইয়া ছিলাম, কিন্তু রাম আমার এই চূর্ণিত করিলেক। রাবণ সীতার রূপ মাধুরী শ্রবণে অভি সত্তরে পঞ্চবটীতে মারীচ নামা অমুচরের সহিত আগত হইল এবং মারীচকে স্বর্ণমৃগ দেহ ধারণ করিতে আদেশ করিল। সীতা বহুরূপী স্বর্ণমৃগ দর্শনে রামকে তাহা ধরিতে কহিলেন। রাম মৃগ ধরিতে গেলেন এবং তদন্যাত্রে এক শর নিক্ষেপ করিলেন। মায়াকার মৃগ 'ভাই লক্ষ্মণ' বলিয়া উচ্চ স্বরে চিৎকার করিল, তাহাতে সীতা বিবেচনা করিলেন, রামের কোম বিপদ হইয়া থাকিবে, অতএব তাঁহার উদ্দেশে লক্ষ্মণকে পাঠাইয়া দিলেন। রাবণ একাকিনী সীতাকে দেখিয়া এই সুযোগে তাঁহাকে হরণ করতঃ স্ব খামে লইয়া গেল। রাম লক্ষ্মণ কুটীরে আসিয়া সীতা অদর্শনে হতপ্রত্যাশা হইলেন এবং ইতস্ততঃ তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। নানা বন ভ্রমণান্তর একদা ঋষামুক পর্বতে উজ্জীর্ণ হইলেন। ঋষামুকে নল, নীল, সুষ্মণ, সূগ্রীব, হনুমান নামে পাঁচটি বানর ছিল, রামতন্মধ্যে সূগ্রীবের সহিত সখ্য

করিয়া তাহাদিগের সাহায্যে লঙ্কায় উপস্থিত হইলেন এবং রাবণের সহিত মহা সমর করিয়া তাহাকে নিহত করিলেন ।

অনন্তর সীতাকে উদ্ধার করিয়া জ্ঞাতা ও সীতা সমভিব্যাহারে স্ব রাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন । ইতি পূর্বে ভরত রামের পাছুকা সিংহাসনে স্থাপন পূর্বক রাজত্ব করিতে ছিলেন; তিনি রামের আগমন বার্তী শ্রবণে যথোপযুক্ত সম্মান পূর্বক তাঁহাকে আহ্বান করিলেন । রাম রাজা হইলেন । রাম রাজ্য হইয়া কিছু কাল রাজ্য শাসন করেন, ইতি মধ্যে সীতার সতীত্বের বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ জন্মিল, সেই সন্দেহ তাঁহার প্রজা ও সভাসদ্বর্গ আরো উন্নতি করিতে লাগিল । তাহারা কহিল, সীতা যৎকালে এতকাল রাবণালয়ে ছিলেন, তখন তিনি নিশ্চয় দোষাবিত্তা হইতে পারেন । তদ্বশে রাম লোক লজ্জা ভয়ে সীতাকে বনবাসিনী হইতে পাঠাইয়া দিলেন । সীতা তখন পঞ্চম মাস গতিবী ছিলেন, রাম বনে পাঠাইলে তাঁহার আরো পরিতাপ বাড়িল । কি করেন! কোথায় যান! পরে তিনি তাঁহাদিগের চরিত্র-রচক বাম্বীকির আশ্রমে আশ্রয় লইলেন । বাম্বীকির আশ্রমে তাঁহার দুইটা যমজ পুত্র জন্মিল, একটির নাম লব, অন্যটির নাম কুশ । এই দুই বালক বাম্বীকি কর্তৃক শাস্ত্র বিদ্যায় ও শস্ত্র বিদ্যায় সম্যকরূপে দক্ষিত হইল । ইহার মধ্যে রাম অশ্বমেধ যজ্ঞ করণাকাজ্ঞী হইয়া ঘোটক রক্ষার্থ শত্রুঘ্নকে পাঠাইলেন । শত্রুঘ্ন ঘোটক সমভিব্যাহারে নানা দিগদেশ পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে বাম্বীকির ভপোবনে উপনীত হইলেন । ঐ ভপোবনে লব, কুশ, নামা সীতার সেই দুটা পুত্র ক্রীড়া রঙ্গে কাল যাপন করিতেছিল, মনোহর অশ্বকে দেখিয়া তাহাদিগের মন প্রকল্পিত হইল এবং তাহারা ঘোটকটাকে বন্ধন করিয়া রাখিল । ঘোটক বদ্ধ হইলে শত্রুঘ্ন আসিয়া লব, কুশ, নিকটে তাহা প্রার্থনা করিলেন তাহাতে তাহারা প্রত্যাৰ্পণে অস্বীকৃত হইলে শত্রুঘ্ন তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন—উভয়ে ঘোর যুদ্ধ হইল—শত্রুঘ্ন পরাজিত হইলেন । শত্রুঘ্ন ক্ষত বিক্ষত হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন ।

অনন্তর তৎপশ্চাৎ লক্ষ্মণ, ভরত, অবশেষে রাম, বালক নাশার্থে আসিলেন, কিন্তু তাঁহারা সকলেই যুদ্ধে পরাভব হইয়া ক্ষত বিক্ষত ও রুধিরে আবিষ্ট হইবাতে মৃত্তিকায় শয্যায় শয়ন করিলেন । কিয়ৎপরে বাম্বীকি মুনি তত্রস্থলে আগত হইলেন, তিনি চারি জ্ঞাতার দুর্ভাগ্য বিলোকনে রূপান্তিত হইয়া তাঁহাদিগকে সচেতন করিলেন । জ্ঞাতা চতুষ্টয় বাম্বীকিকে অভিবাদন করিয়া ঐ বালক দ্বয়ের পরিচয়

জিজ্ঞাসু হইলেন, কিন্তু বাম্বীকি তৎকালে তাঁহাদিগের পরিচয় দিলেন না এবং রামকে বিদায় করিলেন। রাম রাজ্যে আসিয়া যজ্ঞ সমাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার যজ্ঞ দেখিতে অনেক ভূপতি, অনেক ঋষি আগমন করেন, তন্মধ্যে বাম্বীকি এবং লব, কুশও ছিলেন। বাম্বীকি সভা মধ্যে লব, কুশকে স্বকৃত রামায়ণ কাব্য গান করিতে আদেশ করিলেন, তাহাতে তাহারা একরূপ সুললিত স্বরে সংগীত করিলে, সকলে মোহিত হইলেন। রাম তাহাদিগের কমনীয় স্বরে পরিতুষ্ট হইয়া তাহাদিগের পরিচয় প্রার্থনা করিলেন, তাহাতে তাহারা তাহাদিগের জননী সীতার নামোল্লেখ করিলে, রামচন্দ্র একেবারে বিহ্বল হইলেন এবং তপোবন হইতে সীতাকে আনাইলেন। সীতা সভা মধ্যে উপস্থিত হইলে রামচন্দ্র লোকাপযশ নিবারণ ও তদীয় সতীত্ব দৃঢ় পরিষ্কার নিমিত্ত তাঁহাকে অগ্নি পরিক্ষা প্রদর্শনের আদেশ করেন, তাহাতে সীতা ব্যরম্বার পরিষ্কা প্রার্থনায় সাতিশয় স্ত্রিয়মানা হইয়া ধরনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, অর্থাৎ মুর্ছাপন্ন, অচেতনা হইয়া কায়া ত্যাগ করিলেন। তৎপরে রাম লক্ষ্মণকে সত্য রক্ষণার্থ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার মরণ সংবাদ শ্রবণে সংসারে জলাঞ্জলি দিলেন এবং লবকে অযোধ্যা ও কুশকে নন্দিগ্রামের সিংহাসনে স্থাপন করিয়া অসার সংসার হইতে অবসৃত হইলেন। বাম্বীকির রামায়ণে রামচন্দ্রের চরিত্রের এই সংক্ষেপ বিবরণ কথিত আছে যে, রাম অদ্বিতীয় প্রজাবাৎসল ছিলেন এবং ভারতবর্ষে সর্বদৌ তাঁহার সময়ে বিদ্যা অমূল্যশীলনও বৃদ্ধি হয়। রামায়ণ গ্রন্থকার বাম্বীকি, স্মৃতি শাস্ত্র প্রণেতা বশিষ্ঠ, ধনুর্বেদ গ্রন্থকার বিশ্বামিত্র, তাঁহার সমকালবর্তী, তাঁহারা তাঁহার সভা উজ্জ্বল করিতেন। কিন্তু সর্কাপেক্ষা বাম্বীকি প্রশংসার ভাজন হইয়াছেন। রামায়ণ অমর হইয়া বর্তমান রহিয়াছে। বাম্বীকি কবিদিগের মধ্যে আদি বা প্রথম কবি ছিলেন, পশ্চাতের প্রমাণ দ্বারা বোধ হইতেছে, তিনি কবিতার জন্ম দাতা ছিলেন, তাঁহার পূর্বে কবিতা অপ্রকাশিত ছিল। তিনি কশ্মিন্ কালে তমসা সরসীতে স্নান করিতে গমন করিয়া ছিলেন, স্নান করিতে করিতে যুগল ক্রৌঞ্চকে সরসী জলে কেলি করিতে দেখিতে পাইলেন। ক্রৌঞ্চেরা রস রঞ্জে কেলি করিতেছে—দৈবারণ তথায় এক ব্যাধ উপস্থিত হইল এবং ধনুকে তীক্ষ্ণ বান সংযোজন পূর্বক যুগল ক্রৌঞ্চের মধ্যে একটিকে আঘাত করিল। ক্রৌঞ্চ আঘাতিত হইলে বাম্বীকি কোপাবিস্ট হইয়া ব্যাধের প্রতি কটুক্তি করিলেন।* কিন্তু ঐ উক্তি হৃন্দ নিবন্ধ ছিল, বদন হইতে

বিনির্গত হইলে বাম্বীকি সাতিশয় বিশ্বয়াপন্ন হইয়া কহিতে লাগিলেন “আমি ক্রৌঞ্চের যাতনায় কাতর হইয়া একি উচ্চারণ করিলাম।” ঋষি ইত্যাদি উচ্চারণ করিয়া পাশ্বস্থ ভরদ্বাজ নামা স্বীয় শিষ্যকে কহিলেন, আমার মুখাগ্র হইতে চারি চরণ সংযুক্ত যে উক্তি বহিস্কৃত হইল ইহা ‘শ্লোক’ হউক ! বাম্বীকি এই বলিয়া আগ্রমে আসিলেন। ঋষি আগ্রমে আসিয়া ঐ শ্লোকের বিষয় চিন্তা করিতেছেন—ব্রহ্মা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। তিনি বাম্বীকিকে ব্যাধের তৎসংগা সম্বলিত চারি চরণ-বিশিষ্ট ছন্দ উচ্চারণ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে কহিলেন, “ঋষে! চারি চরণ-বিশিষ্ট যে ছন্দ তাহা ‘শ্লোকই’ হউক”। বাম্বীকি ব্রহ্মা হইতে আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়া রামায়ণ রচনা করিলেন। কোন কোন লেখকের দ্বারা কথিত হইয়াছে, রামায়ণ রামচন্দ্রের জন্মবার অগ্রে রচিত হয়, এ নিতান্ত অসম্ভব; রামায়ণ, নিঃসন্দেহ রামের রাজত্ব কালীন এবং কতক অংশ তদীয় মৃত্যুর অন্তে লিখিত হইয়াছিল। রামায়ণে বিদিত আছে, একদা দেবর্ষি নারদ বাম্বীকির সহিত সন্দর্শন করিলে বাম্বীকি তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, পৃথিবীর মধ্যে বিদ্যা, বুদ্ধি, বলে, ধর্ম্মে, কোন্ ব্যক্তি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। নারদ উত্তর করিলেন, অযোধ্যাধিপতি দশরথাত্মজ রামচন্দ্র সর্ব্ব-গুণালঙ্কৃত, সকল ধর্ম্মে পারদর্শী। নারদ ইত্যাদি প্রকার উত্তর করিয়া রামচন্দ্রের বাল্যাবস্থা অবধি বৃদ্ধাবস্থার চরিত্র, রাবণের সহিত তাঁহার যুদ্ধাদি ইত্যাদি সমস্ত আত্মপুর্নিক বর্ণনা করিয়া বাম্বীকিকে রামায়ণ, অথবা রামের চরিত্র রচনা করিতে বলিলেন। বাম্বীকি সে অবধি রামায়ণ রচনায় মনঃসংকল্প করিলেন। এতদ্বারা বিশেষ বোধ হয়, রামায়ণ রামচন্দ্রের জন্মবার অগ্রে রচিত না হইয়া বরঞ্চ তাঁহার মরণান্তে, অথবা জীবিত কালীন রচিত হইয়াছিল। অন্য প্রমাণ এই, বাম্বীকি যখন রামায়ণ রচনা করেন তখন কুশ, লব, তাঁহার আবাসে ছিল, ঋষি তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া রামচন্দ্রের রাজসভায় লইয়া গিয়াছিলেন। তথায় লইয়া গিয়া তাহাদিগকে স্বকৃত রামায়ণ গান করিতে অনুরোধ করেন। বালকেরা তদনুসারে সুললিত কণ্ঠে গান করিতে লাগিল। তাহাতে তত্রস্থ উপস্থিত রাজা ও ঋষিগণ নবীন ললিত ছন্দ নিবন্ধিত কাব্য শ্রবণে সাতিশয় পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া বালকগণকে অনির্ভরচনীয় প্রশংসা করিলেন। ইহাতে প্রভীত হইতেছে, রামায়ণ রামচন্দ্রের জন্মাগ্রে প্রণীত হয় নাই, ইহার কিয়ৎ অংশ তাঁহার বর্ত্তমানে, কিয়ৎ অংশ তাঁহার মরণান্তে রচিত হয়।

ইহা যে রূপ হউক, এই রামায়ণ আদি গ্রন্থ এবং যাবৎ কাব্যের মধ্যে আদি এবং প্রধান কাব্য, ইহাতে বাণ্মীকির বিশিষ্ট ক্ষমতা, ও চিহ্নগত প্রকাশ হইয়াছে ।

হোমর যে রূপ তাঁহার সমকালবর্তী রাজাগণের, সমকালবর্তী মহাযা সমুহের অসভ্যাবস্থার স্বাভাবিক প্রকৃত প্রকৃতি, চরিত্রাদি উৎকৃষ্ট বর্ণন করিয়াছেন, বাণ্মীকিকেও তক্রপ করিতে দেখা যায় । রামায়ণ ভারতবর্ষের অসভ্যাবস্থার গ্রন্থ, সুতরাং ইহা নানা অদ্ভুত কাল্পনিক জন্মনায় পরিপূরিত হইয়াছে । ভিন্ন ভিন্ন মানব শ্রেণীর আদি, অথচ অসভ্য অবস্থায় বুদ্ধির ভাদৃশ প্রাধার্য্য্যভাবে বিবিধ প্রকার অলৌকিক গল্পে মন সংযোগ করে এবং অদ্ভুত বশভঃ প্রীতি জন্মায় । প্রথম অবস্থায় তাবৎ জাতির প্রথম ইতিহাসে দেব দৈত্যের যুদ্ধ লিপিবদ্ধ আছে । ক্রমে সভ্য হইলে দেব দৈত্যের বিনিময়ে মানবগণের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ বিবরণ বর্ণিত হয়, কিন্তু কিয়ৎ অসভ্যাবস্থা প্রযুক্ত ইতিহাসবস্তুর ঐ মানব সমুহের মধ্যে কাহাকেও দেব মধ্যে পরিগণন করেন । যে ব্যক্তি অধিক পবাক্রমী ও অসাধারণ যুদ্ধ-বিষারদ ভাহাকেই দেব মধ্যে গণন করা যায় । কিন্তু ঐ মহাযাকে দেব বলি না । বাণ্মীকির রামচন্দ্র ও ব্যাসের কৃষ্ণচন্দ্র আর কিছু নহেন, তাঁহার গ্রীশীয় ও রোমীয় বীরদিগের ন্যায় দেবতা হইয়াছেন । বাণ্মীকি অসভ্যাবস্থার মানব প্রকৃতি, সূচারুরূপে বর্ণনা করিয়াছেন । নর বানর ও বাকসের যুদ্ধ কেবল তৎকালীন চরিত্র মাত্র । বাকস ও বানর অংশ্য কোন অসভ্য জাতি হইবে । বাকস বা কেনবল (omibal) অনেক নিবাসপ্রার্থী অসভ্য দেশে বর্তমান ছিল, এখনও আছে । অতএব বাণ্মীকির প্রণীত ইতিহাস নিতান্ত কাল্পনিক নয়, ইহাতে কিঞ্চিৎ সত্য পদার্থ আছে । বাণ্মীকির মানব চরিত্র অতি সুন্দর, সীতার যাবজ্জীবনের দুঃখ সন্দর্শনে কোন ব্যক্তি না করুণান্বিত হইবেন ? রামায়ণে সর্ব চবিত্রাপেক্ষা সীতার চরিত্র পরিপাটি, এৱং রামায়ণ তাঁহার এবং রামচন্দ্রের শোকতে সমাপ্ত হইবাতে আরো মনোহর হইয়াছে । কিন্তু রামায়ণে রামচন্দ্রের চবিত্র উপযুক্ত বর্ণন হয় নাই । রাম এতদৃশী বৃহৎ যুদ্ধে মহা পরাক্রমী রাবণকে যদিও সংহাস্ত করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাকে বীরের ন্যায় বোধ হয় না, বরঞ্চ রাবণের বিলক্ষণ বীরত্ব প্রকাশ হইয়াছে । রামাপেক্ষা রাবণ বীর পুরুষের মধ্যে গণ্য । বালিকে প্রবঞ্চনা পুরুষ বধ করাতে রামচন্দ্রের শোধ্য আরো লাঘব হইয়াছে । কিন্তু স্থানে স্থানে তাঁহার বীরত্ব

প্রকাশ আছে। খলুর্জ, এবং পরশুরামের মনুকে গুণ সংযোজন করিয়া তাঁহার স্বর্ণ পথ অবরোধ করা বীরের কার্য্য বটে। রাম যাবৎ নৃপতির অপেক্ষা প্রজাবাৎসল বলিয়া লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার তদুপযুক্ত কার্য্য দেখা যায় না। তদ্বিষয়ে যুধিষ্ঠিরের চরিত্র উপযুক্ত; রাম স্নদ্ধ জনশ্রুতি বিশ্বাস করিয়া বিচার ব্যতীত জানকীকে বিবন্ধন করিবারে তাঁহাকে প্রজাবাৎসল বলা যাইতে পারে না, প্রত্যুত এতদ্বারা তাঁহার অল্প বুদ্ধি প্রকাশ হইয়াছে। তপস্বী শূদ্রকে অমঙ্গলের কারণ জানিয়া তাঁহাকে হনন করাতেও তাঁহার প্রজাবাৎসল্য প্রচার হয় নাই, ইহাতে তাঁহার অধর্ম্ম পরিদৃষ্ট হইতেছে। নিষেধ করাই বিধেয় ছিল।

পরন্তু এবম্পকার বর্ণন কেবল কাল ধর্ম্ম বশতঃ হইয়াছে। শূদ্রদিগের কর্ম্ম ব্রাহ্মণ সেবা মাত্র, মনু কর্তৃক নিষিদ্ধ হইবারে কবিদিগের গ্রন্থেও শূলে শূলে কদর্য্য হইয়াছে। ফলতঃ বাঙ্গালীকি রাম কর্তৃক শূদ্রের বিনাশ যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাহা তৎকালীন লোকাচার অমুযায়ী বিরুদ্ধ নয়। রামচন্দ্র যে গ্রন্থকারদিগের মহামুযায়ীক প্রজাবাৎসল ছিলেন না, তাহার অপরাধ প্রমাণ এই, যে তিনি রাবণ বিশ্বংসনানন্তর কিয়ৎকাল রাজ্য শাসন করিয়া জ্ঞাতাদিগকে রাজ্য্যর্পণ করিলেন এবং অন্তঃপুরে মহীষির সহিত সাত সহস্র বর্ষ রস রঞ্জে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এ প্রজাবাৎসল্যের চিহ্ন নয়। যুধিষ্ঠির এতদ্বিষয়ে নির্দোষী ছিলেন। রামের দীর্ঘ কাল রাজ্যাসনে অবর্ত্তমানে রাজ্যে সমূহ দুঃখ হইয়াছিল ইহাও কথিত হইয়াছে, অতএব তিনি কিরূপ প্রজাবাৎসল বিবেচনা কর! তাঁহার এই নিশ্চিত স্বভাব ছিল যে, তিনি আপদ উপস্থিতের অগ্রে সতর্ক হইতেন না, আপদ উপস্থিত হইলে তাহার প্রতিকার চেষ্টা করিতেন। লক্ষ্মণের চরিত্র কৃতজ্ঞতা ও ভ্রাতার নিকটে বশীভূততার জন্ম বিখ্যাত। যদিও রামায়ণে দুই এক দোষ পাওয়া যায় তথাপি সে দোষ উৎকৃষ্ট কবিতা ছন্দে প্রচ্ছন্ন হইয়াছে এবং রামায়ণ আদি গ্রন্থ বলিয়া অধিক দোষাপন্ন হইতে পারে না। পশ্চাত্তের গ্রন্থকর্ত্তাদিগের অল্প দোষ থাকিতে পারে এবং তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা পূর্ব পূর্ব গ্রন্থাদির দোষ গুণ, সংলগ্নাংলগ্ন পরিষ্কার করিয়া আপনাদিগের গ্রন্থ সংশোধন করিয়াছেন।

সে যাহা হউক, আমরা এক্ষণে সূর্য্য বংশের রাজ্যদিগের বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া চন্দ্রবংশীয়দিগের বিষয় বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম। চন্দ্রের পুত্র

বুধ চন্দ্রবংশের উৎপাদক । তাঁহার প্রপৌত্র যযাতি* । এই যযাতি বড় বিখ্যাত রাজা ছিলেন, তিনি বহু বিচার কৌশলে রাজ্য শাসন করিতেন । কাল ক্রমে তিনি দানব গুরু শুক্রাচার্যের দেবযানী নাম্নী তনয়ার পাণিগ্রহণ করিলেন । যযাতি কত্র ছিলেন এবং দেবযানী ব্রাহ্মণ ঔরবে জন্ম গ্রহণ করেন, সুতরাং তাঁহাদিগের তনয় বর্ণশঙ্কর হয় ! যাহা হউক, শুক্রাচার্য দেবযানীকে সম্প্রদান করেন । দেবযানীর শর্মিষ্ঠা নামিকা এক সহচরী ছিল, শুক্রাচার্য কন্যা সম্প্রদান করিয়া রাজাকে কহিলেন, মহারাজ ! আপনি শয়ন কালীন শর্মিষ্ঠাকে কদাচ আঙ্কান করিবেন না । নৃপতি স্বীকৃত হইলেন এবং দেবযানী সমভিব্যাহারে স্বরাজ্যে আসিলেন । দেবযানীর সহিত শর্মিষ্ঠা আসিয়াছিল, রাজা অশোক বনে তাহার বাসস্থান নিদ্দম্ব করিলেন । কিছু কাল পরে দেবযানী এক পুত্র প্রসব করিলেন, নৃপতি তাহার নাম যদু রাখিলেন ।

অনন্তর কিয়ৎ দিবস অতীত হয়, রাজা এক সময় অশোক বনে উপনীত হইলেন । শর্মিষ্ঠা তখন ঋতুমতী ছিল, সে ঋতুরক্ষার্থ রাজার নিকটে প্রার্থনা করিল । যযাতির দ্বারা শর্মিষ্ঠার গর্ভ সঞ্চারণ হইল এবং ক্রমশু জন্ম গ্রহণ করিলেন । ইতিমধ্যে দেবযানীর অপর এক পুত্র হয়, তাহার নাম তুরঙ্গু । শর্মিষ্ঠা অপর দুই পুত্র প্রসব করে, একটির নাম অহু, অন্যটির নাম পুরু । নৃপতি সময় ক্রমে জরাগ্রস্ত হইলেন এবং পুত্রদিগকে জরা সমর্পণ করিতে বাসনা করিয়া এই স্থির করিলেন, যে যে পুত্র জরা গ্রহণ করিবে সে রাজা হইবে । কিন্তু শর্মিষ্ঠার কনিষ্ঠ পুত্র ব্যতীত কেহই জরা গ্রহণ করিল না, অতএব রাজা তাহাকে রাজ্যসনে স্থাপন করিয়া অপর পুত্রগণকে অভিসম্পাত করিলেন । দেবযানীর জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে এই অভিসম্পাত দিলেন, তোমার বংশে কেহ রাজা হইবে না, কনিষ্ঠ তুরঙ্গুকে এই শাপ দিলেন, তুমি স্নেহদিগের রাজা হইবে এবং তোমার বংশাবলী অভক্ষ্য ভক্ষণ করিবে । রাজা শর্মিষ্ঠার জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্রমশুকে এই শাপ দেন, যে দেশে চারি জাতির প্রভেদ থাকিবে না, তুমি সেই দেশে দগুধর হইবে এবং তোমার সর্বাভিলাষ নষ্ট হইবে । যযাতি, কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে রাজ্য ভার দিয়া তপস্চারণে অহুরত হইলেন ।

* সূর্য ও চন্দ্রবংশের রাজাদিগের আনুপূর্বিক নাম জানিতে আবশ্যিক হইলে মহাভারত, রামায়ণ এবং মেঃ ডাউয়ের "হিন্দুস্থান" দেখা । পৃষ্ঠা ৭ গ্রন্থে তাৎসর্জ্য নাম লেখিবন্ধ আছে ।

পরন্তু যযাতি অপর তনয়গণকে যাহা শাপ দিয়া ছিলেন তাহা সত্য হউক বা না হউক, ফলে তুর্কম্বু ও অম্বু হইতে স্নেহজাতি বিশেষ উৎপন্ন হইয়া থাকিবে, যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু হইতে যদুবংশের উৎপত্তি হয় এবং ক্রম্ভু, ভোজ বংশ উৎপন্ন করেন। পুরুন দুহ্মন্ত নামে এক বিখ্যাত উত্তরাধিকারী হইলেন। দুহ্মন্ত জগৎ বিখ্যাতা শকুন্তলাকে বিবাহ করেন। দুহ্মন্তের চরিত্র বড় বিচিত্র এবং শকুন্তলার উপাখ্যান কালিদাস নাটক হলে অমর করিয়াছেন। শকুন্তলা হইতে ভরত জন্ম গ্রহণ করেন এবং ভরত হইতে জন্মদীপ 'ভারতবর্ষ' বলিয়া উল্লেখ হয়। ভরতের পরে হস্তী নামে এক নরপতি হইলেন, তাহা হইতে হস্তীনা নগরী স্থাপিত হইয়াছিল। তৎকিয়ৎ অম্বুরে কুরু, হস্তীনার রাজা হইলেন এবং 'কুরুক্ষেত্র' তীর্থ নির্মাণ করাইলেন। তদনন্তর শান্তনু ভারত সিংহাসনে বসিলেন। শান্তনুর ঔরষে গঙ্গার গর্ত্রে ভীষ্ম উদ্ভব হইলেন, তিনি পিতার সহিত ধীবর কন্যা সত্যবতীর বিবাহ দিলেন। সত্যবতী অসতী ছিল, পরাশর তাঁহার অবিবাহিতায় সতীত্ব নষ্ট করেন, তদ্বারা বেদব্যাস জন্ম পরিগ্রহণ করিলেন। শান্তনুর দ্বারা সত্যবতীর চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্ষ্য নামে দুই পুত্র হয়, কিন্তু তাঁহারা অসময়ে কাল করালে পতিত হইবাতে তাঁহাদিগের সন্তানাদি কিছুই হয় নাই। অপর, ভীষ্ম কোন কারণ বশতঃ বিবাহ না করিলে তাঁহারও কোন সন্তানের সম্ভাবনা হইল না, এহেতু কুরু বংশ লোপ হইবার উপক্রম হইল,—ভীষ্ম তাহার উপায় করিলেন। ব্যাস সত্যবতীর আদেশে বিচিত্রবীর্ষ্যের প্রথম স্ত্রী অশ্বিকার ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্রকে এবং দ্বিতীয় স্ত্রী অম্বালিকার ক্ষেত্রে পাণ্ডুকে উৎপন্ন করিয়া অম্বালিকার সখীর ক্ষেত্রে বিদুরকে উৎপন্ন করিলেন। পাঠকেরা! আগরা এই পুত্রদিগকে কোন্ বর্ণের মধ্যে পরিগণন করিব? ব্যাসকেই বা কোন্ জাতি বলিব? 'দেবরোণ স্মৃতোৎপত্তি'—ব্যাস তো অশ্বিকাদির দেবর ছিলেন না। কি কদাচার! যাহা হউক, শান্তনু মতে ব্যাস ব্রাহ্মণ হইলেন। যযাতির পুত্র যদু ক্ষত্রিয় হইলেন, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু এবং শূদ্র ক্ষেত্র জাত বিদুরও ক্ষত্র বলিয়া উল্লেখিত হইল। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্ঘ্যোধন প্রভৃতি একশত পুত্র হইল, কুন্তীর গর্ত্রে পাণ্ডুর সুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন, এবং মাত্রির গর্ত্রে নকুল ও সহদেব নামা পঞ্চ পুত্র জন্মিল। কিন্তু এই পঞ্চ পুত্র পাণ্ডুর ঔরষজাত পুত্র নহে, ইহারা পঞ্চ দেব হইতে উৎপন্ন হন। বিদুরের পুত্রাদি হইল না। পাণ্ডু এক ধর্মিষ্ঠ, প্রতাপশীল নরপতি

ছিলেন। তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে তদীয় পুত্র যুধিষ্ঠির হস্তীনা রাজ্য শাসন করেন।

ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা বিশেষতঃ দুর্যোধন অতি বল ছিল, তাহার পঞ্চ পাণ্ডবের বিনাশ সাধনার্থ সমাধিক যত্ন পাইয়া ছিল। তাহার পরাক্রমী ভীমের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া তাঁহাকে ব্যাল্যাবস্থায় নিষ্ঠানে বিধ ঘিষাইয়া খাওয়াইল, তাহাতে ভীম অনেক কষ্টে উদ্ধার পাইলেন। দুর্যোধন হস্তীনা হস্তগত করণ প্রত্যাশায় তথা পঞ্চ ভ্রাতার বিনাশ সাধনার্থ 'জতু গৃহ' নির্মাণ করেন। ঐ জতুগৃহের চতুর্দিকে ঘৃত কুন্ড লুক্কায়িত ছিল, স্তম্ভেতে ঘৃত ও তৈল দেওয়া ছিল, অগ্নি দিলে পলায়নের পথ ছিল না, যে দিকে, যাও সে দিকেই বিপদ। স্থানে স্থানে অস্ত্র শস্ত্র স্থাপিত হইল, তথায় গমন মাত্র অঙ্গ ছেদনের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। দুর্যোধন এই ভীষণ গৃহ নির্মাণ করাইয়া কৌশলে কুন্তীর সহিত পঞ্চ পাণ্ডবকে তথায় সুখে বঞ্চিত পাঠাইলেন। তাঁহার জতুগৃহে কিয়ৎ দিবস অবস্থিতি করেন, ইতিমধ্যে তাঁহার দুর্যোধনের চাতুরী এবং তাঁহাদিগের নাশার্থ জতুগৃহ প্রস্তুত হইয়াছে টের পাইলেন। কিন্তু পলাইবার কোন উপায় পান না। বিহ্বল তাঁহাদিগকে এশঙ্কটে ত্রাণ করেন; তিনি খনক নামক এক শিল্পীকে যুধিষ্ঠিরের নিকটে পাঠান। খনক জতুগৃহ পার্শ্বে সূড়ঙ্গ খনন করিয়া পাণ্ডবদিগের মুক্তির পথ করিল। যে দিবস জতুগৃহে অগ্নি প্রদান করিবে, যুধিষ্ঠির খনক কর্তৃক সেই নির্দ্ধারিত দিবস অবগত হইয়া রাত্রি কালে তাঁহাদিগের নিযুক্ত নাশক পুরোচনের গৃহে অগ্নি প্রদান পুরঃসর সূড়ঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন এবং গঙ্গা তীরে উদ্ভীর্ণ হইয়া বিহ্বল প্রেরিত তরণী করিয়া গঙ্গা পার হইলেন। তদনন্তর তাঁহার হিড়িম্বক অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই অরণ্যে হিড়িম্ব নামে এক নিশাচর ছিল, ভীম তাহাকে নষ্ট করিয়া হিড়িম্বা নামিকা তদীয় ভগিনীকে বিবাহ করেন। তৎপরে পাণ্ডবেরা বাসচক্র নাম নগরে এক ব্রাহ্মণালয়ে বসতি করিলেন। তথায় বক নামে এক নিশাচর ছিল, সে গ্রামস্থ এক এক ব্যক্তির নিকটে এক এক দিন কর স্বরূপ পায়সায় ও নরবলি গ্রহণ করিত, যে ব্যক্তি তাহা দিতে সমর্থ হইত না, নিশাচর সপরিবারের সহিত তাহাকে বিনাশ করিত। পাণ্ডবেরা যে বিপ্র গৃহে বসতি করিতেন, এক দিবস বকের কর তাঁহার অংশে পতিত হইল, অতএব তিনি সান্তিশয় শোকাকুল হইলেন, কিন্তু ভীম ঐ বককে নাশ করিয়া তাঁহাদিগের শোক নিবারণ করিলেন।

পাণ্ডবেরা কিয়ৎকাল বিপ্রালায়ে থাকেন, ইতিমধ্যে পঞ্চাল রাজাভ্রাতৃ
 দ্রৌপদীর সয়ম্বর সংবাদ শুনিয়া তাঁহারা সয়ম্বর দেখিতে পঞ্চালে গমন
 করিলেন এবং এক কুস্তকারের গৃহে আশ্রয় লইলেন । ঋপদ রাজার
 ভনয়া দ্রৌপদি অতি সৌকুমারী ও সুন্দরী ছিলেন, ঋপদ ব্যাসদেশীমু-
 সারে এক “লক্ষ” নির্মাণ করিলেন, এই লক্ষতে এক খানি চক্র ক্রমশঃ
 ঘূর্ণায়মান হইতেছিল, তন্মধ্যে একটা ছিদ্র ছিল । সেই চক্রের অন্তী
 দূরে একটা সুবর্ণ মৎস্য স্থাপিত হইল, তাহার চক্ষু স্বয়ং হীরক মণ্ডিত ।
 ঋপদ রাজা এক্ষণকারে লক্ষ নির্মাণ করিয়া এই বোষণা করিলেন, যে
 ব্যক্তি চক্রের ছিদ্র দিয়া মৎস্যের চক্ষু ভেদ করিতে পারিবে সে দ্রৌ-
 পদি লাভ করিবে । ঋপদ, কন্যার স্বয়ম্বরে এক্ষণ লক্ষ নির্মাণ করিলে
 নানা দেশের রাজারা মৎসাদ পাইয়া তদ্রাজ্যে আসিলেন । স্বয়ম্বর
 দেখিতে অনেক ঋষি, ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন । যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা
 তাঁহাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণবেশ ধারণে ব্রাহ্মণ সমাজে ভুক্ত হইয়া বসি-
 লেন । রাজকন্যা সভা মধ্যে উপস্থিত হইলেন । তাঁহাকে দেখিয়া
 সকলেই মোহিত হইলেন এবং অনিমেষ নয়নে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি
 নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । রাজারা তদীয় পাণি গ্রহণার্থ ব্যগ্রহাতি-
 শয়ে ধমুষ্ঠকার পূর্বক লক্ষ বিজিতে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু কেহই ফল
 প্রাপ্ত হইলেন না । অনেকে পরাভু হইলে ভীষ্ম গাত্রোথান করিয়া
 ধমুষ্ঠান ধারণ করিলেন, কিন্তু তিনি অমঙ্গল-প্রদ ঋপদ পুত্র নপুংসক
 শীঘ্রণ্ডিকে দেখিয়া ধমুষ্ঠান পরিত্যাগ করিলেন । ভীষ্ম ধমুষ্ঠান পরিত্যাগ
 করিলে আর কেহ সাহস পূর্বক অগ্রবর্তী না হইলে ঋপদ পুত্র ধুষ্ঠহর
 উচ্চ স্বরে কহিলেন, চারি বর্গের মধ্যে যে ব্যক্তি লক্ষ ভেদ করিবে সে
 আমার ভগিনী প্রাপ্ত হইবে । দ্রোণাচার্য্য ধমু ধারণ করিলেন এবং
 ‘আমি লক্ষ বিজিতে দুর্বোধন দ্রৌপদীর স্বামী হইবে’ কহিলেন । কিন্তু
 কৃষ্ণের প্রতারণাতে তিনি ফল প্রাপ্ত হইলেন না । অনন্তর কর্ণ উঠি-
 লেন, তিনিও কৃষ্ণের কুহকে পতিত হইলেন । অতঃপর অর্জুন উঠিয়া
 লক্ষ ভেদ করিলেন । বিপ্রবেশী অর্জুন লক্ষ ভেদ করিলে দ্রৌপদী
 তদীয় পাশ্বে আসিলেন, তাহা দেখিয়া নৃপতিগণের মাতিশয় কোপ
 হইল, তাঁহারা একত্র মিলিত হইয়া অর্জুনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হই-
 লেন । অর্জুন সকলকে পরাজয় করিলেন । ভীষ্ম তাঁহাকে সাহায্য
 করিলেন । তদনন্তর পঞ্চ ভ্রাতা দ্রৌপদি সহ কুস্তকারের নিকেতনে
 প্রবেশ করিলেন । কুন্তী তাঁহাদিগের বিলম্বে ধ্বংস হইয়া ভাবিতে
 ছিলেন, এমন সময়ে তাঁহারা উপস্থিত হইলেন । ভীষ্ম কুন্তীকে কহি-

লেন, অদ্য কলহেতে নিযুক্ত থাকিবাকে অধিক রাত্রি হইল, কিন্তু উত্তম ভিক্ষা পাওয়া গিয়াছে ।

কুম্ভী কহিলেন, তোনরা পঞ্চ জাতায় ঐ ভিক্ষা অংশ করিয়া লহ । তৎপরে দ্রৌপদিকে দেখিয়া তাঁহার বিস্ময় জন্মিল । তিনি যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, অজ্ঞানত্ব আমি কুকায করিয়াছি, দ্রৌপদিকে ভিক্ষা জানে তোমাদিগকে অংশ করিতে বলিয়াছি । তুমি অতি ধর্মজ্ঞ, অতএব ইহার হিতাহিত বিবেচনা কর, যাঁত বাকা হেলন না হয় । যুধিষ্ঠির 'তোমার বাকা কদাচ উল্জন হইবে না' বলিয়া অর্জুনের অভিপ্রায় জানিবার জন্য অর্জুনকে কহিলেন, "ভাই ! অনেক কষ্টে লক্ষ ভেদ করিয়া দ্রৌপদি লক্ষ করিলে, অতএব ইহাকে বিবাহ কর ।" অর্জুন উত্তর করিলেন, জ্যেষ্ঠ বর্ষমানে কনিষ্ঠের বিবাহ বিধেয় নয়, অতএব আমি অগ্রে বিবাহ করিব না । তাহাতে যুধিষ্ঠির সাতিশয় পরিভুষ্ট হইলেন । পরদিবস তাঁহার। ঋপদের রাজসভায় উপস্থিত হইলেন । ঋপদ পঞ্চ জাতার মধ্যে প্রত্যেককে (অর্থাৎ বাহার ইচ্ছা হয়) দ্রৌপদির পাণিগ্রহণ করিতে বলিলেন, কিন্তু তাঁহার। পঞ্চ জনেই দ্রৌপদিকে বিবাহ করিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে ঋপদ অতীব চিন্তাক্রম হইলেন । পরে ঋষিরা আসিয়া দ্রৌপদির পঞ্চ স্বামীর বিবরণ ঋপদকে জ্ঞাত করিয়া পঞ্চ জাতাকে কন্যা দান করিতে আদেশ করিলেন । ঋপদ পঞ্চ পাণ্ডবকে কন্যা সপ্তদান করিলেন । তাঁহার। দ্রৌপদির সমভিব্যাহারে স্বদেশে আসিলেন । জতুগৃহ দাহ কালীন কুরু বংশীয়েরা অম্মত্বব করিয়া ছিলেন, পাণ্ডবেরা মরিয়াছেন, কিন্তু সয়স্বর কাণে অর্জুন ও ভীষ্মের বিক্রম দেখিয়া তাঁহাদিগের বিলক্ষণ বোধ হইল, পাণ্ডবেরা জীবিত আছেন, অতএব রাজ্যে আসিলে তাঁহার। পাণ্ডবদিগকে ও দ্রৌপদিকে অতি সমাদরে গ্রহণ করিলেন । যুধিষ্ঠির তদবধি কিয়ৎকাল অর্জু রাজ্য ইন্দ্রপন্থে রাজত্ব করিতে লাগিলেন । অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে যুধিষ্ঠির মহা সমারোহ পূর্বক রাজসূয় যজ্ঞ করিলেন, তাহাতে পাণ্ডবদিগের অপরিমিত শৌভাগ্য দেখিয়া দুর্যোধনের হিংসা জন্মিল, তিনি পাণ্ডবদিগের নাশার্থ ষড়যন্ত্র করিয়া পাশক ক্রীড়া পাণ্ডবদিগের নাশ সাধক স্থির করিলেন এবং কলে কোশলে যুধিষ্ঠিরকে পাশায় পরাস্ত করিয়া তাঁহার সমস্ত রাজ্য হস্তগত করণানন্তর সভা মধ্যে দ্রৌপদিব অপমান করিয়া পাণ্ডবদিগকে বনে পাঠাইলেন । পাণ্ডবেরা ইতস্তঃত বনে বনে দ্বাদশ বর্ষ কালযাপন করিয়া এক বৎসর বিরাট রাজ্যেশ্বরের

রাজবাটীতে কালহরণ করিলেন। বিরাট রাজের সহিত কুরুদিগের বিগ্রহ হয়, তাহাতে ভীমার্জুন কুরুদিগের সকলকে একে একে পরাজয় করেন। বিরাট রাজ্যে পাণ্ডবেরা অজ্ঞাতরূপে সাধুসর কাল বাস করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে দূত দ্বারা তাঁহাদিগকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে অবগতি করিলেন, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র অস্বীকৃত হইলে, তাঁহারা যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের নিদর্শক হইল, তথায় পাণ্ডব ও কুরু উভয়ে আপন আপন শিবির নির্মাণ পূর্বক যুদ্ধ সজ্জা করিতে লাগিলেন। কুরুদিগের একাদশ অকৌহিনী প্রস্তুত হইল, পাণ্ডবেরা সাত অকৌহিনী প্রস্তুত করিলেন*। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, ভগদত্ত, চুর্যোধনের প্রধান সহকারী হইলেন, এবং শল্য প্রভৃতি আত্মপুষ্কিক সেনানীর কর্ম সীকার করিলেন। পাণ্ডবদিগের পক্ষে ক্রপদ, ধৃষ্টদ্রুম ও কৃষ্ণ রহিলেন। প্রথমে ভীষ্ম কোরবদিগের সেনানী হইয়া যুদ্ধ করিলেন। অর্জুন তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম অসামান্য ধর্ম্মধর ছিলেন,—অর্জুন তাঁহাকে পরাজয় করিতে বিলক্ষণ উপায় করিলেন, সমুদয় নিষ্ফল হইল। অর্জুন অল্প অমনোযোগী হইলে, ভীষ্ম একবারে দশ সহস্র প্রাণী নাশ করিতে লাগিলেন, তাহাতে দশ দিনের মধ্যে পাণ্ডবদিগের এক লক্ষ সৈন্য ক্ষয় হইল। অর্জুন ভীষ্ম নাশে অসমর্থ হইয়া তাঁহার নিকটে স্বয়ং গিয়া তাঁহার পতন বান প্রার্থনা করিলেন। আমরা পূর্বেই কহিয়াছি, ভীষ্ম অমঙ্গল দর্শনে ধর্ম্মর্ষান ত্যাগ করিতেন, অর্জুন তাঁহার পতন বান প্রার্থনা করিলে, তিনি ক্রপদ পুত্র অমঙ্গলজনক শিখণ্ডীকে যুদ্ধ কালীন সম্মুখে রাখিতে বলিলেন। যুদ্ধ কালীন অর্জুন ভীষ্ম সম্মুখে শিখণ্ডীকে রাখিলে, তিনি ধর্ম্মর্ষান পরিত্যাগ করিলেন। অর্জুন এই সুসোপায়ে বান দ্বারা তাঁহাকে ভ্রমিস্যাৎ করিলেন।

ভীষ্মের পরে দ্রোণ কুরু সেনানী হইয়া অর্জুনের সহিত যোর যুদ্ধ করিলেন। অর্জুন তাঁহাকে কোন প্রকারে নষ্ট করিতে পারিলেন না। অনন্তর কৃষ্ণ চাতুরী করিয়া “দ্রোণ পুত্র অশ্বখামা মরি-

* এক অকৌহিনীতে “এক বিংশতি সহস্র, অষ্ট শত সশস্ত্রি রথ এবং ষ্ট্রিক দংখ্যক হস্তী থাকে। অপর তন্মধ্যস্থ পদাতির সংখ্যা এক লক্ষ নয় হাজার তিন শত পঞ্চাশ, আর তাহাতে পঁয়ষট্টি সহস্র, ছয় শত দশটী অশ্ব থাকে”।—দর্শনার্থ পূর্বচন্দ্র—২ সংখ্যা।

যাহেন" যোগের প্রত্যেকে প্রকাশ করিতে বলিলেন, কিন্তু অশ্বখামা
 যুদ্ধটির তাহাতে সম্মত হইলেন না। তৎকালে কুরুদিগের অশ্বখামা
 নামে এক করী মরিয়ান ছিল। কুরু যুদ্ধটিরকে "অশ্বখামা হতঃ গজ
 ইতি" কহিতে আদেশ করিলেন। যুদ্ধটির তদনুরূপ করিবাতে
 যোগ ভ্রম ক্রমে আশ্রয় পুত্রের মরণ-সংবাদ শ্রবণ করিয়া শোকে
 বিহ্বল হইলেন। এমত সময়ে ক্রপদ পুত্র ধৃষ্টদ্রুম খড়্গ দ্বারা
 তাঁহার শিরাজ্ছেদ করিলেন। তৎপরে কর্ণ কুরু পক্ষের সেনাপতি
 হইয়া অর্জুনের সহিত মহা যুদ্ধ করিলেন এবং অর্জুন হস্তে পতিত
 হইলেন। তদনন্তর শল্য ঔষধ্যাধক্ষ হইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত
 যুদ্ধ করেন এবং যুদ্ধটির দ্বারা সংহাবিত হইলেন। এ দিগে ভীম
 কুরুকুল, কুরু ঔষধ্যাধক্ষ করেন। দুর্যোধনাদি শত জাতা তাঁহার
 চন্দ্র নিপাতিত করেন। এ যুদ্ধে পাণ্ডবদিগের পক্ষে অভিমত্যা, ক্র-
 পদ ধৃষ্টদ্রুম, শিখণ্ড্যাদির নাশ হয়। আশ্রয় পুত্রেরই বলিয়াছি, হিন্দু
 ঔষধ্যাধক্ষ। ঔষধ্যাধক্ষদিগের ন্যায় বাহ রচনা, করিতে পাবিত, অর্জুন
 পুত্র অভিমত্যা এই ব্যাহে প্রবেশ করিয়া আশ্রয় প্রাণ নাশ করিয়াছি-
 সেন। অভিমত্যাঙ্কে যোগ, কর্ণ, প্রভৃতি সপ্ত মহা বীর বেটন করিয়া
 নদী কানন। যুদ্ধ শেষ হইলে অশ্বখামা পাণ্ডবদিগের শিবিরে প্র-
 বেশ করিয়া ক্রোপদির পঞ্চ পুত্রক পঞ্চ পাণ্ডব জনে চর্চন করেন,
 তাহাতে অর্জুন কুপিত হইয়া তাঁহার শীরাগ্র ভাগ ছেদন করিলেন।
 কুরুকুল যুদ্ধে অষ্টাদশ অক্ষৌহিনীর মধ্যে কেবল নয় ব্যক্তি জীবিত
 হইল, পঞ্চ পাণ্ডব, সাত্যকি, অশ্বখামা, কৃপাচার্য্য, কৃতবর্মা, ইত্যাদি।
 ঔষধ্যাধক্ষ অষ্টাদশ অক্ষৌহিনীর মধ্যে দুর্যোধনেব ১০০৮৫০ পদাতিক,
 ৭২০১০ তুরগ, ২৫০৫৭০ রথ, এবং ২৫০৫৭০ হস্তী ছিল। ৭৬৫৪৫০
 পদাতিক, ৪৫৯০৭০ তুরগ, ১৫৩০৯০ রথ, এবং ১৫৩০৯০ হস্তী, যুদ্ধটি-
 রের সপ্ত অক্ষৌহিনীর সংখ্যা। কিন্তু এতাদৃশী অগণনীয় ব্যক্তির
 মধ্যে কয়েক ব্যক্তি মাত্র পরিত্রাণ পায়। কি আশ্চর্য্য! মনুষ্যদিগের
 কি অবিবেকতা! কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অষ্টাদশ দিবস মাত্র হয়, কি আ-
 শ্চর্য্য এত অল্প দিনের মধ্যে এত লোক কাল হস্তে পতিত হয়! সে যাহা
 হউক, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে যুদ্ধটির সমস্ত রাজ্য প্রাপ্ত
 হইলেন, কিন্তু তাঁহাকে অধিক কাল রাজ্য ভোগ করিতে হইল না,
 তিনি জ্ঞাতি, বন্ধু, পরিজনের মরণে শোকাকুল হইলেন, এবং সেই
 স্মরণ কৃষ্ণের মৃত্যুতে তাঁহার শোক অগুণের ন্যায় প্রকল্পিত হইল।
 বৃষ্টি, অথবা যদুবংশ আশ্রয় বিচ্ছেদে সমূলে নির্মূল হইলে যুদ্ধটির

সংবাদ পাইয়া চারি ভ্রাতা ও দ্রৌপদি-সহ রাজ্য পরিত্যাগ পূর্বক 'মহা-
 প্রস্থান' করিলেন, অর্থাৎ তাঁহারা সংসার পরিত্যাগ পূর্বক ব্রহ্মচারী-
 দিগের সচ্ছন্দ পাত্ৰিক কার্যে নিরত হইয়া হিমালয় শৃঙ্গাভিমুখে
 চলিলেন। ব্যাস কহিয়াছেন, যুধিষ্ঠির নিজ পুণ্যবলে সশরীরে
 স্বর্গারোহণ করেন। তিনি কাল করতলে পতিত হইউন, সম্যাস-আশ্রম
 গ্রহণ করুণ, আমরা এতদ্বিষয় যিমাংসা করিতে সমর্থ নাই। যুধিষ্ঠির
 আশ্চর্য্যরূপে ধর্ম্মশীল ছিলেন, ব্যাস তাঁহার চরিত্র উপযুক্ত বর্ণন
 করিয়াছেন; কিন্তু যুধিষ্ঠির যেরূপ স্নিগ্ধ ছিলেন তদ্রূপ হওয়া অসমীচ
 কঠিনকর। ব্যাস পুত্র শুকদেবের চরিত্র অসম্ভব বোধ হয়, শুকদেব
 ভূমিষ্ঠ না হইতেই সংসারে তাঁহার বিরক্তি জন্মিল, ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র
 (অর্থাৎ বাল্যকালেই) তিনি মায়ী মোহ পরাজয় করিয়া পরব্রহ্মে
 মন সংলগ্ন করিলেন। তাঁহার চরিত্রের দ্বারা বিশেষ প্রতীয়মান
 হয়, তিনি প্রকৃত ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি সনাতন ধর্ম্ম বিশুদ্ধ হৃদয়-
 জম করিয়াছিলেন, এবং ষড় ঋষু পরাজয় করিয়া ইন্দ্রিয় সমস্তকে কুপথে
 ধাবমান হইতে নিবারণ করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্ম বিষয়ক চরিত্র
 সামান্য নহে। তাঁহার চরিত্র যদিও অসম্ভব অমূল্য হয়, তথাপি যিশু-
 খ্রীষ্টের ন্যায় অসম্ভব নয়। খ্রীষ্টানেরা দূরে থাকুক অশ্বদেশীয়
 নব্য দলমণ্ডলি সমাহসে কহেন, খ্রীষ্টের চরিত্রের ন্যায় সাধু চরিত্র
 কোন ধর্ম্মে পরিদৃষ্ট হয় না, বাইবেলের ন্যায় নীতি শাস্ত্র নাই।
 অজ্ঞানেরা শুকদেব ও যুধিষ্ঠিরের চরিত্র পর্যালোচনা করুক, তখন
 বলুক, ভারতবর্ষের কবিগণ সচ্ছরিত্র বর্ণন করিতে পারেন নাই, অথবা
 খ্রীষ্টের চরিত্রের ন্যায় সাধু চরিত্র কোন ধর্ম্মে পরিদৃষ্ট হয় না। অজ্ঞা-
 নেরা সংস্কৃত ভাষার সমস্ত নীতি শাস্ত্র পাঠ করুক, তখন দেখিবে বাই-
 বেলের ন্যায় নীতি শাস্ত্র আছে কি না। যদিও আমরা দিগের সংস্কৃত
 নীতিশাস্ত্র পৌত্তলিক ধর্ম্মে মিশ্রিত আছে, যদিও যুধিষ্ঠিরের সঙ্গীারে
 স্বর্গারোহণ, তাঁহার চারি ভ্রাতার মরণ ও পুনঃ জীবন প্রাপ্তি, তাঁহার
 প্রতি ধর্ম্মের চারি প্রশ্ন, কল্পিত গল্প স্বরূপ বোধ হয়, তথাপি খ্রীষ্টের
 চরিত্রে, তদপেক্ষা সহস্রাধিক কল্পিত গল্প পাওয়া যায়। মায়াকারের
 মায়াবিদ্যা স্বরূপ তাঁহার অলৌকিক কার্য্য, তাঁহার ভবিষ্যৎ বচন,
 তাঁহার মরণান্তে নবম দিবসে পুনরুত্থান কোন্ বুদ্ধিমান বিশ্বাস
 করিবেন? মনুষ্য কি নিমিত্ত খ্রীষ্টকে দেব বলিয়া মানিবে? শুকদেব ও
 যুধিষ্ঠির কি অপরাধ করিয়াছেন, যে তাঁহারা পাপাত্মা মনুষ্যের মধ্যে
 গণ্য হইবেন? যদি বল খ্রীষ্ট অতি ধার্ম্মিক মনুষ্য ছিলেন, তিনি ষড় ঋষু

অধীন করিয়াছিলেন। শুকদেব তাহাতে অপটু কই? কিন্তু শুকদেবের বিশেষ ধর্ম ছিল, তিনি আপনাকে দেব-স্বরূপ জ্ঞান করিতেন না, আমি ভবিষ্যৎবক্তা তাহাও বলিতেন না, বাক্য, অথবা যাত্রে হস্ত-র্পণ দ্বারা তাহার অযুক্তনীয় রোগ উপশম করেন নাই। গ্রীষ্মের সে ধর্ম কোথায়? গ্রীষ্ম ঋতু কপু সম্পূর্ণ অধীন করিতে পারেন নাই, উক্ত রূপ আচরণে প্রতীত হইল। যে ব্যক্তি ভবিষ্যৎ বচন বলিত, আপনাকে ভবিষ্যৎবক্তা জ্ঞান করিত, তাহার নিরোধতা, তাহার গর্বতা কি লুপ্ত হইয়াছে? ঈশ্বর যদি তোমাকে সৃষ্টি করিলেন, তবে তুমি ঈশ্বরকে সর্বাধিক প্রার্থনা করিবে। তাহাকে সর্বাধিক অধিক অর্চনা কি নিমিত্তই বা না কর? কেমন হিন্দু জাতি 'ছুট্' এখন হিন্দু জাতীয়ের গৌরব দেখ! অন্য কথায় আবশ্যিক নাই। শুকদেব ও যুধিষ্ঠির যে তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন তাহার সন্দেহ কি? তবে যে সশরীরে যুধিষ্ঠিরের স্বর্ণারোহণ এবং তাহার সময়ে যে অবৈধ ধর্মের আচার দেখা যায় তাহা কেবল স্বভাবের গুণে হইয়াছে। ব্যাস মূলে মূলে আপনার সমকালীক মনুষ্যদিগের চরিত্রায়ুযায়িক যুধিষ্ঠিরের অবৈধ ধর্ম প্রকাশ করিয়াছেন। *যুধিষ্ঠির পৌত্তলিক ছিলেন না, তাহার রাজত্ব কালীন পৌত্তলিক ধর্ম প্রকাশ ছিল না, বরঞ্চ রামচন্দ্রের রাজত্ব কালীন পৌত্তলিক ধর্ম প্রকাশমান দেখা যায়। রাবণের সহিত যখন যুদ্ধ হইয়াছিল, রামচন্দ্র তৎকালে দুর্গার প্রতিমা পূজা করিয়া ছিলেন। রাবণও করিয়াছিল। বর্তমানে হিন্দুরা রামকে ও কৃষ্ণকে দেব জ্ঞানে অর্চনা করে। যুধিষ্ঠির তদ্রূপ করেন নাই। বরঞ্চ মূলে মূলে একপ লিখিত আছে, যে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করিয়াছেন, অর্চনাও করিয়াছিলেন। আমরা এক সময়ে কহিয়াছি যে, বীরেরা মরণান্তে দেব স্বরূপ হইত এবং ব্যক্তির তাহাদিগকে পূজা করিত, তাহা এমুলে প্রমাণ হইল। কিন্তু যুধিষ্ঠির অতিরিক্ত ধর্ম বশতঃ রাজার পক্ষে অমুপযুক্ত হইয়াছিলেন। গ্রীষ্ম দেশীয় বিচারপতি ড্রেকো অশং ছিলেন না, যে সময়ে তিনি গ্রীষ্মের ব্যবস্থাপক ছিলেন তৎকালে কেহই তাহার ন্যায় ধার্মিক ছিল না, কিন্তু তিনি ধর্মের প্রমত্ত হইয়া অতি অমুপযুক্ত ও কঠিন ব্যবস্থা প্রস্তত করেন, এবং দেশের সুখ সাধন না করিয়া দুঃখানল বৃদ্ধি করেন। যুধিষ্ঠির যে তদ্রূপ ছিলেন তাহা আমরা কি প্রকারে বলিব, যাবৎ হিন্দু ভূগালদিগের মধ্যে তিনি সূন্যমতে রাজ্য শাসন করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কার্য বিশেষ অমুমান হয়, তিনি রাজ্য শাসনে সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন না।

যখন হুঃশানন দ্রৌপদিকে সভা মধ্যে উল্লঙ্ঘন করিল, তদ্বশে তিনি হুঃশাকে প্রতিকূল দিতে অপারগ হইলেন । যখন ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে জুতুগৃহে পাঠাইলেন, তৎকালে তিনি ঐ গৃহ হইতে পরিত্যক্ত পাইয়া দ্বাদশ বর্ষ বন-পরিভ্রমণ করিলেন । তিনি তৎকালে কি নিমিত্ত রাজ্যে প্রত্যাগমন না করিলেন? কি নিমিত্ত রাজ্য উদ্ধারে সযত্নবান না হইলেন? যখন কাঁচক, বিরাট রাজ্যের বাটীতে দ্রৌপদীর প্রতি যৎপরোনাস্তি অন্ত্যায় আচরণ করে, তৎকালে ভীমকে হুঃ দমনার্থ কি হেতু ইচ্ছিত না করিলেন? এরূপ কঠিন ধর্মাচরণে কোন ব্যক্তি রাজ্যের পক্ষে উপযুক্ত হইতে পারেন না । পরন্তু রাজ্য পশ্চাতে রাখিয়া যদি এক সামান্য ব্যক্তির ধর্ম গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে যুধিষ্ঠিরের অসামান্য সহিষ্ণুতা প্রকাশ হইবে । খ্রীষ্ট মানবের হিতার্থ আত্ম দেহ নাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু পাঠকেরা জানিবেন, তাঁহাকে অপারগে দেহ নাশ করিতে হইয়াছিল । তাঁহার কোন ক্ষমতা ছিল না, একারণ তিনি অন্তের হস্তে জীবন সমর্পণে বাধ্য হইয়াছিলেন, নতুবা তাহা স্বেচ্ছামত নয় । যুধিষ্ঠিরের এরূপ সহিষ্ণুতা যে, তিনি জাতি মান, পরিবারের মান, নাশ করিয়াছেন, পাশক ক্রীড়া করিলে রাজ্য হারাবেন জানিয়াও শ্রেষ্ঠ জনের আক্রা উল্লংঘনে অসমর্থ হইয়া আত্ম ক্ষতি স্বীকারে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন । দুর্ঘোষণন তাঁহার কি না অনিষ্ট করিয়াছেন এবং তিনি অবলৌলিক্রমে কি না সহিয়াছেন*? যুধিষ্ঠিরের ঐ প্রকার সহিষ্ণুতা ছিল । এলফনিটন প্রভৃতি কতকগুলি ইতিহাসবেত্তা ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দ (১৭০০ কল্যাঙ্গ) যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব কাল নিরূপণ করেন । তাঁহারা আরো কহেন, রানায়ণের যুদ্ধাপেক্ষা ভারত যুদ্ধ অনেক সত্ত্বব যোগ্য । কলে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বিশ্বাস-যোগ্য বটে; এতদ্বিষয়ে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় এবং ভারতবর্ষের স্থলে স্থলে ইহার অনেক চিহ্ন দেখা যায় । যুধিষ্ঠির যে ভারতবর্ষের যথার্থ রাজা ছিলেন তাহার সম্পূর্ণ প্রমাণ আছে । এক প্রধান প্রমাণ এই, যে তাঁহার দ্বারা বিখ্যাত অক্ষ নিদ্রুট হয়, অতএব ব্যাসের কাব্য, অথবা কাব্য সম্বলিত ইতিহাস বাহ্ম্যিকির কাব্যাপেক্ষা অধিকাংশে সত্য । মহাভারত অতি চমৎকাররূপে লিখিত হইয়াছে, ইহাতে অনির্কচনীয় বুদ্ধি কৌশল প্রকাশ পাইয়াছে । আরব্য উপন্যাসের সমস্ত উপন্যাস যেমত এক সূত্র হইতে অল্পক্রমে উৎপন্ন হই-

* খ্রীশ দেশীয় মহা পণ্ডিত সক্রোভিকের চরিত্র অজমীড়ের ন্যায় অপরণ ।

স্বাভাবিক, মহাভারতের তাবৎ ঘটনা, ইতিহাস, যুদ্ধাদি, তরুণ এক সূত্র হইতে সমুদ্রুত পরিদৃষ্ট হয়। মহাভারতের অপর ত্রক বিশেষ গুণ এই যে সমস্ত গ্রন্থ ও সহস্র সহস্র ঘটনা কেবল দুই ব্যক্তির দ্বারায় সমাপ্ত হইয়াছে;—জনমেজয় প্রশ্ন করিতেছেন এবং বৈসম্পায়ণ তাহার উত্তর দিতেছেন। মহাভারতের সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে আশ্রমস্থানে স্থান পাঠ করি না, অভ্যন্তর ব্যতীত প্রায় সমস্ত স্থলেই দেখিব, জনমেজয় ও বৈসম্পায়ণে বাদায়ুবাদ হইতেছে। আরব্য উপন্যাস এই বিষয়ে তাদৃশী কৌশলবদ্ধ হয় নাই। আমরা এই গ্রন্থের কিয়ৎ উপন্যাসে বক্তা সিতরজদকে দেখিতে পাই এবং গ্রন্থের অবসানে এক বার তাঁহাকে দৃষ্টি গোচর করি, নতুবা অন্য সমস্ত স্থলে কে বক্তা, কে শ্রোতা, আমরা নির্ধারণ করিতে হতঃবুদ্ধি হই। সে যাহা হউক, দুই গ্রন্থই শৃঙ্খলারূপে অলঙ্কৃত; কিন্তু আরব্য উপন্যাস কেবল এক বিষয়ই, অর্থাৎ মনোরমা উপন্যাস বিষয়েই উল্লীর্ণ হইয়াছে, মহাভারতের আরো প্রশংসা এই, যে ইহাতে তাবৎ বিষয়ই, কি প্রেম রস, কি প্রণয় রস, কি নীতি রস, কি বিগ্রহের রক্তিম রস, সকলই পায়। মহাভারতের নানা ঘটনা সন্দর্শনে, বোধ হয়, মহাভারত সূত্র ব্যাসের দ্বারা লিখিত হয় নাই, অনেক বৃধগণ উক্ত গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ব্যাস তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান হইয়া তাঁহাদিগের হইতে সাহায্য পাইয়াছেন। অনেক ব্যক্তি মহাভারত রচনা করিলে সূত্র ব্যাসের নাম কি নিমিত্ত জাজ্ঞ্যমান হইল? অপর সমস্তের নাম লুপ্ত হইলই বা কেন? ইহার কারণ এই, যে ব্যাস তাঁহাদিগের সকলের মধ্যে প্রধান ছিলেন এবং অসীম জ্ঞানসম্পন্ন প্রযুক্ত সকলের নাম আপনার নামের দ্বারা পরিষ্কার করিয়াছেন। পরন্তু ব্যাস মহা কাব্য মহাভারত যদি একক রচনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে স্থিরীকৃত হইবে, তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান, বহুদর্শী ও বিচক্ষণ ভূমণ্ডলে জন্ম পরিগ্রহ করেন নাই। মহাভারতে শঠ, অশঠ, ধার্মিক, অধার্মিক, বুদ্ধিমান, নিবুদ্ধি; সকল প্রকার চরিত্র পাওয়া যায়। বিশেষতঃ কাব্যের প্রধান ব্যক্তিদিগের চরিত্র অতি মনোহর। যুধিষ্ঠিরাদির দুঃখ রামচন্দ্রের দুঃখাপেক্ষা সুন্দর বর্ণন হইয়াছে। অর্জুনের ধীশক্তি, ও ধনুর্ধরজ, রামের অপেক্ষা সুন্দর। যদিও কুব্জকর্ণের শরীর ভীষণ, তথাপি তাহার বীরত্ব উদলুভায়িক প্রকাশ হয় নাই। ভীমের বীরত্ব উপযুক্ত হইয়াছে। বরুণ বাম্বীকি রাবণের বীরত্ব চারু বর্ণন করিয়াছেন। দ্রৌপদির চরিত্র যদিও উল্লেখ, তথাপি নীতার চরিত্র তাঁহার অপেক্ষা সরল।

সরলতা বোধগণের অলঙ্কার । স্থলে স্থলে দ্রৌপদীর অহঙ্কার দেখা যায় । দ্রৌপদি হরণার্থ জয়দ্রথকে প্রেরণ, দুর্যোধনের এই কদাচার এবং দ্রৌপদীর প্রতি দুঃশাসনের অসৎ ব্যবহার, সীতার প্রতি রাবণের অসদাচার অপেক্ষা গুরুতর । রাবণ সীতাকে যদিও হরণ করিয়া তাঁহাকে নানা যন্ত্রণা দিয়াছিল, তথাপি সে তৎ গাত্র স্পর্শ করে নাই এবং সীতার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না । কিন্তু দুর্যোধন, দুঃশাসন ও জয়দ্রথ, আত্ম জন হইয়া দ্রৌপদীর প্রতি কদাচার করিবারে তাহাদিগের অসদাচার গুরুতর প্রকাশ হইয়াছে । গান্ধারীর সতীত্ব চমৎকার । ব্যাস, ভিন্ন প্রকার চরিত্র এবং প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন । অনেকেই কহেন, ব্যাস যুধিষ্ঠিরের সমকালবর্তী; ইহা স্থির করা কিঞ্চিৎ কঠিন বোধ হয়, কারণ মর্হর্ষি বিশ্বামিত্র যোগবাশিষ্ঠে রামচন্দ্রের নিকটে যৎকালে ব্যাস পুত্র শূকের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তৎকালে, বিশেষ প্রতীত হইতেছে, ব্যাস যুধিষ্ঠিরের সমকালবর্তী না হইয়া রামের সমকালবর্তী ছিলেন, তাহা না হইলে যোগবাশিষ্ঠে কদাচ একরূপ লিখিত হইত না । অপর, ইহার এক প্রতিবন্ধক এই, যে ব্যাস যদি যুধিষ্ঠিরের সমকালবর্তী না হইলেন, তবে তিনি কুরুক্ষেত্রের রণ কি প্রকারে বর্ণন করিতে পারিলেন । এতদ্বারা ব্যাসের অবস্থানের কাল স্থির করা কঠিন হইয়াছে । ইহার দুই মিম্যাংসা পাঠকবর্গের গোচর্য্য প্রদর্শন করিতেছি; এক মিম্যাংসা এই, যে ভারতবর্ষে দুই ব্যাস ছিলেন, এক ব্যক্তি রামচন্দ্রের সমকালবর্তী, অপর ব্যক্তি যুধিষ্ঠিরের সমকালবর্তী । কিন্তু এক রূপ নাম হওয়াতে দুই ভিন্ন ব্যক্তি একত্রিত হইয়াছেন । অপর মিম্যাংসা এই, যে রামচন্দ্র যুধিষ্ঠিরের অধিক কাল পূর্বে রাজত্ব করেন নাই, ব্যাস তাঁহার রাজত্ব কালীন অবস্থিত থাকিবেন, এবং রামের কিয়ৎকাল পরে যুধিষ্ঠির রাজা হইবারে তিনি তাঁহার সমকালীন হইয়া ছিলেন । ব্যাস দীর্ঘায়ু হইবেন সন্দেহ নাই, এবং পূর্বকালের মনুষ্যেরা প্রায় সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিত আমরা কহিয়াছি, অতএব উভয়ের সমকালবর্তী হইবেন আশ্চর্য্য কি? আমরা এ স্থলে চন্দ্রবংশের প্রধান শাখার বৃত্তান্ত শেষ করি । যুধিষ্ঠির মহা প্রস্থান কালীন অর্জুন পৌত্র পরিক্রিতকে রাজ্যার্পণ করেন । পরিক্রিত কিয়ৎকাল উৎকৃষ্টরূপে রাজ্য শাসন করিলেন, কিন্তু দৈবায়ৎ সর্প দংশনে তাঁহার জ্ঞান নাশ হইল । পরিক্রিতের পুত্র জনমেজয় পরিক্রিতের উত্তরাধিকারী হইলেন ।

জনমেজয়ের দুই পুত্র হয়, শতানীক ও শঙ্কু, ইহারা অল্পক্ৰমে ইন্দ্র-প্রস্থের রাজা হইলেন । শতানীকের মেঘদত্ত নামে পুত্র হয় ।

কিন্তু জনমেজয়ের পরে পাণ্ডুবংশে কেহ বিখ্যাত নরপতি হইলেন নাই । কিয়ৎকাল অন্তরে চন্দ্রবংশে পুরু নামা এক রাজা হস্তিনার অনন্তী পশ্চিমস্থ পাঞ্চাল রাজ্য শাসন করেন । ইংলণ্ডীয় ইতি-হাস্যবেত্তারা তাঁহাকে “পোরস” বলিয়া উল্লেখ করেন, তাঁহারা আরো কহে যে, তিনি পাণ্ডুদিগের এক উত্তরাধিকারী ছিলেন । তাহা যে রূপ হউক, পুরু তৎকালে ভারতবর্ষের মধ্যে মহা বিক্রমশালী নরপতি ছিলেন, সন্দেহ নাই । এই পুরু জগদ্বিখ্যাত যোদ্ধা আলেকজান্ডারের সহিত সম্বন্ধ করেন, অতএব তাঁহার কিরূপ অসাধারণ শূরত্ব ছিল সকলেই অনুভব করিতে পারেন । ২৭৭৩ কল্যাকে (৩২৭ খ্রীষ্টাব্দ) আলেকজান্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ পূর্বক সিন্ধু নদীতে উত্তীর্ণ হইলে, পুরু তাঁহার মহৎ প্রতিবন্ধক হইলেন । তিনি আলেকজান্ডারকে দেশ প্রবেশ হইতে নিবারণার্থ সিন্ধু নদী কুলে আপন সৈন্য দল স্থাপন করিলেন । তাহাতে আলেকজান্ডার পথ না পাইয়া অন্য দিক দিয়া প্রবেশেচ্ছক হইয়া এই যুক্তি স্থির করিলেন—তিনি খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধ করিব প্রচার করিলেন, এবং শত্রুদিগের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য নিজ সৈন্যদিগকে কোলাহল করিতে ও অস্ত্র শস্ত্রে প্রস্তুত হইতে কহিলেন । ঈদৃশী আদেশে তাঁহার তদগ্ৰে যুদ্ধ করিবার কোন অভিলাষ ছিল না । তবে তিনি কি নিমিত্ত এমত আদেশ করিয়াছিলেন । তাঁহার এই অভিপ্রায় ছিল, যে সৈন্যদিগকে প্রত্যহ উক্তরূপ আচরণ করিতে বলিলে শত্রুরা যুদ্ধার্থ অবশ্য অগ্রসর হইবে, কিন্তু তিনি তাহাদিগের সহিত পুংন পুংন যুদ্ধ না করিলে তাহারা আর সতর্ক থাকিবে না, অপিচ তাহাদিগের বিশ্বাস জন্মিবে যে, বিপক্ষেরা যুদ্ধ করিবে না? এ যুক্তি কল্পিত হইয়াছিল । আলেকজান্ডারের সৈন্যেরা স্তম্ভিত হইয়া কেবল কোলাহল করিলে, পুরু সৈন্যেরা অন্তরান করিল, বিপক্ষেরা যুদ্ধে পরাঞ্জিত হইয়াছে, অতএব তাহারা সতর্ক রহিল না । এদিকে আলেকজান্ডার তাহাদিগকে অসাবধানী দেখিয়া অর্দ্ধ সৈন্য ক্রেটিরস নামা সৈন্যাধক্ষের নিকটে রাখিয়া অবশিষ্ট সৈন্য সমভিব্যাহারে অনন্তী দ্বরস্থ এক দ্বীপে উত্তীর্ণ হইলেন । ভারতীয় নৃপতি তাহার সংবাদ পাইয়া তদীয় পুত্রকে যুদ্ধার্থ পাঠাইলেন । উভয় পক্ষে বিজয়তীয় সংগ্রাম হইল এবং পুরুর পুত্র যুদ্ধে হত হইবাতে ভারতবর্ষীয়েরা পরাজিত হইলেন । পুরু এই দুর্ঘটনা কর্ণগোচর

করিয়া রাজ্য রক্ষার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অশ্ব, গজ, রথী, পদাতিক শৃঙ্খলারূপে উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করিলেন। তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে পুরু বলপূর্বক সবেগে আক্রমণে নিযুক্ত হইলেন। দীর্ঘ কাল সময় হইল, দীর্ঘ কাল কেহ কাহাকে পরাজয় করিতে পারিলেন না।

অনন্তর স্বপক্ষ সৈন্য, বলপূর্বক আক্রমণ করিবারে পুরু পরাজিত হইলেন। আলেকজান্দ্র বিজয়ী হইয়া দূত দ্বারা পুরুকে অধীন হইতে বলিলেন। পুরু আপনাকে অক্ষম জানিয়া এবং যুদ্ধে কত বিকৃত প্রযুক্ত পরিভাপিত হওয়াতে সীকৃত হইলেন। আলেকজান্দ্রের সমীপে তাঁহাকে উপস্থিত করিলে আলেকজান্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তিনি কি রূপ ব্যবহৃত হইতে বাঞ্ছা করেন?' পুরু অলৌকিক সাহস অবলম্বন পূর্বক উত্তর দিলেন, "নৃপতির ন্যায়।" তিনি অল্প কিছু প্রার্থনা করেন পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করান্তে—ঐ শব্দেতে সকলই আছে, পুরু এই প্রত্যুত্তর করিলেন। আলেকজান্দ্র পুরুকে আশ্রয় মদনশী সাহসী দেখিয়া তাঁহার রাজ্য তাঁহাকে অর্পণ করিলেন, এবং ঐ রাজ্য বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। তৎকালে ভারতবর্ষীয়েরা এতদুপকার শৌর্য্যসম্পন্ন ছিল। পরন্তু হে বিশ্বপতে! সেই পুরু কি পুনঃ ভারত ভূমে জন্ম পরিগ্রহ করিবেন? আর কি তিনি পৃথ্বীজয়ী আলেকজান্দ্রকে নিঃশঙ্কায় আক্রমণ করিবেন?

আলেকজান্দ্র জয়ী হইয়া হৈমপেসিস নদী তীরে উত্তীর্ণ হইলেন। এই স্থলে তাঁহার সৈন্যেরা অসন্তুষ্ট হইয়া বিদ্রোহী হইল এবং আর অধিক গমন করিতে অসম্মতি প্রদান করিল। আলেকজান্দ্র উপায় বিনা তাহাদিগের মতের বশবর্তী হইলেন এবং হৈমপেসিস নদীতে আসিলেন। তথায় বহু বৃহৎ কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে গমনাশয়ে জাহাজ প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন। এই স্থলে মুলতান দেশীয়দিগের সহিত তাঁহার সংগ্রাম হইল। মুলতান দেশীয়েরা দুর্বলী ছিল না, তাহারা সবলে রণে প্রবর্ত হইল।

অবশেষে আলেকজান্দ্র তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া বেবিলন রাজ্যে গমন করেন। ৩২৩ খ্রীষ্টাব্দে তথায় তাঁহার প্রাণ ত্যাগ হয়। আলেকজান্দ্র এক বিখ্যাত যোদ্ধা, বিখ্যাত রাজা, বিখ্যাত পৃথিবীজয়ী ছিলেন। তিনি অত্যাচারী ছিলেন না এমন নহে, তাঁহার দ্বারায় অনেক প্রদেশ অসীম লোক ধ্বংস হইয়াছিল। পরন্তু তাঁহার দ্বারায় অনেক প্রদেশ ও অসীম লোক শ্রীনস্ত ও ভাগ্যবন্ত হয়। তদীয় দ্বারা অনেক নব

রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। কৃষী কর্ম, বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্তু তিনি সমধিক উৎসাহী ছিলেন। গ্রীষ্ম ও ভারতবর্ষ, এতদুভয় প্রদেশে বাণিজ্য সহকারে সংযোগ এবং উভয় দেশীয়দিগের পরস্পর অপর দেশে গমনাগমনের উপায় করিতে তিনি বিবিধ চেষ্টা ও যত্ন করিয়া ছিলেন। আলেকজান্দ্র হিন্দুস্থান হইতে প্রস্থান করিবার অগ্রে নিয়ারকস নামক প্রিয় সেনানীকে সিন্ধু নদীর অন্তর্ভাগ হইতে পারস্য অধাত পর্য্যন্ত জাহাজে করিয়া অন্তঃস্থান করিতে পাঠাইয়া ছিলেন। এই অন্তঃস্থানের হেতু সিন্ধু বাণিজ্য বৃদ্ধি করণ। তিনি অর্ণবপোত অবলম্বন পূর্বক সামুদ্রিক গমনাগমন বিধি প্রচলিত করিবার নিমিত্ত স্থানে, বিশেষতঃ সিন্ধু নদীর নিকটস্থ স্থানে জাহাজীয় অড্ডা নিদৃষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি নাবিক বিদ্যা উন্নতি করণ হেতু সাতিশয় প্রযত্ন প্রকাশ করিতেন। এতদ্বারা প্রমাণ্য হইল, তাঁহার চরিত্র দোষ গুণে সমভাবে মিশ্রিত ছিল।

এস্থলে চন্দ্রবংশ পুর হইতে শেষ হইল। চন্দ্রবংশ লুপ্ত হইলে হস্তিনার রাজ্য ধ্বংস হইল, কিন্তু তথাপি ভারত রাজ্য মগধ দেশে বৃদ্ধিশীল হইতে লাগিল।

বাহুদ্রথবংশ।

বাহুদ্রথ বংশ মগধেশ্বর বৃহদ্রথ হইতে উৎপন্ন হয়। মহারাজ জরাসন্ধ তাঁহার তনয়। জরাসন্ধ যুধিষ্ঠিরের সমকালবর্তী ছিলেন। ভারতবর্ষে তৎকালে তৎ তুল্য বীর্যবান নরপতি প্রায় ছিল না। তিনি নিজ বাহু বলে প্রায় সমস্ত নৃপচয়কে অধীন করিয়াছিলেন। জরাসন্ধের কিয়ৎ পরে নন্দ নামে এক নরপাল হইলেন। তিনি শূদ্রাণী গর্ভজাত ছিলেন, কিন্তু তদর্থ সিংহাসন গ্রহণে ও রাজ্য শাসনে পরাভুগ্ন হন নাই। অসীম প্রতাপ হেতু তাঁহার সমকালজ ভারতবর্ষীয় রাজারা তাঁহাকে সমধিক মান্য করিতেন। যে সময়ে আলেকজান্দ্র পুরুকে পরাজয় করেন তৎকালে নন্দ ২০০০০ অশ্ব ২০০০০০ পদাতিক লইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। পরন্তু আলেকজান্দ্রের সৈন্যের মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইবাতে আলেকজান্দ্র ভারতবর্ষ পরিহার করণে বাধ্য হইলে, নন্দের সহিত যুদ্ধের প্রত্যাশা রহিল না। এতদ্বারায় সম্পূর্ণ অন্তর্ভূত হইতেছে, নন্দ বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন। নন্দ কিয়ৎকাল সুখেদর্শ্য সম্ভোগ করিয়া ২৭৭২ কল্যাণে প্রাণ ত্যাগ করেন। নন্দের নবম পুত্র ছিল, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ বিষসার নরপাল হইলেন। চন্দ্রগুপ্ত বিষসারের বৈমাত্রেয় ভাতা ছিলেন। বিষসার তাঁহাকে কোন রাজ্যের অধিকার দিলেন না এবং

অপর সপ্ত ভ্রাতৃগণ সহ পিতৃ রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন,* অপর চন্দ্রগুপ্তকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া সম্বুৎ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে অসম্মত হইলে ঐশ্বসার তাঁহাকে নষ্ট করিতে উদ্যত হন, তাহাতে চন্দ্রগুপ্ত সশংক হইয়া পঞ্চালে পলায়ন করেন।

আলেকজান্দ্র ঐ সময়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত ভ্রাতৃ বিপক্ষে তন্নিকটে সাহাব্যের প্রত্যাশায় আবেদন করেন, কিন্তু আলেকজান্দ্র তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য করিলেন না।

চন্দ্রগুপ্ত তৎপরে হিমালয় পার্বত্য পাক্ষিক নরপতির সহিত সন্ধি করিয়া তৎ সমভিব্যাহারে ভ্রাতৃ সহ যুদ্ধার্থে মগধে উপস্থিত হইলেন, এবং নিজ বাহু বলে ও চাণক্য নামক রাজ পণ্ডিতের সহায়তায় ভ্রাতৃ-স্বকে নষ্ট করাইয়া ২৭৭৫ কল্যাঙ্কে রাজ্য উদ্ধারান্তর পাটলিপুত্র নগরে রাজপাট স্থাপন করিলেন।

ঐ সময়ে সিলুকস নামক আলেকজান্দ্রের এক সৈন্যাধ্যক্ষ চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য আক্রমণ করেন। আলেকজান্দ্রের পরলোক প্রাপ্তি হইলে তাঁহার সমস্ত রাজ্য তাঁহার সেনাপতিদিগের মধ্যে বিভাগ হয়, উন্মধ্যে সিলুকস সিরিয়া রাজ্য প্রাপ্ত হন, এবং ঐ রাজ্য অধিকরণ কালে ভারতবর্ষে আগমন করেন। কিন্তু সিলুকস ভারতবর্ষ অধীন করিতে পারেন নাই। কথিত হইয়াছে যে, তিনি চন্দ্রগুপ্ত নৃপতির সহিত সন্ধি করিয়া তাঁহাকে আপন তনয়া সম্পাদান করেন এবং ৫০০ করী বিনিময়ে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন। তদবধি দীর্ঘকাল সিলুকসের বংশের সঙ্গে মৌরী বংশের সখ্য নিবন্ধিত থাকে। চন্দ্রগুপ্ত চতুর্বিংশতি বর্ষ নিরীক্ণে রাজ্য সম্পদ সম্ভোগ করিয়া ২৮০৮ কল্যাঙ্কো প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র বিন্দুসার রাজ্যেশ্বর হন, কিন্তু আমরা তদীয় ইতিহাস জ্ঞাত হই না, অতএব তৎ লিপি নিবন্ধনে ক্ষান্ত হইলাম, এক্ষণে চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক রাজার ইতিহাস বর্ণনা আরম্ভ করি।

* “কোন কোন গ্রন্থে এমত উক্তি আছে যে, চন্দ্রগুপ্ত দানী সম্ভান, নাপিত কন্যা গর্ভজাত। অপর এই বাদ আছে যে, তিনি নাপিত পুত্র, নন্দ বংশজ নহেন। কিন্তু এ বিষয়ের যথার্থ নিরূপণ করা এই সময়ে অসাধ্য। বোধ হয় যে, প্রথম পক্ষীয়দিগের উক্তি প্রামাণিক, কারণ নন্দের সহিত চন্দ্রগুপ্তের ঠনকট্য সম্বন্ধ না থাকিলে তিনি যে হঠাৎ রাজ্য প্রাপ্তির চেষ্টায় ব্যগ্র হইবেন, এবং রাজ-পণ্ডিত চাণক্য রাজপুত্রদিগকে বধ করিয়া এক নাপিত পুত্রকে রাজ-সিংহাসনে বসাইতে চেষ্টা করিবেন, ইহা সম্ভব যোগ্য হয় না। চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর নাম মুরা, এবং তৎপুত্র তাঁহার বংশের নাম মৌরীয় বংশ হইয়াছে।”—
বিবিধার্ণ সংগ্রহের টীকা।

অশোক রাজা ।

অশোক বিন্দুসারের পুত্র ছিলেন। তিনি পিতৃ মরণান্তে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া কিয়ৎকাল সদ্ধিচার অবলম্বনে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। প্রথমে হিন্দু ধর্মের প্রতি তাঁহার মহতি অমুরাগ ছিল, কথিত আছে যে, তিনি প্রত্যহ ষষ্টি সহস্র ব্রহ্মণকে ভোজন করাইতেন। কালক্রমে তাঁহার সে অমুরাগ বিরায় হইল এবং তিনি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হইলেন। বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অশোকের যে রূপ অত্যাশ্চর্য্য অমুরাগ হইয়াছিল, আমরা ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে অদ্যাবধি তদ্রূপ অমুরাগ দৃষ্টি করি না—প্রাচীন রাজাদিগের মধ্যেও বিরল দেখি। মহাত্মা রামমোহন রায়ের অপেক্ষা অশোক স্বধর্ম বিস্তার করণার্থ বিলক্ষণ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া ছিলেন। তাঁহার সময়ে অদ্যাপি আসিয়া খণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ বাসীরা বৌদ্ধধর্ম মার্গের পথিক হইয়াছে। ধর্ম উন্নতির জন্য ইদানীন্তন ইংলণ্ডীয়দিগকে যত্রপ যত্রশীল দেখি, তত্রপ কাহাকেও সম্মুখে না, সে গুণ ক্ষেত্র অশোকেতে দেখিতে পাই। অশোক নিজ ধর্ম বিস্তার করিবার জন্য আসিয়া খণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন দেশে ধর্ম-দূত প্রেরণ করিতেন। ঐ দূতেরা তাঁহার দ্বারায় যথা বিহিতরূপে পুরস্কৃত হইতেন। তাঁহার বিদেশীয় জনগণকে সরলভাবে নানা উপদেশ দিয়া কলে কৌশলে তাহাদিগের মন হরণ করিয়া তাহাদিগকে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী করিতেন। ভারতবর্ষের সর্বত্র ধর্মদূতেরা প্রেরিত হইত। কথিত আছে, মহাধর্মরক্ষিত নামে এক জন ধর্ম-দূত মহারাষ্ট্রে যাইয়া এক লক্ষ সপ্ততি সহস্র ব্যক্তিকে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী করিয়া ছিলেন, এবং তাহাদিগকে ধর্মোপদেশ প্রদানার্থ দশম সহস্র ধর্মশিক্ষক নিযুক্ত হয়। নরপতি বৌদ্ধ সম্প্রদায়দিগের মতের অনৈক্যতা দেখিয়া এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত পণ্ডিত মণ্ডলী আহ্বান করেন। ঐ বৌদ্ধেরা পরস্পর তর্ক করিয়া পরস্পরের অনৈক্যতা নিষ্পত্তি করেন, এবং বৌদ্ধ ধর্মের গ্রন্থ সমস্ত শোধন করেন*। অশোক ধর্ম উন্নতির জন্য গ্রীষ্ম ও মিশর প্রভৃতি যবন রাজ্যে ধর্ম-দূত প্রেরণ করেন, এতদ্রূপও কথিত হয় এবং তাহা অসম্ভব নয়; কারণ ভারতবর্ষে সিলুকসের আগমনাবধি ইউরোপীয়দিগের সহিত মৌরী বংশীয় রাজাদিগের দীর্ঘ কাল প্রণয় নিবন্ধ থাকে এবং পরস্পরে অপর দেশে দূত প্রেরণ করেন। সিলুকসের দূত মেগাস্থিনেস পাটলিপুত্রে বহুকাল অবস্থিতি করেন, অপর রোমীয়দিগের সহিত ভারতবর্ষীয়দিগের মিলন থাকে। বিক্রমাদিত্যের এক জন উত্তরাধিকারী

* এই গ্রন্থসকল প্রাচীন পালি ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। তৎকালে ঐ ভাষা বিশেষ প্রবল ছিল।

রোমীয় সম্রাট অগস্তসের নিকটে দূতের দ্বারায় এক লিপি প্রেরণ করেন। অপিচ বৈশ্ণোরা* অর্ণবপোতারোহণে আরব ও মিশর দেশে বাণিজ্যার্থ গমন করিত, ইহার প্রমাণ নানা ইতিহাসে পাওয়া যায়। তথা মিশর, আরব ও রোমীয়দিগের সহিত কালিকট রাজ্যের বাণিজ্য উপলক্ষে সংগ্রহ ছিল। সে যেরূপ হউক, মহারাজ অশোক নানা উপায়ের দ্বারা নানা স্থানে বৌদ্ধ ধর্মের বীজ রোপণ করিয়া রাজ্য মধ্যে অসংখ্য কিস্তী স্থাপন করিতে লাগিলেন। তিনি তুষাভূরদিগের তুষা নিবারণার্থ স্থানে স্থানে কুপ, পুষ্কর্ণ্যাদি জলাশয় খনন করান, এবং পুষ্কর্ণ্যাতির চতুষ্পাশ্বে বৃক্ষ সমূহ রোপণ করাইয়া পরিশ্রান্ত ব্যক্তিদিগের স্মরণ্য বিশ্রামের স্থান করিয়া দেন। বৌদ্ধদিগের “অহিংসা পরমোধর্মঃ” অতএব অশোক “পশু পক্ষি প্রভৃতি সকল জীবের রক্ষার্থে ধর্মশালা স্থাপন করিয়াছিলেন।” বদান্যতা তাঁহার এক প্রধান গুণ ছিল। তিনি ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, দুঃখীকে, বিপুল অর্থ দানে বিশেষরূপে সম্বৃত্ত করিতেন। তিনি প্রতিহিংসায় সম্যক প্রকারে বিরত ছিলেন। মহা পাপাচারী, হত্যাকারীও তাঁহা হইতে প্রাণ দান পাইত, কিন্তু তাহা বিচার মতে রাজার পক্ষে উপযুক্ত নয়। “প্রাণ লইলে, প্রাণ লইবে” এই বাক্য সার—এই সঙ্গীকার। অশোক ধর্মেতে অবিরত রত হইয়াও যুদ্ধে অপণ্ডিত ছিলেন না। তিনি কাশ্মীর প্রভৃতি অনেক দেশ জয় করেন।

“অশোক এই রূপে স্মৃখে রাজ্য ভোগ করিয়া তাঁহার রাজ্যের ৩৭ বৎসরে পরলোকগামী হন। তিন বৎসর পূর্বে তাঁহার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী প্রথম স্ত্রী অসংমিত্রার মৃত্যু হয়। অতন্তর তিনি ঐ রাজমহিষীর এক সহোদরাকে পরিগ্রহ করেন। অশোকের পরলোকানন্তর তাঁহার পুত্রেরা ভারতরাজ্য বিভাগ করিয়া লন। কুনাল নামক তাঁহার পুত্র পঞ্জাবের রাজা হন; দ্বিতীয় রাজকুমার জনোক কাশ্মীরের রাজ্য গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম পরিবর্ত্তে শিবপূজা প্রচার করেন, এবং তৃতীয় পুত্র পাটলিপুত্রের রাজা হন।” আমরা তাহার সবিশেষ জ্ঞাত নহি, অতএব এখানে মৌরী বংশের ইতিহাস মুদিত করিলাম।

বিক্রমাদিত্য ।

ধার নগরে ধাররাজা নামে এক নরপাল ছিলেন। তাঁহার এক সর্ব গুণাবিতা পরমা স্তন্দরী কন্যা ছিল গন্ধর্ষ প্রধান গন্ধর্ষসেন ঐ

* ইংরাজীতে Banians.

† ধাররাজ্য প্রমাণীয় বংশোদ্ভব। পুরাণে লিখিত আছে যে, পরশুরাম,

কল্যাণ পানি পরিগ্রহণ করেন। বিক্রমাদিত্য তাঁহাদিগের আয়াজ। গন্ধর্ষসেনের ভর্তৃহরি নামে অপর এক পুত্র ছিল এবং তিনি ঐ পুত্রকে পত্রীর এক সহচরীর ক্ষেত্রে উৎপাদন করেন। ধাররাজ বিক্রমাদিত্যকে বহু আশ্রয়ে বিদ্যোপার্জন করাইয়া ছিলেন এবং তাঁহার অসাধারণ গুণ ও বুদ্ধি, কৌশল, নিরীক্ষণে তাঁহাকে মালুয়া দেশের অধিপতি করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু বিক্রমাদিত্য জ্যেষ্ঠ ভর্তৃহরি বর্ত্তমানে সিংহাসন পরিগ্রহণ অবিধেয় জানে উদ্ভ্রময় হইতে ক্ষান্ত হইলেন। কালক্রমে ধাররাজ পরলোক গমন করিলেন এবং ভর্তৃহরি উজ্জয়িনী, মালুয়া, প্রভৃতির নরপতি হইলেন, বিক্রমাদিত্য তদীয় মন্ত্রী স্বরূপে রাজকীয় কার্য্য পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন। ভর্তৃহরি অতিরিক্ত স্ত্রী-পরায়ণ প্রযুক্ত রাজ্য শাসনে নিতান্ত পরাংমুখ হইয়াছিলেন, অতএব বিক্রমাদিত্য রাজ কার্য্যে মনোনিবেশে বাধ্য হইলেন। তথাপি শাসন বিষয়ে রাজার অমনোযোগে রাজ্য সুশৃঙ্খলে ও নিরাপদে শাসিত হইতে পারে না; বিক্রমাদিত্য ইহা সম্যক প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভাতাকে জৈগতা হইতে বিরত করিবার জন্য তাঁহাকে নানা উপদেশ দিলেন। কিন্তু মুঢ়, দুষ্ক প্রকৃতি নরপতি, তাঁহার উপদেশ অবজ্ঞা করতঃ তাঁহাকে দেশান্তর করিলেন। বিক্রমাদিত্য অবমানিত হইয়া গুজ্জররাষ্ট্রে আসিয়া তথায় কিয়ৎ সময় বাস করিলেন। ইতিমধ্যে ভর্তৃহরি প্রেমাপ্পদা মহিষীয় কণ্ঠ প্রেম অবগত হইয়া সংমারে জলাঞ্জলি দিয়া রাজ্য পরিহার করিলেন। উজ্জয়িনীর রাজধানী অল্প কাল রাজহীনা রহিল, পরে বিক্রমাদিত্য এতদ্বিবরণ অবগত হইবামাত্র রাজ্যে আসিয়া সিংহাসনে সমারূঢ় হইলেন।

এক বিংশতি বার ধরণী নিক্ষেপ্তা করিলে চারিদিক হাহাকাণ্ডে পরিপূর্ণ হইল, অনুরেরা প্রবল হইয়া দেব বিপক্ষে যুদ্ধারম্ভ করিল, তাহাতে দেবতার। মহান্ মশঙ্ক হইলেন। ইতিমধ্যে মহর্ষী বিশ্বামিত্র আবু নামক পর্ব্বতে যজ্ঞারম্ভ করিলেন। ক্ষত্রোৎপাদন ঐ যজ্ঞের মূল কারণ ছিল। দেবতার। ঐ যজ্ঞে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং ইজ্ঞ হোতা হইয়াছিলেন। তিনি দুর্বার সহকারে একটা কৃত্রিম পুতলিকা নির্মাণ করিয়া অগ্নি কুণ্ডে প্রদান করিলেন এবং সৃষ্টিবানী মন্ত্র পাঠে তাহা সজীব করিলেন। মন্ত্র পাঠ মাত্র অগ্নি কুণ্ড হইতে খাঙ্গাধারী এক বীর ভীষণ শব্দ করতঃ বহির্গত হইল এবং তাহার নামকরণ 'প্রমার' হইল। তিনি ধার আবু এবং উজ্জয়িনী রাজ্য সমূহ প্রাপ্ত হইয়া ক্ষত্র বংশ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ইজ্ঞের ন্যায় অবিকল আচরণ করাতে ঐ যজ্ঞ হইতে অপর বীরত্রয় উৎপন্ন হইলেন।

“তৎকালে শক নামে বিখ্যাত সিদিয়ানেরা ভারতবর্ষ পশ্চিমাংশে জয় করতঃ অতিশয় উৎপাত করিয়াছিল, বিক্রমাদিত্য তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া শকারি নাম প্রাপ্ত হইলেন ।

“ঐ সময়ে যুদ্ধিষ্ঠিরের পূর্বতন রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ শকাদিত্যের শাসনে ছিল, বিক্রমাদিত্য নানা দেশ জয় করণানন্তর শকাদিত্যকে যুদ্ধে বধ করিয়া ভারতভূমি একচ্ছত্রা করিলেন ।”

রাজা বিক্রমাদিত্য, ভারতবর্ষ বাহু বলে আত্মাধীন করিয়া সচ্ছিত্র অর্থাৎ প্রজাপুঞ্জ শাসন ও পালন করিতে লাগিলেন এবং বিদ্যার প্রতি সাতিশয় অল্পরূপ প্রকাশে তাহাদিগকে তদ্বিষয়ে উৎসাহ করিলেন । আমাদিগের পূর্বতন ভূপালেরা বিশেষরূপে বিদ্যোন্নতি করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রামচন্দ্র ও যুদ্ধিষ্ঠির বিশেষরূপে বিদ্যোৎসাহী ছিলেন । পরন্তু বিক্রমাদিত্য এতদ্বিষয়ে সর্বাপেক্ষা প্রধান; তাঁহার তুল্য বিদ্যোৎসাহী ভারত সিংহাসনে আরুঢ় হয়েন নাই । তিনি আপনিও শাস্ত্র, শস্ত্র, শিল্প, প্রভৃতি নানা বিদ্যায় দক্ষ ছিলেন, এবং রোমীয় সম্রাট্ অগস্তসের ন্যায় পণ্ডিত মণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত থাকিতেন । ‘নব রত্ন’ নামে তাঁহার এক প্রসিদ্ধ সভা ছিল এবং ধর্ম-স্তরি, বররুচি, বরাহ মিহির, বেত্তাল ভট্ট, কালিদাস, কপণক, অমর-সিংহ, শঙ্ক, প্রভৃতি বৃহৎসংখ্যক তাঁহার সভ্য ছিলেন । এই সভার সভ্যতত্ত্ব উচ্ছিন্ননীশ্বরের চতুর্দশবর্ষী হইয়া শাস্ত্রালাপ ও শাস্ত্র বিষয়ে তর্ক করিতেন । ইহাদিগের মধ্যে কালিদাস কবিতা শক্তি প্রাধান্য হইয়াছিলেন, রঘু, শকুন্তলা, কুমারসম্ভব, প্রভৃতি কাব্যের দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে । কিন্তু কালিদাস বাল্যাবস্থায় বিদ্যোপার্জন করেন নাই, তিনি বাল্যাবস্থায় কবিতা দেবীর (স্বরস্বতী) দ্বারা উৎসাহিত হইয়াছিলেন । অস্বদেশে—প্রভূত ইংলণ্ড ব্যতীত প্রথিবীস্থ কোন দেশে কেহই তাঁহার তুল্য নাটক রচনা করিতে পারেন নাই । কেহ কেহ তাঁহাকে সেক্স পিয়ারের সমতুল্য করেন । নব রত্নের অপর সভ্য বররুচিও এক কবি ছিলেন, কথিত আছে যে, তিনি “বিদ্যা-সুন্দর গল্পের রচক ছিলেন ।” অমর সিংহ এক বিস্তীর্ণ অভিধান প্রণয়ন করেন এবং তিনি এক ঈশ্বরবাদী ছিলেন । বরাহ মিহির এক প্রসিদ্ধ জ্যোতিষবেত্তা ছিলেন এবং জগৎ-মান্য খনা তাঁহার পুত্রবধু ছিলেন । বেত্তাল ভট্ট, বেত্তাল পঞ্চবিংশতি রচনা করেন । নব রত্নের অবশিষ্ট সভ্যদিগের বিবরণ আমরা বিশেষ অবগত নহি, অতএব তাহাদিগের বিবরণ লিখিতে পারিলাম না ।

বিক্রমাদিত্যের শাসনে প্রজাগণ বর্ণনাতিত সুখ লব্ধ করিয়াছিল, রাজ্যে অবিচার ছিল না। বিক্রমাদিত্য, আরবেশ্বর কালিক হারণ আলখরশেদের ন্যায় প্রজাগণের দোষ, গুণ, পরিষ্কার নিমিত্ত ছদ্ম বেশ ধারণ পুরঃসর রাজ্য মধ্যে সময়ে সময়ে পরিভ্রমণ করিতেন, কাহার অন্তায় দেখিলে তাহাকে যথোপযুক্ত প্রতিকল দিতেন, গুণজকে পুরস্কার করিতেন। বিক্রমাদিত্য ইংলণ্ডীয় আলফ্রেড ভূপতির ন্যায় নীতি-পরায়ণ, সত্যশীল ও ধার্মিক ছিলেন, কিন্তু ধর্ম বিষয়ে তাঁহার কথঞ্চিৎ কাপট্য ছিল। তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম বিশ্বাস করিতেন না এবং আকবর সম্রাটের স্যায় বাহিকে তাবৎ ধর্মের প্রতি অমুরাগ প্রকটন করিতেন, কিন্তু আস্তরিকে এক ঈশ্বর ব্যতীত কিছুই মানিতেন না। বিক্রমাদিত্য, ভারতবর্ষে একচ্ছত্রা করিয়া সংবৎ নামে এক প্রচলিত করিলেন, পরে প্রায় এক শত বর্ষ পরম সুখে যাপন করিয়া প্রতিষ্ঠান পুরীর শালিবাহন নৃপতির দ্বারায় হত হইলেন।

বিক্রমাদিত্য ভূপতি রোমীয় জুলিয়স সিজরের সমকালবর্তী ছিলেন। কাহার মতে তিনি অগস্তসের, কাহার মতে পারস্যাদিধিপতি সাপুরের* সমকালীন। তাহা যথার্থ ধার্য্য নাই। তিনি যে অগস্তসের সমকালীন ছিলেন না, তাহার প্রমাণ এই, যে বিক্রমাদিত্যের সংবৎ অন্ধের ৫৬ বর্ষ পরে যীশু খ্রীষ্টের জন্ম হয় এবং তদাঙ্গ আরম্ভ হয়। যদিও ঐ সময়ে অগস্তস রোমীয় সম্রাট ছিলেন, তথাপি বিক্রমাদিত্য তদীয় সমকালীন হইতে পারেন না, কারণ বিক্রমাদিত্য ৫৬ বর্ষ রাজত্ব করেন নাই, তিনি ৩২ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইতিহাস-বেত্তারা কহেন যে, বিক্রমাদিত্যের ৫৬ বর্ষ পরে পুরু নামে তাঁহার এক উত্তরাধিকারী উজ্জয়নী হইতে অগস্তসকে এক লিপি লেখেন।†

* Marshman.

† Dow.—মেং মিলের মতে বিক্রমাদিত্য পারস্যাদিধিপতি ছিলেন, এবং ব্রাহ্মণেরা তাঁহার গুণ মর্হ্যাদা দর্শনে তাঁহাকে ভারতবর্ষের সম্রাট বলিয়া ব্যক্ত করেন। তিনি বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহনের উপর কাগেন উইলফোর্ডের প্রবন্ধ হইতে এক স্থল উদ্ধার করিয়াছেন, যাহাতে প্রমাণ্য হইয়াছে, বিক্রমাদিত্য পারস্যাদিধিপ সাপুর নামে বিখ্যাত ছিলেন এবং বিক্রমাদিত্যের জন্ম বিষয়ে তাহাতে কিছুদিগের ন্যায় এক অসম্ভব গল্পও লিখিত হইয়াছে। বিক্রমাদিত্য যে সাপুরের সমকালীক অথবা স্বয়ং সাপুর ছিলেন না তাহার প্রমাণ এই, যে সাপুর ২৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পারস্যাদিধিপতি হন, যথা বিক্রমাদিত্য খ্রীষ্টের অনেক আগ্রে ভারতবর্ষের অধিপতি ছিলেন।

বিক্রমসেন ।

বিক্রমাদিত্যের পুত্র বিক্রমসেন পিতার পরলোকে উজ্জয়িনীর অধীশ্বর হইয়া রাজকার্য্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন । আমরা এই ভূপতির বিবরণ সম্যক অবগত নহি, এইমাত্র শ্রুত আছে, তিনি প্রতাপ-শীল ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন ।

ভোজ রাজা ।

ভোজ রাজা প্রমারীয় বংশে জন্ম গ্রহণ করেন । তাঁহার পিতা সিন্ধুলা ধারা রাজধানী শাসন করিতেন । কিয়ৎকাল শাসনের পর সিন্ধুলার মৃত্যু হয় । ঐ সিন্ধুলার মুঞ্জ নামে এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল, মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্বে তিনি নিজ পুত্রকে অল্প বয়স্ক ও অবিজ্ঞ জা-নিয়া ভ্রাতাকে রাজ্য ভার্য্যপণ বিধেয় স্থির করিলেন, এবং মুঞ্জকে সন্নিকটে আশ্রয় করিয়া তাঁহাকে রাজ্যের তত্ত্বাবধারণের সমস্ত ভার দিয়া ভোজকে তাঁহার অধীনে সমর্পণ করিলেন ।

অনন্তর বৃদ্ধ রাজার মৃত্যু হইলে মুঞ্জ রাজকার্য্য পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন । ইতিমধ্যে ভোজ, বুদ্ধি সাগর নামক রাজ মন্ত্রিকে অপদস্থ করিবার্থে, মুঞ্জ বিবেচনা করিলেন যে, এ বালক যৎকালে রাজ মন্ত্রিকে পদচ্যুত করিল, তৎকালে আমাকে তক্রপ না করিবে এমত সম্ভবে না । এখন কি করা যায়, কি প্রকারে শঙ্কা হইতে উদ্ধার হই! ইত্যাদি ভাবিয়া রাজা বঙ্গ দেশের বৎস্র নামক রাজাকে আন-য়ন করাইলেন এবং ভোজের অসঙ্গত-কর্ম্ম তাঁহাকে জ্ঞাত করিয়া তাঁহাকে ভোজ বিনাশের আজ্ঞা দিলেন । বৎসরাজ তৎ শ্রবণমাত্র মুঞ্জকে ভীষণ জাতি বধ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে বিবিধ উপ-দেশ দিলেন ও বিবিধ ধর্ম্মনীতি প্রদান করিলেন । মুঞ্জ তাহা হৃদয়ঙ্গম না করিয়া ক্রোধ-প্রজ্বলিত হইয়া ভোজ বিনাশার্থে বৎস-রাজকে বারম্বার অহুরোধ করিলেন । বৎসরাজ তদাজ্ঞা উল্লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া দূতের দ্বারা ভোজকে নিকটে আসিতে কহিলেন ।

ইহাতে বৎসরের কত অটনক্যতা পাঠকেরা বিচার করুন । মিলের অন্তত্বে রচনা আরো দৃষ্ট হয়, বিক্রমাদিত্য ১১৪৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যারম্ভ করেন । অপর বিক্রমাদিত্য নামবাচক শব্দ মাত্র যাহা খ্বেচ্ছামতে সকলের উপর ব্যবহৃত হইতে পারে ।

ভোজ্য সূতের বাক্য মনোযোগ করিলেন না। বৎসরাজ ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে বল পূর্বক গৃহ হইতে আনয়ন করিলেন এবং তাঁহাকে দেবীর নিকটে বলি প্রদানার্থ রাজ্যের অদূরস্থ ভদ্রকালীর মন্দিরের সন্নিধি লইয়া গেলেন। রাজ্য আক্লাদ-শূন্য হইল, কারণ প্রজাগণ সকলেই ভোজের বশীভূত ছিল। বৎসরাজ ভোজকে লইয়া গিয়া তদীয় শিরচ্ছেদের সংকল্প করিতেছেন, এমন সময়ে তদীয় কনিষ্ঠ ভোজের নীতিপরতা ও নিদোষতা, দর্শনে দয়াদ্র হইয়া অগ্রজকে শাস্ত্র সমন্বিত ও যুক্তি সমন্বিত উপদেশ প্রদর্শন করিলেন। কহিলেন, ভোজকে নষ্ট করিয়া তোমার কিছু মাত্র মঙ্গল হইবে না, কেবল ছুরাঙ্গা মুঞ্জ রাজার ঋন্তোবার্থে মানব-ঘাতী হওয়া যুক্তিসিদ্ধ হয় না। বৎসরাজ এ উপদেশ স্মায়া জ্ঞান করিয়া ভোজকে হনন করিলেন না, এবং তাঁহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অপিত রাজার ভুষ্টির জন্য শিল্পির নৈপুণ্যের প্রযত্নে ভোজের স্মায়া অবিকল এক কৃত্রিম মুণ্ড নির্মাণ করাইয়া রাজাকে দেখাইলেন এবং ভোজকে গুপ্ত ভাবে রাখিলেন। মুণ্ড দর্শন কালে মুঞ্জ রাজা প্রশ্ন করিলেন, “খড়্জোস্তোলন সময়ে ভোজ কি কোন প্রকার মিনতি বা কোন বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল?” বৎসরাজ কহিলেন, “ভোজ তৎকালে বট পত্রে কেবল একটা কবিতা লিখিয়াছিল, এবং তাহা আপনাকে প্রদান করিতে আদেশ করে।” মুঞ্জ জিজ্ঞাসিলেন, সে কবিতা কৈ? বৎসরাজ “গ্রহণ করণ” বলিয়া প্রদান করিলেন। রাজা ঐ কবিতা পাঠ করিলেন, যথা:—

“মাক্সাতা চ মহীপতিঃ কৃতযুগে লঙ্কার ভূতো গতাঃ
সেতুবন্ধন মহোদধৌ বিবচিত কাসৌ দশাস্যাস্তকঃ।
অন্যেচাপি যুধিষ্ঠির প্রভৃতয়োঃ যে চান্ধবন্ ভূভূতো
ঐনকেনাপি সমঙ্গতা বস্তুমতির্মন্যে স্ময়া যাস্যতি” ॥

অস্মার্থ। “পূর্বে সত্যযুগে এই পৃথিবীতে অতি প্রতাপী মাক্সাতা প্রভৃতি মহান্ রাজা সকল হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা সকলে একাকী পরলোকে গমন করেন; ত্রেতাযুগে অপার বারিধিতে প্রস্তরময়-সেতুবন্ধন, রাবণাদি বধ, ইত্যাদি তদ্ভূত কার্য্য করণে সমর্থ শ্রীরামচন্দ্রও স্বধামে একাকী প্রস্থান করিয়াছিলেন; এতদ্দিনে অপার যুধিষ্ঠিরাদি ভূরি ভূরি মহারাজাও একাকী লোকান্তর হইয়াছেন। এই পৃথিবী কাহারও সঙ্গে যায় নাই; কিন্তু বোধ করি ইহা তোমার সঙ্গে যাইতে পারিবে”।

এই কবিতার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া মুঞ্জ রাজা সান্ত্বিত্যশোকা-
কুল হইলেন। জাতপুত্রের অকাল, অন্তায় মৃত্যু সাধন অতি অন্তায়
কর্ম, স্থির করিলেন এবং পাপ হইতে মুক্ত হইতে কোন প্রকার
প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা জানিতে আকাঙ্ক্ষী হইয়া পশ্চিমদিগকে আনয়ন
করাইয়া তাঁহাদিগকে এতদ্বিষয়ের কর্তব্যাকর্তব্য জিজ্ঞাসিলেন। পশ্চি-
তেরা কহিলেন, অগ্নি প্রবেশ ইহার বার্থ প্রায়শ্চিত্ত। মুঞ্জ রাজা
এই ব্যবস্থা সদ্যবস্থা জান করতঃ পশ্চিমদিগকে কহিলেন, অপরাধী
আত্মীয় ঘাতকের প্রতি অগ্নি প্রবেশ করাই যুক্তিসিদ্ধ। রাজা
এই বিষয়ের তর্ক করিতেছেন, ইত্যবসরে কমণ্ডলুধারী এক যোগী
আসিয়া রাজ সভায় অধিষ্ঠান করিলেন। মুঞ্জ রাজা যথোপযুক্ত সৎ-
কার করিয়া তাঁহাকে অধ্যাসীন্ করাইলেন এবং যোগী অধ্যাসীন্ হইলে
তাঁহাকে সধিনয়ে জিজ্ঞাসিলেন, “মহাশয়! নরাধম আত্মীয় বিনা-
শকের বাটীতে কি অতিপ্রায়ে আগমন করিলেন?” যোগী কহিলেন,
“রাজন্! ভোজের জন্ত আপনাকে শোকবিহ্বল হইতে হইবে না,
কল্য প্রাতঃকালে ভোজ আপনার সম্মিথানে আগমন করিবেন। আপ-
নি বুদ্ধিসাগর মন্ত্রিকে হোমীয় দ্রব্যাদি লইয়া রজনী যোগে শ্মশানে
যাইতে আদেশ করুন। অনন্তর আমি উক্ত স্থলে উপস্থিত হইয়া
বিশেষ দেবোদ্দেশে হোম করিব, তাহাতে ভোজ পুনর্জীবিত হইবেন।
মুঞ্জরাজা যোগীর প্রার্থনানুযায়িক বুদ্ধিসাগরকে আজ্ঞা দিলেন। পর-
দিবস প্রত্যুষে, বুদ্ধিসাগর রাজ্যে ঘোষণা করিলেন, “যোগীর আত্ম-
কুল্যে ভোজ পুনর্জীবিত হইয়াছেন।” ইহা শুনিয়া তাবৎ জনগণ
চমৎকৃত হইল। সকলেই ভোজসন্দর্শনে আনন্দপূর্ণ হইয়া অগ্রসর
হইল। বুদ্ধিসাগর ও যোগী ভোজকে মুঞ্জ রাজ্যের নিকটে নীত করিলে,
মুঞ্জরাজ্যের আনন্দাশ্রু পতিত হইতে লাগিল, তিনি তাঁহাকে আলি-
ঙ্গন করিয়া যোগীকে মহা সম্মান করিলেন এবং তন্নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বী-
কার করিলেন। পরন্তু ঐ যোগী কেবল কৃত্রিম যোগী নাত্র, বুদ্ধি-
সাগরের বুদ্ধি-কৌশলে তিনি “নকল” যোগী হইয়াছিলেন।

সে বাহা হইক, মুঞ্জ রাজা ভোজকে পাইয়া পরমাজ্জ্বলিত হইলেন
এবং তাঁহাকে সিংহাসনে অধ্যাসীন্ করাইয়া, তদীয় হস্তে রাজ্যার্পণ
করিয়া, পত্নী সহ বন পয়ান করতঃ তপশ্চারণ আরম্ভ করিলেন। ক্লেহ
কেহ কহেন,* তিনি মৈত্র্য দল সমভিব্যাহারে দক্ষিণ দেশে যাত্রা করেন,

* Marshman.

কিন্তু তিনি দক্ষিণ দেশ লইতে পারেন নাই, তিনি তথায় পরাজিত হইয়া বহুভর কষ্টে যাপন করেন ।

ভোজ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া গিতার জ্যায়স্নেহ প্রকাশে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন । বিদ্যার প্রতি তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ হইল, তিনি অহর্নিশি পণ্ডিত মণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত হইয়া বিদ্যা বিষয়ে বাদামুবাদ করিতেন । তিনি পণ্ডিতদিগকে যথেষ্ট পুরস্কার দিতেন । তত্ত্বল্য বিদ্যোৎসাহী ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করেন নাই । কাব্য শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল; কবিতায় তিনি অধিক প্রিয় ছিলেন । কেহ নূতন কবিতা রচনা করিয়া শুনাইলে তিনি তাঁহাকে উপযুক্ত পুরস্কার দিতেন । লোকপ্রসিদ্ধ আছে, ভোজ রাজা ক্ষত্র কুলের যথার্থ শেষ রাজা ছিলেন ।

এ স্থানে আমরা হিন্দু রাজাদিগের ইতিহাস শেষ করিলাম ।

হিন্দুদিগের রাজত্ব কালীন যদিও ভারতবর্ষে সময়ে সময়ে যুদ্ধ হইত এবং যদিও তদ্বারা সাধারণের নানা বিপদ ঘটিত, তথাপি এতদ্বারা হিন্দু ধর্ম নাশ হয় নাই । কালক্রমে এক সময় উপস্থিত হইল, যখন হিন্দুস্থান রক্তে প্লাবিত হইবে, নগর, পল্লি স্ফংস হইবে, তীর্থসকল নানা অভ্যাচারে সমাকীর্ণ হইবে, দেব মন্দির সকল মুক্তি-কান্যা হইয়া যাইবে, হিন্দু জাতির দাসত্ব-শৃঙ্খল বহন করিবে এবং মোসলমানেরা তাহাদিগের নৃপতি ও প্রভু হইবে । মোসলমানেরা কি প্রকারে ভারতবর্ষ পরাজয় করে এক্ষণে আমরা বলিতে আরম্ভ করিলাম । ভারতবর্ষের অনতি পশ্চিম ভাগে গাজনি নামা এক রাজধানী ছিল, তথায় এবিস্তেজি নামে এক নরপাল ছিলেন । এবিস্তেজি ঐ গাজনি রাজ্য কিয়ৎকাল শাসন করিয়া প্রাণ ত্যাগ করেন । এবিস্তেজির মৃত্যু হইলে আইজেক নামক তদীয় পুত্র গাজনির রাজা হইলেন । আইজেক অধিক কাল রাজ্য ভোগ করেন নাই, দুই বর্ষ পরে তাঁহার মৃত্যু হয় । পূর্বেক্ত এবিস্তেজির সুবক্তাজি নামক এক সেনানী ছিল, আইজেকের মৃত্যু হইলে তিনি গাজনির সিংহাসনে আরোহণ করিলেন । তিনি ৩৮৪ সালে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন । তৎকালে লাহোরে জয় পাল নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি মোসলমানদিগের আক্রমণ বার্তা শ্রবণ করিয়া যুদ্ধার্থে সৈন্য সংগ্রহ করিলেন । সুবক্তাজি জয়পালের যুদ্ধ সজ্জার সংবাদ পাইয়া লাহোরে উপনীত হইলেন । ইতিহাসবেত্তারা কহেন যে, এই সময়ে এক ব্যক্তি সুবক্তাজিকে কহিল যে, জয়পালের শিবির মধ্যে এক জলাশয় আছে,

ঐ জলাশয়ে কেশুরত নামক ঔষধ নিক্ষেপ করিলে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করিয়া প্রবল ঝড় উত্থিত হইয়া শীলাবৃষ্টি হইবে। সুবক্তাজি তদনুরূপ করাতে চতুর্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, শীলা বৃষ্টি হইতে লাগিল, চঞ্চলা সৌদামিনী প্রকাশ হইল, কুশিল ঘোর নিনাদ আরম্ভ করিল। সর্ব স্থল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিল, সকলকে ভীত করিল। তাহাতে উভয় দলের সহস্র প্রাণী শমন ভবনের অতিথি হইল। কিন্তু গাজনী সৈন্যেরা অধিক শক্তিবান হইবাতে তাহারা সমধিক ক্লেশ পায় নাই, জয়পাল প্রাতঃকালে আপন সৈন্যদিগকে ঝড়ে (যাহা স্বাভাবিক হইয়াছিল নায়া বিদ্যার দ্বারা নয়) অতিশয় দুর্বল দেখিয়া পাছে সুবক্তাজি তাঁহার ছুরবস্থায় সু সমর্থ পায়, ইত্যাশঙ্কায় তাঁহার সহিত সন্ধির প্রার্থনায় এক দূতকে পাঠাইয়া দিলেন এবং তাঁহাকে স্বর্ণ ও হস্তীর ভেট এবং কর প্রদান করিতে সম্মত হইলেন।* সুবক্তাজি ইহাতে অসন্তুষ্ট হইলেন না, কিন্তু তাঁহার পুত্র মহম্মদ আপন পিতাকে তাহা গ্রহণ করিতে বারণ করিলেন। কিন্তু সুবক্তাজি অবশেষে জয়পালের অভিমত স্বাৎসরিক কর গ্রহণে সম্মত হইলেন, জয়পাল তাঁহাকে তাহার কিয়দংশ প্রদান করিলেন, তিনি সমস্ত অর্থ একেবারে প্রদানে অপারগ হইয়া সুবক্তাজিকে লাহোরে, দূত পাঠাইয়া অবশিষ্ট লইতে কহিলেন। সুবক্তাজি তাহাতে সম্মত হন। জয়পাল আপন রাজ্যে আসিয়া সুবক্তাজির দেশ গমন সংবাদ অবগত হইয়া নিদ্রুষ্টি কর প্রদানে পরাংমুখ হইলেন এবং মহম্মদের প্রেরিত দূতকে বন্দী করিলেন। সুবক্তাজি লাহোর নৃপের বিশ্বাসঘাতকতা শ্রবণ মাত্র সৈন্য সমেত জয়পালের রাজ্যে সবেগে উপস্থিত হইলেন। জয়পাল সৈন্য সামন্তের সহিত প্রস্তুত হইলেন। দিল্লী, আজমির, কলিঙ্গ এবং কান্যকুব্জের রাজারা তাঁহাকে সাহায্য করিলেন। জয়পাল এক লক্ষ অশ্বারূঢ় সৈন্য এবং দুই লক্ষ পদাতিক লইয়া রণে প্রবিষ্ট হইলেন। ভুমুল যুদ্ধ হইল। সুবক্তাজি অসাধারণ পরাক্রম প্রকাশ করিলেন এবং হিন্দুদিগের অসংখ্য সৈন্যকে নষ্ট করিলেন। হিন্দুরা নীল নদী পর্য্যন্ত তাড়িত হইলেন এবং অনেকে জলে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। সুবক্তাজি জয়ী হইয়া, অতুল সম্পত্তি লাভ করিয়া, পেসওয়ার দেশ

আত্মরাজ্যে ভুক্ত করিলেন। অনন্তর সুবক্তাজির পরলোক প্রাপ্তি হইলে তৎপুত্র মহমদ, গাজনির সিংহাসন অধিকার করিলেন। তাঁহাকে গাজনী মহমদ, অথবা মহমদ গাজনী কহা যায়। তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণে অভিলাবী হইয়া, দশ সহস্র অশ্ব লইয়া, পেনওয়ারে উত্তীর্ণ হন।* পুর্বোক্ত লাহোরেশ্বর জয়পাল, দ্বাদশ সহস্র অশ্বরুচ, ত্রিদশ সহস্র পদাতিক এবং তিন শত হস্তী লইয়া যুদ্ধ করেন। মহমদ তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া বন্দী করিলেন এবং অতুল সমৃদ্ধিশালী হইলেন। মহমদ তৎপরে গাজনিতে প্রত্যাগমন করিলেন। জয়পাল মোসলমানদিগের নিকটে দুই বার পরাস্ত হইলে, আপনাকে অক্ষম জানিলেন এবং রাজ্যসন বিবর্জন করিয়া নিজ পুত্র আনন্দপালকে তাহাতে স্থাপন করিলেন, অপিচ চিতারোহণ পূর্বক দেহ নাশ করিলেন।

মহমদ তৎপরে হিন্দুস্থানে দুই বার আসিয়া যুদ্ধ করেন, কিন্তু তাহা অধিক বিখ্যাত নয় বলিয়া আমরা তদ্বিৱরণ লিখিলাম না। ৪১৫ সালো মহমদ এতদেশ পুনরাক্রমণ করিলেন, তাহাতে পুর্বোক্ত জয়পালের পুত্র আনন্দপাল গোয়ালিয়র, উজ্জয়িনী, কান্যকুব্জ, দিল্লী প্রভৃতির নৃপচয়কে আস্থান করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কথিত আছে, যে হিন্দুরা ধর্ম নাশ ভয়ে এতক্রপ উৎসাহশীল হইয়াছিলেন, যে অন্তঃপুরের মহিলারা স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরকাদির অস্ত্রাভরণ বিক্রয় দ্বারা যুদ্ধ সাহায্য করিয়াছিলেন। হিন্দুরা বিপক্ষদিগকে সতেজে আক্রমণ করিলেন তাহাতে নিমেষ মধ্যে মহমদের ৪০০০ সৈন্য ধরাশায়ী হইল। ইতিমধ্যে হিন্দুদিগের করীব্যহ বাণাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া পরায়ণ হইলে, তাঁহাদিগের দল মধ্যে ঘোর গোলযোগ উপস্থিত হইল, তাহাতে মহমদ সুযোগ পাইয়া তাঁহাদিগকে পরাভব করিলেন। হিন্দুরা পরাস্ত হইয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলে মহমদ পঞ্চাল দেশস্থ নাগরকোট নামে দেবমন্দির উৎপাটন করিতে অগ্রসর হইলেন। মহামহীম এলকিন্ফন লেখেন যে, ভূমি হইতে শিখা উখিত হইবাতে ঐ মন্দির পবিত্র হইয়াছিল এবং ফেরিস্তার মতে উহাতে স্বর্ণ, রৌপ্য, জহর ইত্যাদি এতাদৃশ অধিক ছিল যে, পৃথিবীস্থ কোন রাজ ভাণ্ডারে কোন কালে তাদৃশ সংগৃহীত হয় নাই। মহমদ মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্বক ঐ সমস্ত ঐশ্বর্য লইয়া স্ব দেশে প্রস্থান করিলেন। তাহার

* ৪০৭ সাল। খ্রীষ্টাব্দ ১০০০।

† ১০০৮ খ্রীষ্টাব্দ।

তিন বৎসর অন্তে ৪১৮ সালে* তিনি ভারতবর্ষে পুনশ্চ আসিয়া দিল্লীর পশ্চিমে স্থানেশ্বরী নগর সমূলে নির্মূল করিয়া দিল্লী ধ্বংস করেন। তাহার মাত বৎসর পরে মহমদ কান্যকুব্জ অধীন করিয়া মথুরার দেবমন্দির নষ্ট করিলেন। মহমদের শেষ যুদ্ধ ৪৩১ সালের ঘটয়াছিল, যৎকালে গুজ্জরাব্দের সোমনাথের মন্দির নষ্ট হইয়া থাকে।

সোমনাথের মন্দির অতি খ্যাতিপন্ন ছিল, দেব সেবার জন্য ২০০০ গ্রামের কর নিযুক্ত হইয়াছিল, ২০০০ পাণ্ডা দেব সেবা করিত, গায়িকা উক্ত সংখ্যা নৃত্য গীত করিত। মহমদ তথায় উপস্থিত হইলে, পাণ্ডারা তাঁহাকে মন্দির আক্রমণ করিতে দূত দ্বারা বারণ করিয়া পাঠাইলেন, যে এতক্রপ আচরণ করিলে দেবতা ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকে বিনষ্ট করিবেন। মহমদ তাহাতে ভ্রক্ষেপও না করিয়া নিঃশঙ্কায় মন্দির আক্রমণ করিলে, পাণ্ডারা তদর্শনে অস্ত্রধারী হইয়া একরূপ যুদ্ধ করিলেন যে, বিপক্ষদিগকে পরাস্ত হইতে হইল। কিন্তু তথাপি তাহারা পলায়ন করিল না, পুনরাক্রমণবস্ত করিল। অনন্তর কিয়দ্দিবস তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে মহমদের ভাগ্য বল প্রবল হইল এবং তিনি স্রী সৈন্যকে উৎসাহ করণার্থ অশ্ব হইতে অবরোধন করিয়া সবেগে ধাবমান হইলেন, তাহাতে সৈন্যপুঞ্জ উৎসাহান্বিত হইয়া হিন্দুদিগের দল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেবমন্দির হস্তগত করিল। মন্দির হস্তগত হইলে মহমদ তন্মধ্যে প্রবেশ পুরঃসর দেবমূর্তিসমূহ বিধ্বংস করিতে উদ্যত হইলেন। মূর্তি নাশে উদ্যত হইলে ব্রাহ্মণেরা নিরুপায় হইয়া অষ্ট কোটি মুদ্রার দ্বারায় তাঁহাকে ক্ষান্ত হইতে কহিলেন। তিনি তাহা না শুনিয়া প্রতিমূর্তি চূর্ণ করতঃ তন্মধ্য হইতে বিস্তর বহু মূল্য রত্ন পাইলেন। দুরাচারী মহমদ একরূপে ভারতবর্ষে দ্বাদশ বার আসিয়া ভীকৃত্যচার করেন। হিন্দুস্তান জয়েচ্ছা অপেক্ষা হিন্দু ধর্ম নিমূল্যেচ্ছা তাঁহার প্রবল ছিল। কিন্তু পাঠক বৃন্দ মহমদের উল্লেখিত কদাচার দর্শনে জ্ঞান করিবেন না তাঁহার ন্যায় নির্দয় মনুষ্য দুষ্সাপ্য। তিনি হিন্দুদিগের পক্ষে সাতিশয় নির্দয় ছিলেন সন্দেহ নাই, তথাপি তিনি নানা ক্রিয়া কলাপ করিয়াছিলেন, ইতিহাসবেত্তারা বলেন, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিদ্বানদিগের প্রতি মাসিক বৃত্তি

* ১০১১ খ্রীষ্টাব্দ ।

† পুরাকালে কুরুক্ষেত্র বলিয়া প্রচার ছিল ।

‡ ১০২৪ খ্রীষ্টাব্দ ।

নির্দুষ্ট করিয়া দেন । বিশেষতঃ তাঁহার বিচার চমৎকার ছিল । ভদ্রিবরণ এরূপ বর্ণিত আছে যে, একদা এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার ভ্রাতৃপুত্রের নামে এই অভিযোগ করিল, “হে ধর্ম্মাবতার! আপনার কোন সেনানীপ্রেমশক্ত বশতঃ আমার পত্নীর নিকটে প্রতাহ গমন করে এবং বলপূর্ব্বক আমাকে অলুঃপুর হইতে বাহির করিয়া দেয় ।” মহমদ তৎ শ্রবণে উত্তর করিলেন, সে তোমার ভবনে যখন আগমন করিবে, তখন আমাকে সংবাদ দিও । তদনুসারে ঐ ব্যক্তি কিয়দ্দিনান্তে তাঁহার সমীপে দণ্ডায়মান হইলে মহমদ করবাল লইয়া তাহার খাটিতে উপস্থিত হইলেন এবং গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া আদৌ দীপ নির্বাণ পূর্ব্বক পশ্চাৎ পূাপীঠ আত্মীয়কে সংহার করিলেন, এবং আলোক আনিয়া শব নিরীক্ষণ করিয়া ঈশ্বরকে পরমাক্লাদে ধন্যবাদ দিলেন । এতাবৎ ব্যবহারে ঐ ব্যক্তি অতীব আশ্চর্য্য হইয়াছিল, মহমদ তাহার সে ভাব দূর করণার্থ তাহাকে কহিলেন, এই মৃত ব্যক্তিকে আত্মীয় জানে আমি দীপ নির্বাণ করিয়াছিলাম । কেন না, তাহা না হইলে স্নেহ বশতঃ আমি ইহার প্রাণ হত্যা করণে বিরত হইতাম ।

যাহা হউক, মহমদ এতদ্দেশে একাধিপত্য করণে অপারগ হই-
 বাতে হিন্দু ভূপালদিগের নিকটে কেবল কর গ্রহণ করিতেন । কিন্তু তিনি হিন্দুস্থানের মধ্যে আজমির পরান্ত করিতে অপারগ হই-
 যাছিলেন, অতএব সে দেশের কর পাইতেন না । মহমদের মৃত্যুর
 পরে মোসাউদ, মোদাদ, ইব্রাহিম, মোসাউদ দ্বিতীয়, বেরাম, কসরু
 প্রভৃতি তদীয় উত্তরাধিকারী গাজনির অধিপতি হন এবং হিন্দু-
 স্থান শাসনে রাখেন, কিন্তু গৌর-বংশীয়েরা তাঁহাদিগের রাজ্য উৎপাটন
 পূর্ব্বক হিন্দুস্থান ও গাজনির রাজা হইলেন । ৬০১ সালে* গৌরী
 মহমদ হিন্দুস্থানে উপনীত হইয়া বারানসী পর্য্যন্ত ছিন্ন ভিন্ন করিয়া
 বহু জীব হত্যা করিয়াছিলেন—তিনি গাজনী মহমদের অপেক্ষা হিন্দু
 ধর্মে বিরক্ত ছিলেন । তৎ কর্তৃক আজমির ও কান্ধকুল পরাভূত এবং
 গোয়ালিয়র গড় অধিকৃত হয় । মহমদ নানা স্থান বিলুপ্ত করিয়া
 কুটব উদ্দীন নামে তদীয় অল্পচরকে ভারত রাজ্য ভার দিয়া গাজনিতে
 প্রস্থান করেন ।

আফগান অথবা পাঠান বংশ ।

কুটব উদ্দীন পাঠান বংশের সংস্থাপক ছিলেন । তিনি সদ্ধংশ-জাত ছিলেন না, বিক্রিত ভূতা ছিলেন । গোবীর মহম্মদ তাঁহার পরাক্রম ও বুদ্ধি কৌশল দেখিয়া তাঁহাকে সৈন্য দলে ভুক্ত করিলেন এবং ভারতবর্ষ অধিকার হইলে কুটবকে তথাকার প্রতিনিধি করিয়া আপন দেশে গমন করিলেন । * ৬১৫ সালে* কুটব উদ্দীন ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া দিল্লীতে স্বয়ং রাজপাট স্থাপন করেন ।

এই সময়ে লক্ষ্মণ নামে এক হিন্দু ভূপাল নবদ্বীপ শাসন করিতেন । লক্ষ্মণ বঙ্গীয় শেষ ভূপাল ছিলেন । কুটব উদ্দীন তাঁহাকে দুরীকৃত করিয়া বঙ্গ দেশ অধিকার পূর্বক গৌড় দেশে রাজধানী স্থাপন করিলেন । তিনি কিয়ৎকাল রাজ্য সম্ভোগ করিয়া ৬১৭ সালে† জীবন লীলা সম্বরণ করেন । কুটব উদ্দীন অভ্যাস্ত সাহসী, দয়াবানু, সচ্চরিত্র নর-পতি ছিলেন, এমন কি কোন সচ্চরিত্র বর্ণনা স্থলে কুটব উদ্দীনকে উপমা দেওয়া যায়—“ তিনি কুটব উদ্দীনের স্থায় সৎ ।”

এরম ।

কুটব উদ্দীনের পুত্র এরম কুটব উদ্দীনের উত্তরাধিকারী হইলেন, কিন্তু তিনি ভারতবর্ষ শাসনে অপটু হইবাতে প্রধান রাজ কর্মকারক-দিগের আবাহনের দ্বারা কুটবের জানাতা আলতম আসিয়া তাঁহাকে পরাজয় করিয়া রাজা হইলেন ।

আলতম ।

আলতম সদ্ধংশ-জাত ও পিতার প্রিয়পাত্র ছিলেন । তাঁহার ভ্রাতারা হিংসা বশতঃ তাঁহাকে দাসত্বে বিক্রয় করেন । সময় ক্রমে তিনি কুটবের অধীন হন এবং কুটব তাঁহাকে পৌষ্যপুত্র, অথচ জানাতা করেন । আলতম বাহু বলে প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ একচ্ছত্রী করেন । গোয়ালিয়রের প্রধান দুর্গ তাঁহার অধীন হয় । গোয়ালিয়র

* খ্রী ১২০৮ ।

† খ্রী ১২১০ ।

অধিকৃত হইলে আল্‌তম উজ্জয়নী আক্রমণ করিয়া বিক্রমাদিত্যের প্রস্তর নির্মিত প্রতিমূর্ত্তি এবং তৎস্থাপিত মহা কালের মন্দির ধ্বংস করিলেন । ৬৪৩ সালে আল্‌তমের মৃত্যু হয় । * আল্‌তম এক জন ক্রমভাবান্‌ রাজা ছিলেন ।

আল্‌তমের রাজত্ব কালে জর্জিস্‌ খাঁ সিন্ধু নদ পর্য্যন্ত ইউরোপ ও আসিয়ার বহু দেশ ছার খার করিয়া অগণ্য প্রাণী নষ্ট করেন ।

ফেরোজ—সুলতানা রিজা ।

তৎপরে আল্‌তমের পুত্র ফেরোজ রাজা হইলেন । কিন্তু তিনি আমোদ প্রমোদ, গীত বাদ্যোৎসব মত্ত হইবাতে তাঁহার প্রধান সেনানীরা তদীয় ভগ্নী সুলতানা রিজাকে রাজাসনে অভিষিক্ত করিলেন । সুলতানা রিজা সুবিচার অবলম্বন পূর্ব্বক শাসন করিতে লাগিলেন । প্রজারা তাঁহার দ্বারা সাতিশয় সুখী হইয়াছিল । রিজা যদিও স্ত্রী ছিলেন, তথাপি তাঁহার শাসন পুরুষের ন্যায় ছিল । এক সময়ে রাজ্যের কতক গুলি প্রধান ব্যক্তি একত্র হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলে, তিনি ভয়ে পরাংমুখী হন নাই এবং তাহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ না করিয়া কেবল কৌশলে তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়াছিলেন । অবশেষে তাঁহার দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইল, তিনি জয়ল নামে এবসিনিয়া দেশীয় এক বিক্রিত ভূত্যের প্রতি সাতিশয় অহুরক্তা হইলেন এবং তাহাকে প্রধান প্রধান পদাভিষিক্ত করিতে লাগিলেন । প্রধান পদবিশিষ্ট ভদ্র ব্যক্তির রিজার এরূপ অন্যায়াচার দর্শনে কোপাবিষ্ট হইয়া তদীয় ভ্রাতা বায় রানের সাহায্যে তাহাকে পদচ্যুত করিলেন ।

বায়রাম ।

বায়রাম নিজ ভগ্নীকে কারারুদ্ধ করিয়া ৬৪৬ সালে রাজা হইলেন । তিনি দুই বৎসর, এক মাস, পনের দিবস রাজত্ব করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হন ।

মম্বুদ ।

বায়রামের পরোলোক প্রাপ্তি হইলে ব্যক্তির ফেরোজ নৃপতির পুত্র মম্বুদকে রাজা করিল । ফেরোজের সময়ে টাটরি দেশীয় মঙ্গলেরা দুই

* খ্রী ১২৩৬ ।

† খ্রী ১২৩৯ ।

বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করে এবং দুই বারই পরাস্ত হয় । ক্রমে ক্রমে ময়ূদ আসবাল্লুরজ্জ হইয়া রাজ্য বিশৃঙ্খলে শাসন করিতে লাগিলেন । রাজ্য অবিচার ও বিদ্রোহপূর্ণ হইল । প্রজারা ময়ূদের অত্যাচার দর্শনে তদীয় পিতৃব্য মহমদের সহিত ঐক্য হইয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিল । ময়ূদ অত্যন্ত ক্ষীণ, প্রেমদাস ও নির্বোধ রাজা ছিলেন, তিনি চারি বর্ষ, এক মাস, রাজত্ব করেন ।

মহমদ দ্বিতীয় ।

৬৫৩ সালে* মহমদ দ্বিতীয় রাজাসনোন্নত হইয়া, পূর্ষাবলম্বন পূর্বক শাসন করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে ক্রমে স্বাধীন হিন্দু রাজাদিগকে অধীন করিলেন । পূর্ষাবধি গাজনী ও টাটরি দেশীয় মঙ্গলেরা ভারতবর্ষে আসিয়া উৎপাত করিত, মহমদ, তাহাদিগকে নিরাকরণার্থ সেয়র নামা তদীয় ভ্রাতৃস্পত্রকে সিন্ধু নদ রক্ষার্থ ভার দিলেন । ক্রমে ক্রমে মহমদের রাজত্ব অসীম সৌভাগ্যম্পন্ন হইল, জঙ্গিস খাঁর পৌত্র পারস্ত রাজ হিলাকু তাঁহার নিকট দূত পাঠাইয়া দিলেন । দূত অসীম সম্ভ্রমে গৃহীত হইল এবং রাজবাটীর শোভাতে তাহাকে স্তম্ভীত করিল ।

অনন্তর মহমদ কিয়ৎকাল সুখে রাজত্ব করিয়া ৬৭৩ সালে† দেহ বিসর্জন করিলেন । মহমদ পাঠান বংশের মধ্যে ধার্মিক রাজা ছিলেন । তিনি ভ্রাতা ও ভগ্নীর হিংসানেলে পতিত হইয়া বাল্যাবস্থায় কারাবদ্ধ হইয়া এমত দুঃবস্থায় স্ব হস্ত লিখিত কোরান বিক্রয় করিয়া জীবন যাত্রা নির্বাহ করিতেন, তথাপি রাজ নির্দুষ্ট অর্থ স্পর্শ করিতেন না । তাঁহার ইচ্ছায় দোষ মাত্র ছিল না এবং তিনি এক স্ত্রী পরিণয় করিয়াছিলেন । অপিচ ঐ স্ত্রীকে সামান্য গৃহ কর্ম, রন্ধন পর্য্যন্ত করিতে অহুমতি করিয়াছিলেন । কোন সময়ে তাঁহার মহিষী রন্ধন করিতে ছিলেন, দৈবাৎ অগ্নির দ্বারা তাঁহার হস্ত দক্ষ হইল, তাহাতে তিনি সম্রাটের সমক্ষে এতদ্বিবরণ নিবেদন করিয়া সাহায্যার্থ এক দাসী প্রার্থনা করিলেন । রাজা তাহাতে অসম্মত হইলেন, কহিলেন, তিনি অনর্থ অর্থ ব্যয় করিতে পারেন না । মহমদ মহা রাজ্য ভারতবর্ষের সম্রাট ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চরিত্র সম্রাটের ন্যায় ছিল, কিন্তু

* খ্রী : ১২৪৬ ।

† খ্রী : ১২৬৩ ।

তাহার ক্ষমতা বিস্তীর্ণ ছিল, শত্রুরা তাঁহাকে দেখিয়া কম্পিত হইত। বাহা হউক, মহমদের ন্যায় ধার্মিক ভূপতি পাঠান, কিম্বা মঙ্গল বংশে জন্মায় নাই।

বালিন।

মহমদ নিঃসন্তান হইবাতে তদীয় প্রধান মন্ত্রী বালিন রাজদণ্ড গ্রহণ করিলেন এবং জিল্লিসের দ্বারা তাড়িত পঞ্চদশ নৃপচয়কে আশ্রয় দিলেন। ঐ নৃপতিগণ অনেক বিখ্যাত কবিকে আনয়ন করিয়াছিলেন, বালিন তাঁহাদিগকে যথা বিধি সমাদর পূর্বক প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। এ দিকে শিহিদ ও কিরা নামক যুবরাজ দুয় ভারতবর্ষ উজ্জল করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। শিহিদ, রাজবাটীতে রাত্রি কালে এক সমাজ করিতেন, তাহাতে অনেক বিদ্বান লোক অধিষ্ঠান করিতেন, তন্মধ্যে খসরো কবি প্রধান ছিলেন। কিরা সংগীত বিদ্যার উন্নতিকারক ছিলেন এবং উৎকৃষ্ট সংগীতজ্ঞ ও বাদ্যকর লইয়া সদা আমোদ করিতেন। বালিন রাজ্যের সৌভাগ্য দেখিয়া যুদ্ধ দ্বারা ভিন্ন প্রদেশ জয় করিতে ইচ্ছক হইলেন না, তথাপি তিনি দুর্বলী ছিলেন না। তিনি রজপুতদিগকে বারম্বার পরাস্ত করেন।

কিকোবাদ।

৬৯৪ সালে* বালিনের মৃত্যু হয় এবং তৎজ্যেষ্ঠ পুত্র শিহিদের মৃত্যু হইবাতে তথা কনিষ্ঠ পুত্র কিরা দিল্লীতে অবর্তমান থাকাতে কিরার পুত্র কিকোবাদ রাজাসন পরিগ্রহ করিলেন। পরন্তু তিনি আমোদ প্রমোদে প্রমত্ত হইবাতে দিল্লী দুর্ভগ হইতে লাগিল, বিশেষতঃ তিনি নৈজাম, নামক এক জঘন্য প্রিয়পাত্রকে রাজ্য ভার দিলে, সে ব্যক্তি অহঙ্কারে অন্ধভূত হইয়া প্রজাদিগের প্রতি বিবিধ অত্যাচার আরম্ভ করিয়া অনেক ব্যক্তিকে নাশ করিল। তৎকালে কিরা বঙ্গদেশে ছিলেন, তিনি পুত্রের উৎপাত অবগত হইয়া সৈন্য সমেত প্রত্যাগত হইলেন। কিন্তু পুত্রের সহিত আদৌ যুদ্ধ না করিয়া স্নেহ বশতঃ তাঁহাকে এক পত্র লিখিলেন এবং তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রার্থনা করিলেন। কিকোবাদ পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে উদ্যোগ করিয়া রাজাসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং গর্বতা প্রকাশে পিতাকে তিন বার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে আদেশ করিলেন। কিরা অস্বারোহণে উপস্থিত

হইলে গ্রাহরীরা তাঁহাকে অশ্ব হইতে অবরোধন করাইল এবং রাজাজ্ঞা-
কুসারে তাঁহাকে মান প্রদর্শনার্থ তিন বার ভূমিষ্ঠ হইতে কহিল। কিরা
ভূমিষ্ঠ হইলেন। কিরাকে ভূমিষ্ঠ দেখিয়া অস্ত্রধারী এক রাজ রক্ষক
চিৎকার করিয়া বলিল, “সৎ কিরা পৃথ্বী রাজকে স্বাস্থ্য প্রদান করি-
তেছেন।” এই বাক্য শ্রবণ মাত্র কিরা নয়ন নীরে ভাসমান হইলেন।
কিকোবাদ পিতাকে খিদ্যমান দেখিয়া স্নেহে আর্দ্র ও অশ্রুপূর্ণ হইল। পিতৃ
চরণে পতিত হইলেন। তাহাতে ঋণকাল পিতা পুত্রে স্নেহ-আলিঙ্গন
হইল। পরে কিরা পুত্রকে সন্তুপদেশ দিয়া উত্তমরূপে রাজ্য শাসন
করিতে আদেশ করিলেন। কিরা পিতৃ উপদেশে সন্মতি প্রদান
করিলেন, কিন্তু রাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন সে ভাব পরিবর্ত হইল এবং
তিনি রাজ্য পুর্কের ন্যায় সোপাত্রবপূর্ণ করিলেন। এমত সময়ে
খিলিজি বংশীয় ফেরোজ, তাঁহাকে নষ্ট করিয়া রাজ্য অধিকার
করিলেন। ফেরোজ রাজহত্যাকারী হইয়াও অসামান্য দয়া ও
বদান্যতা প্রকাশ পুরঃসর প্রজা পালন করিলেন। কিছু কালের
পরে তিনি নিজ ভ্রাতৃপুত্র আলার বঁড়যন্ত্রে পতিত হইয়া মৃত্যু
কর্তৃক গৃহীত হইলেন।*

আলা।

আলা পিতৃব্যকে নষ্ট করিয়া দিল্লীর অধিপতি হইলেন। আলার
ন্যায় পরাক্রমী রাজা প্রায় দিল্লীতে হয় নাই। তাঁহার সময়ে মঙ্গ-
লেরা দুই বার পরাস্ত হয়। তিনি অতি অপশিষ্ট ছিলেন এবং অনভিজ্ঞ
মহমদের ন্যায় এক নব ধর্ম প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হইয়া হিন্দু ও
কোরানীয় ধর্ম একত্র করিয়া এক স্বতন্ত্র ধর্ম প্রস্তুত করিতে মানস
করিলেন। তাঁহার অপর এক হান্যাস্পদ অভিলাষ এই যে, তিনি
আলেকজান্ডের ন্যায় পৃথ্বী জয় করিতে উদ্যত হইয়া মুদ্রার মধ্যে
আপন নাম সেকন্দর দ্বিতীয়া বলিয়া খোদিত করাইলেন। অনন্তর
আলা-উল-মল্ক নামক দিল্লীর প্রধান বিচারককে এই বিষয়ের পরা-
মর্শের জ্ঞান আহ্বান করিলেন। আলা-উল-মল্ক তদনুসারে রাজ-
বাটীতে উপস্থিত হইলেন। রাজা সে সময়ে কতক গুলি মদ্যপায়ী সঙ্গীর

* ৭০২ সাল, খ্রী ১২২৫ ।

† আলেকজান্ডার পারস্য ভাষায় সেকন্দর বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। উক্ত
ভাষায় ‘সেকন্দর নাম’ নামে এক পুস্তক আছে এবং তাহাতে আলেকজান্ডার
চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে।

সঙ্গে মদ্যপান করিতে ছিলেন, আলা-উল-মল্ক তাঁহাকে তদ্বিষয় হইতে নিরস্ত করিয়া এক নির্জন স্থানে লইয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন, কহিলেন, যে সম্প্রতি কোন নব ধর্ম স্থাপন করা বিধেয় নয়, করিলে যৎপরোনাস্তি অমঙ্গল ঘটিবে, রাজ্য বিশৃঙ্খলা হইবে, ব্যক্তিদিগকে ঐ ধর্ম্মাভ্যুত্থান করা অসাধ্য হইবে। হিন্দু বা মোসলমান কেহই আত্ম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না এবং বিরক্ত হইয়া তাঁহার বিপক্ষ হইবে। যে যদিও তিনি অতুল ক্ষমতাবান, তথাপি তাঁহাকে পৃথ্বী জয়ের পরামর্শ দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়, যে তাঁহার ভারত রাজ্যই সম্পূর্ণ অধীন হয় নাই, ইহার অনেক অংশই সোপানক্রমণে রহিয়াছে, যে তিনি পৃথিবী জয়ে নিবিষ্ট হইলে, তাঁহার আত্ম রাজ্যে বঞ্চিত হইতে পারেন। ইহা অদ্যাপিও এরূপ শক্তিমান হয় নাই, যে তাঁহার অবর্ত্তমানে রক্ষিত হইতে পারে। যে বরঞ্চ তাঁহার পক্ষে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশ বিশেষতঃ পশ্চিম অংশ অধীন করা উচিত। আলা-উল-মল্ক এবম্প্রকার কহিলে অসুমান হইল আলা তাঁহাকে নিঃসন্দেহ নষ্ট করিবে, সে আশঙ্কা ভাগ্য বলে দূর হইল, আলা তাঁহাকে ছুঁবাক্য পর্য্যন্ত না বলিয়া, তাঁহার উপদেশে প্রীত হইয়া তাঁহার মত গ্রাহ্য করিলেন এবং তাঁহাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিলেন। আলা আলা-উল-মল্কের পরামর্শাভ্যুযায়িক ভারতবর্ষস্থ রণতম্পুর নামক রাজ্য আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু আকত নামে তাঁহার এক আত্মীয় তাঁহাকে বন মধ্যে বান দ্বারা ভেদ করিল তাহাতে তিনি মৃতকল্প হইলেন। আকত তাঁহাকে মৃত জ্ঞান করিয়া সিংহাসন অধিকার করিল। কিয়ৎ পরে আলা চেতন পাইয়া সৈন্য সমভিব্যাহারে অবিলম্বে রাজবাটীর সম্মুখীন হইলেন। আকত তাঁহার আগমন বার্ত্তা শ্রবণে সিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল এবং রাজাজ্ঞানুসারে হত হইল। আলা রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া ৭২৩ সালে* ইহলোক হইতে অবসৃত হইলেন।

ভারতবর্ষে আলায় কদাচারী ছুবুঁক্ত নৃপতি অত্যন্ত দেখা যায়। কামিনী ও মদিরা পাত্র তাঁহার সর্ব্ব ধর্ম্ম, সর্ব্ব ধন স্বরূপ হইয়াছিল। তিনি যে বৎসর সিংহাসনাধিকার করেন তৎপর বৎসরে গুজরাট অধীন করিতে গমন করেন। এই সময়ে হিন্দুরা সোমনাথের উৎপাটিত মন্দির পুনর্নির্মাণ করিয়াছিলেন, আলায় আগমনে তাহা পুনঃ সমভূমি হইল এবং সে স্থানে এক 'মসিদ' নির্ম্মিত

হইল। আলা দেবমুক্তি নষ্ট করিলেন, অধিকন্তু হিন্দুদিগের পুরাণাদি গ্রন্থ দক্ষ করিলেন। অপিচ তথাকার কমলদা নাম্নী রাজপত্নীকে বল পূর্বক স্ববাচীতে আনিলেন। আলা এবম্পকার অত্যাচারী ছিলেন। কিন্তু তিনি রাজ্যের দুর্বস্থা দেখিয়া তাহা বিমুক্তির জন্য কতকগুলি সুব্যবস্থা রাজ্য মধ্যে প্রচলিত করিয়াছিলেন। আলা মদ্যপান রহিত করেন এবং প্রধান সভ্যদিগকে বিবাহ পর্য্যন্ত করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

মবারিক ।

আলার পুত্র মবারিক এক্ষণে রাজা হইলেন। তিনি আলার অপেক্ষা উৎপাত আরম্ভ করিলেন। মবারিক এতাদৃশ নির্লজ্জ ছিলেন, যে বারাজনার বেশ ধারণ করিয়া সভ্যদিগের বাচীতে নৃত্য করিতেন। কখন কখন বারাজনাদিগের সঙ্গে রাজবাচীতে আসিতেন এবং সভ্যদিগের গাত্রে প্রস্রাব ত্যাগ করিতে তাহাদিগকে কহিতেন। ছুরাওয়ার এই সকল আমোদ ছিল। তাঁহার স্ত্রী জঘন্য নরপতি দিল্লীতে হয় নাই। মোসলমানদিগের কি ঘৃণাবহ ব্যবহার!

মবারিক ষড়যন্ত্রে হত হন। মবারিক হত হইলে খিলিজি বংশ লোপ পায় এবং জট নামক অসভ্য জাতীয় এক স্ত্রীর অপত্য টোকলাক রাজা হন।

টোকলাক ।

টোকলাক অতি সং রাজা ছিলেন, প্রজারা তাঁহার রাজত্বে সাতিশয় সুখী হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে চারি বর্ষ অন্তে তাঁহার মৃত্যু হইল। তিনি দেশ রক্ষার্থ অনেক গড় নির্মাণ করাইয়াছিলেন এবং বিদ্যা ও বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য সমুৎসুক ছিলেন।

মহমদ টোকলাক ।

৭৩২ সালে* টোকলাকের মৃত্যু হইবাতে তদীয় পুত্র মহমদ টোকলাক রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। আমরা মোবারিককে নির্লজ্জ বলিয়া বর্ণন করিয়াছি, কিন্তু মহমদের চরিত্র দেখিয়া আমরা তাঁহার কি

উপাধি দিব স্থির করিতে পারি না । মহমদের স্ত্রায় নিষ্ঠুর জুর ও নির্দয় রাজা কুত্রাপি কোন দেশে জন্মে নাই । এক সময়ে তিনি আলার ন্যায় মস্ত হইয়া চিন প্রদেশ আক্রমণের অভিলাষী হন । মন্ত্রী-গণ তাঁহাকে স্তম্ভিত হইতে বারণ করিতে চেষ্টা করিলেন । মহমদ কাহারো উপদেশ গ্রাহ্য করিলেন না এবং এক লক্ষ অশ্বরূঢ় সৈন্য ধসরো নামক তদীয় ভাগিনেয়ের অধীনে পাঠাইলেন । খসরো হিমালয় পর্বত দিয়া চিন দেশের সম্মুখবর্তী হইলেন । চিনেরা বহুল পরাক্রম প্রকাশ করিয়া রণজয়ী হইল । খসরো পরাস্ত হইয়া রাজ্যে প্রত্যাগমনক্ষক হইলেন, কিন্তু খাদ্যাভাবে প্রায় তাঁহার সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হইল এবং তাহার জীবিত ছিল তাহার হিমাচলের হিমে জঙ্করিত ও মৃত দেহের ন্যায় শীর্ণ হইয়া দিল্লীতে উপস্থিত হইল । রাজা তাহাদিগের আগমন সম্বাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে সংহার করিলেন । অপর সময়ে মহমদ দেবগির দেশের অপূর্ণ শোভা দেখিয়া তথায় নব রাজ্য স্থাপন করিতে সমুৎসুক হইয়া প্রজাদিগকে দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া তথায় বসতি করিতে আজ্ঞা দিলেন এবং ঐ স্থানের নাম দৌলতাবাদ রাখিলেন । প্রজারা রাজাজ্ঞাসম্মুখে তথায় গমন করিতে বাধ্য হইল, কিন্তু তথায় তাহাদিগের স্বাচ্ছন্দ জন্মিল না এবং তাহারা দিল্লীতে প্রত্যাগত হইল । তাহারা পূর্বতন আবাসে পুনঃ আগত হইলে মহমদ তাহাদিগের মনোরঞ্জনার্থ সয়ং দিল্লীতে কিয়ৎকাল অবস্থিত হইলেন এবং তৎপরে প্রজাদিগকে পুনশ্চ বল পূর্বক দৌলতাবাদে প্রেরণ করিলেন । প্রজারা কি করিতে পারে, নির্দয় রাজার মতে বশীভূত হইয়া তথায় অনিচ্ছায় আসিল । পরন্তু তাহাদিগের মন বিকৃত হইল এবং তাহারা অসন্তোষ প্রকাশ করিল । রাজা তাহাদিগের নিতান্ত অসন্তোষ জানিয়া তাহাদিগকে দিল্লীতে যাইতে আজ্ঞা দিলেন । দিল্লীতে আসিতে তাহাদিগের সর্জনশ হইল, পথি মধ্যে খাদ্যাভাবে তাহাদিগের সংখ্যা হ্রাস হইতে লাগিল । সে সময়ে দিল্লীতে মঘস্তর হইয়াছিল, তাহাদিগের অবশিষ্ট লোক সেই মঘস্তরে কালধর্ম প্রাপ্ত হইল । দিল্লীতে অত্যন্ত নিরাশ্রয়ী, হতাশা লোক রহিল । মহমদ রাজ্য কর এতাদিক বৃদ্ধি করিলেন যে কৃষকেরা স্ব স্ব কর প্রদানে অপারগ হইয়া আপন আপন পর্ণশালা ধ্বংস করতঃ পলায়ন করিল । রাজা তাহারে ভাবিত না হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে অনুচর পাঠাইলেন এবং কৃষকদিগকে হত্যা করিতে অনুচরকে আজ্ঞা করি-

লেন। মহমদের অপর অত্যাচার এই, যে তিনি এক সময়ে উন্মত্ত হইয়া নির্দোষী কান্যকুব্জ দেশীদিগকে নষ্ট করেন।

পূর্বতন হিন্দু ভূপালেরা মৃগয়া করিতেন, অদ্যাবধি ইংলণ্ডীয়েরা বন্য পশু শিকার করেন, কিন্তু মহমদ মানব জাতি শিকার করিতেন। তিনি পশাদির বিনিময়ে মল্লযা শিকার করিতে সভ্যদিগকে অনুমতি দিয়াছিলেন। মহমদ এবস্পৃকারে রাজ্য শোকপূর্ণ করিয়া ৭৫৮ সালে* প্রাণ ত্যাগ করেন। কথিত আছে যে, মহমদ বিদ্যোমতি ও ধর্মোন্নতির জন্য যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন, সে ভণ্ড তপস্বীর চিহ্ন মাত্র।

ফেরোজ ১

টোকলাকের ভ্রাতৃপুত্র ফেরোজ সম্প্রতি দিল্লীর রাজাসন অধিকার করিলেন। ফেরোজ সংপ্রকৃতি ছিলেন, তিনি প্রজাদিগের সৌভাগ্যের জন্য বিবিধ উপায় করিয়াছিলেন। তিনি “ফেরোজাবাদ” নামে মহর এবং “ফেরোজ পুর” নামে দুর্গ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার দ্বারায় অনেক খাল অসংখ্য জলাশয়, এক শত সেতু, ত্রিশটি বিদ্যালয়, এক শত চিকিৎসালয় এবং আর অনেক কীর্তি স্থাপিত হয়। বিদ্যোমতির বিষয়ে তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল, নাগরকোট জয় করিলে তথাকার মন্দিরের অভ্যন্তরে এক পুস্তকাগার ছিল এবং তন্মধ্যে এক সহস্র, তিন শত সংস্কৃত গ্রন্থ দেখা গেল, ফেরোজ বিবিধ উৎকট শাস্ত্র সমন্বিত একখানি পুস্তক লইয়া পারস্য ভাষায় অনুবাদ করান। ফেরোজ ৩৮ বর্ষ, নয় মাস, রাজত্ব করিয়া ৭৯৫ সালে† পরলোক প্রাপ্ত হইলেন।

টোকলাক দ্বিতীয়।

টোকলাক দ্বিতীয় তাঁহার পিতামহ ফেরোজের উত্তরাধিকারী হন। তিনি কুক্রীড়াগুষ্ঠান ও আমোদে কাল হরণ করাতে রুফন নামক এক ব্যক্তি তদীয় উজীরের সহকারে তাঁহাকে হত্যা করে।

আবুবেকর ।

ফেরোজের অপর এক পৌত্র আবুবেকর টোকলাকের পরলোকে তাঁহার উত্তরাধিকারী হইলেন। এক বর্ষ ছয় মাসের পরেই মহম্মদ† চতুর্থ তাঁহার রাজ্য বলপূর্বক হস্তগত করতঃ তাঁহাকে মন্ত্রী করেন।

* খ্রী ১৩৫১ ।

† খ্রী ১৩৮৮ ।

মহম্মদ চতুর্থ—হিমাউন ।

মহম্মদ চতুর্থ ছয় বর্ষ, সাত মাস, রাজ্য ভোগ করিয়া কায়া ত্যাগ করেন এবং তাঁহার পুত্র হিমাউন রাজা হইলেন । পঞ্চবিংশতি দিবসের পরেই হিমাউনের মৃত্যু হয় ।

মহম্মদ তৃতীয়—তৈমুরবেগ—সৈয়দ বংশের নূপচয় ।

হিমাউনের মরণান্তে মহম্মদের অপর এক পুত্র মহম্মদ তৃতীয় ভারতবর্ষাধিপতি হইলেন । তাঁহার সময়ে রাজ্য মধ্যে আত্ম বিবাদ হয় এবং অনেক অধীন হিন্দু ভূপালের স্বাধীন হন । রাজ্য সোপ-
দ্রবে আকর্ণি থাকে । তাঁহার সময়ে পাঠান বংশ লোপ হয় এবং তৈমুর বেগ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন ।

৮০৫ সালে* তৈমুর বেগ নামা এক জন টাটরি দেশীয় হিন্দুস্থান আক্রমণ করিল । তাহাকে পরাজিত উল্লেখ করিয়া, বরফের উপর দিয়া আসিতে হইয়াছিল, অতএব সে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পায় এবং ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া এক লক্ষ প্রাণী বধ করে । ভারতবর্ষ তদীয় দ্বারায় রুধির-সাগর হইয়াছিল, সর্বদা হা হা ছ ছ ! ইত্যাদি কাতরোক্তি ব্যতীত কিছুই কর্ণগোচর হইত না । তৈমুর দিল্লী পর্য্যন্ত গমন স্থান ছিন্ন বিছিন্ন করিল । মহম্মদ ৪০০০০ পদাতিক ও ১০০০০ অশ্বারূঢ় লইয়া দিল্লীতে লুকাইয়াছিলেন, তৈমুর তাঁহার শঙ্কা দূরীকরণ ও তাঁহাকে যুদ্ধে নিরস্ত করণার্থ কতকগুলি সৈন্যকে অগ্রে রাখিলেন এবং তাহাদিগকে তয়ের চিত্র প্রকাশ করিতে কহিলেন । তাহারা তদনুরূপ করিলে মহম্মদ তাহাদিগকে অক্ষম জানিয়া রণে নিবিষ্ট হইলেন । তৈমুর তাঁহাকে পরাভব করিয়া দিল্লী অধিকার করিলেন । মহম্মদ গুজরাটে পলায়ন পরায়ণ হইলেন । মহম্মদ রাজ্যোদ্ধারার্থ উপায়ান্তরান্বিত করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইল এবং মোসলমানের প্রতিনিধি কিসর সিংহাসন আক্রমণ করিয়া তৈমুরের প্রতিনিধির স্বরূপ হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন । কিসরের সৈয়দ বংশ স্থাপক অথবা তৎ বংশের আদি পুরুষ ছিলেন । কিসরের পরে মবারিক, মহম্মদ পঞ্চম, আলা দ্বিতীয়, বিলিয়ল্, সেকন্দর প্রথম এবং ইব্রাহিম দ্বিতীয় প্রভৃতি দিল্লীর রাজা হইলেন । ইব্রাহিমের সময়ে তৈমুরের অভিবৃদ্ধি প্রপৌত্র বাবর হিন্দুস্থানে আসিয়া দিল্লী অধি-

কার করিলে কিসরের বংশ লুপ্ত হয়। সুল্তান বাবর দিল্লী আক্রমণ করিলে ইব্রাহিম মুদ্বার্থ অগ্রসর হইলেন। ঘোর যুদ্ধ হইল এবং ইব্রাহিম যুদ্ধে পতিত হইবাত্তে বাবর ১৩২ সালে* দিল্লীর সম্রাট হইয়া মঙ্গল বংশ স্থাপন করিলেন।

অষ্টম অধ্যায় ।

মংগল বংশ ।

বাবর ।

বাবর রাজ্য অপহরণ কবিলে ইব্রাহিমের জাতা মহমদ এক লক্ষ পাঠান সৈন্য সঙ্গে করিয়া তাঁহার সহিত সমরে নিযুক্ত হইলেন। বাবরের অত্যন্ত মাত্র স্বদেশীয় সৈন্য ছিল, কিন্তু বাহারা ছিল তাহারা সকলেই পাঠানদিগের অপেক্ষা রণবিশারদ। বাবর সৈন্যদিগকে উপযুক্ত স্থানে শৃঙ্খলায় স্থাপন করিয়া যুদ্ধ করিলেন, কঠিন যুদ্ধ হইল। বাবর রণজয়ী হইলেন। কিন্তু বাবর দীর্ঘকাল রাজ্য ভোগ করিতে পারিলেন না এবং ১৩৭ সালে † তাঁহার প্রাণ বিরোগ হইল। বাবর অসামান্য গুণসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার চরিত্র অতি সৎ ছিল এবং তিনি কাব্যশাস্ত্রে বিলক্ষণ বিচক্ষণ ছিলেন। কিন্তু তিনি অতিরিক্ত মদ্যপান করিতেন।

হিমাউন ।

বাবর জ্যেষ্ঠ পুত্র হিমাউনকে উত্তরাধিকারী করিয়া যান। কিন্তু হিমাউন রাজা হইলে, তাঁহার ভাতাদ্বয় কমরন ও হিন্দাজ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে চেষ্টা করেন, তাহাতে ভাতাদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। এই স্ত্রযোগে সেয়র খাঁ নামে এক পাঠান সেনা-

* খ্রী ১৫২৫

† খ্রী ১৫৩০।

পতি দিল্লী আক্রমণ করে। হিমাউন যুদ্ধে অপারগ হইয়া পারস্য দেশে পলায়ন করিলেন। এই পলায়নে তিনি অনির্কচনীয় যন্ত্রণা পাইয়া ছিলেন, ক্রমশঃ বন মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে কণ্টকে তাঁহার শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল, পিপাসায় জিহ্বা বিদীর্ণ হইতে ছিল। তিনি এরূপ দুঃস্থায় শুনিলেন তাঁহার বিখ্যাত পুত্র আকবর জন্মিয়াছেন। হিমাউন আত্ম প্রাণ রক্ষার্থ পুত্রের রক্ষার উপায় করিতে পারিলেন না,—পলায়নে বাধ্য হইলেন। তিনি পারস্য রাজবাটিতে সমাগত হইলে পারস্যরাজ তৎপ্রতি বিহিত সম্ভ্রম প্রদর্শন করিলেন, এবং সাহায্যের নিমিত্ত তাঁহাকে দশ সহস্র সৈন্য দিয়া কাবেল আক্রমণ করিতে বলিলেন। কাবেল স্নে সময়ে তদায় ভাতা কমরণের অধিকার ছিল, সে হিমাউনের আক্রমণে ভয় প্রদর্শনার্থ তৎপুত্র আকবরকে প্রাচীরে এক চিতায় বান্ধিয়া এই, ভয় প্রদর্শন করিল, যে হিমাউন আক্রমণ করিলে তৎক্ষণাৎ তদীয় পুত্রকে নষ্ট করিব। হিমাউন তাহা গ্রাহ্য করিলেন না এবং পাছে আকবরকে নষ্ট করে, এজন্য ভাতাকে গম্ভীর ভাবে বারণ করিতে উপায় করিলেন। কমরণ রণে পরাংমুখ হইল এবং হিমাউন রাজ্যাধিকারী হইলেন। হিমাউন নয় বর্ষ কাল কাবেল শাসন করেন।

এদিকে সেয়র খাঁ দিল্লীর নরপতি হইয়া সুবিচারে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন, তাঁহার অধিকারে প্রজাপুঞ্জ সুখী হইয়াছিল। তিনি পথিকদিগের সুখে গমনের জন্য ভার্গারখী হইতে সিন্ধু নদ পর্যন্ত এক বৃহৎ রাজপথ নির্মাণ করিলেন এবং পথিকদিগের বিশ্রাম জন্য তাহার দুই পাশ্বে বৃক্ষসমূহ রোপণ করাইলেন, তথা এক এক ক্রোশ অন্তরে এক এক কূপ নির্মাণ করাইয়া দিলেন। অপর যাত্রীদিগের আশ্রম জন্য প্রত্যেক আড্ডায় এক এক 'সরাই' স্থাপন করিলেন। কিন্তু দুঃস্থায় বশতঃ পঞ্চ বর্ষান্তে তাঁহার পরোলোক প্রাপ্তি হইল এবং তৎপুত্র সেলিম রাজ্যাধিকারী হইলেন। কিয়ৎপরে তাঁহার পুত্র না হইবাতে মহম্মদ আদিল সুর ও ইব্রাহিম অল্পক্রমে রাজ্যশাসন করিলেন। এই দুই ব্যক্তির সময়ে রাজ পরিবারের মধ্যে কলহ উপস্থিত হয় এবং রাজ্যের প্রধান কর্মচারীরা পরস্পর বিবাদ করেন। হিমাউন এই সুযোগে ১৫০০ অশ্বারুঢ় সৈন্য সঙ্গে করিয়া দিল্লী আক্রমণ করিলেন। সেয়র সার ভাতপুত্র সেকন্দর দিল্লীর রাজা ছিলেন, দিল্লী আক্রান্ত হইলে তিনি ৮০০০০ সৈন্য লইয়া হিমাউনের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন। এই যুদ্ধে আকবর অসাধারণ বিক্রম প্রকাশ করিয়া ছিলেন।

তখন তাঁহার বয়স্ক্রম ত্রয়দশ বর্ষ মাত্র ছিল, সৈন্যেরা তাঁহার সাহস দেখিয়া উৎসাহান্বিত হইল এবং ক্ষণ বিলম্বে শত্রুদিগকে নিরস্ত করিল। সেকন্দের পরাজিত হইয়া পঞ্জাবের নিকটস্থ পর্বতে পলায়ন করিলেন। হিমাউন জয়ী হইয়া দিল্লীস্থর হইলেন। কিন্তু সাম্রাজ্যের মধ্যে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল। হিমাউন সচ্চরিত্র, সাহসী ও বিদ্যাবান ভূপতি ছিলেন। বিদ্যা বিষয়ে তাঁহার এরূপ উৎসাহ ছিল, যে তিনি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অত্যর্থনার নিমিত্ত সাতটি প্রকোষ্ঠ নিৰ্ম্মাণ করিয়া তাহা সপ্ত গ্রাহের নামে প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন। বিশেষ পদবিশিষ্ট ব্যক্তির বিশেষ প্রকোষ্ঠে অভর্থিত হইতেন।

মহম্মদ আকবর ।

১৬৩ সালে* মহম্মদ আকবর, তদীয় পিতা হিমাউনের পরলোকে দিল্লীস্থর হইলেন। তখন তাঁহার চতুর্দশ বর্ষ মাত্র বয়স্ক্রম ছিল, রাজ্যও সোপান্দ্রবে আবিষ্ট ছিল, পাঠানেরা রাজ্য হস্তগত করিবার উপক্রম করিতেছিল। আকবর যে দিকে নয়ন নিক্ষেপ করেন সে দিকে কেবল বিপদ দেখেন। কিন্তু তথাপি তিনি শঙ্কুচিত হইলেন না এবং গঞ্জা পার হইয়া অকস্মাৎ বিদ্রোহীদের শিবিরের সম্মুখীন হইলেন। তথায় উপনীত হইয়া বিদ্রোহীদের সেনানীকে সংহার করিলেন। বিদ্রোহীরা শিবির ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। হিমাউনের পরলোকে আগ্রা, কাবেল, পঞ্জাব অধিকন্তু দিল্লী, পর্য্যন্ত সোপান্দ্রবময় ছিল এবং শত্রুর স্থান বিশেষ অধিকার করিয়াছিল। আকবর সে সমস্ত উদ্ধার করিতে তৎপর হইলেন। তিনি মহম্মদ আদিলের মন্ত্রী হেমকে পরাজয় করণানন্তর দিল্লী ও আগ্রা সম্পূর্ণ দখল করিলেন। এই সময়ে সেকন্দের স্ত্রীর পঞ্জাব অধিকার করিয়া ছিলেন, আকবর তাঁহাকে পরাজয় করিয়া পঞ্জাব স্বরাজ্য ভুক্ত করিলেন। পরে আজমির ও গোয়ালিয়রের গড় অধীন করিয়া মালুয়া অধীন করিতে গেলেন। তখন মালুয়া রাজবাহাদুর নামক পাঠানের অধিকার ছিল, আকবর তাহাকে জয় করতঃ তাহা গ্রহণ করিলেন ১৬৮১। আকবর তদন্তর চিটোর লব্ধ করণার্থ যাত্রা করেন। উদয় সিংহ তখন চিটোরের অধিপতি ছিলেন, তিনি আকবরের আগমন বার্তা শ্রবণে পলায়ন

* খ্রী ১৫৫৩ ।

† খ্রী ১৫৩১।

করেন, কিন্তু তাঁহার সৈন্যাধক্ষ জয় মল, দুর্গ রক্ষা করিবাতে আকবরের সহিত তাঁহার সমর হয় এবং আকবর তাঁহাকে নষ্ট করিয়া চিটোর প্রাপ্ত হন। আকবর তদন্তরে গুজরাট বঙ্গ কাশ্মীর সিন্ধু প্রভৃতি লব্ধ করিয়া ভারতবর্ষে একচ্ছত্র করেন। আকবর অতঃপর স্বচ্ছন্দে রাজ্য ভোগ করিতে পারিলেন না, কতকগুলি মঙ্গল সেনানী গুজরাটের রাজধানী 'আমেদাবাদ' আক্রমণ করিবাতে তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে গমন করিলেন। ঐ মঙ্গল সেনানীরা তাঁহার নিকট যুদ্ধে পরাস্ত হইল।

আকবর কিয়ৎকাল রাজত্ব করেন ইতিমধ্যে ইংলণ্ডীয় কতকগুলি ধর্ম-দূত রাজসভায় উপনীত হইলেন। রাজা তাহাদিগকে সম্ভ্রমে গ্রহণ করিলেন এবং স্বয়ং খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী হইবেন তাহাদিগকে এরূপ আশ্বাস দিলেন। ধর্মদূতেরা কিয়ৎকাল সেই আশয়ে দিল্লীতে রহিলেন, কিন্তু আকবর তাহাদিগের ধর্মাবলম্বন না করিলে তাহারা স্বেদেশে যাত্রা করিলেন। আকবরের ধর্ম বিষয়ে চমৎকার ব্যবহার ছিল, তিনি হিন্দুদিগের সমক্ষে হিন্দু ধর্মের অনুরাগ, মোসলমানদিগের সমক্ষে কোরাণীয় ধর্মের চর্চা এবং খ্রীষ্টীয়ানদিগের সমক্ষে খ্রীষ্টের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিতেন। ফলতঃ তিনি ব্রাহ্মধর্ম ভিন্ন কোন ধর্ম মানিতেন না। আকবর ৫১ বর্ষ মহা স্নুখে রাজ্যোপার্জ্য সম্ভোগ করিয়া ১০১২ সালে* নিশ্বাস বায়ু সম্বরণ করেন।

আকবর দিল্লীর সকল নরপতির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং সর্ব গুণে অলঙ্কৃত হইয়া প্রজার মনোরঞ্জন করিতেন। প্রজাবৎসল নরনাথের নম্রভাবরূপে রাজ্য শাসনে প্রজাপুঞ্জ বহুবিধ সুখ লব্ধ করিয়াছিল, আকবরের রাজ্যে কোন বিপদের আশঙ্কা ছিল না। আকবর সংস্কার জনগণের উপকার উপলব্ধির নিমিত্ত "আইন আকবরি" প্রণয়ন করান। এই গ্রন্থে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কৃষীকর্ম, বাণিজ্য, রাজকরাদি বিবিধ বিষয়ের নির্ণয় আছে। কোন দেশে কি কি প্রকার শস্ত্রোৎপত্তি হয়, করের সংখ্যাই বা কোন দেশে কত, তাহা এতৎ গ্রন্থে জানা যায়। তাঁহার অধিকারের পূর্বে প্রজাদিগকে না না বিষয়ের কর দিতে হইত, প্রত্যেক বৃক্ষে কর নির্ধারিত ছিল এবং যাত্রীদিগকে ও ধীরদিগকে কর দিতে হইত। আকবরের স্মৃশাসনে এবম্পকার অন্যায্য কর লোপ হইল। আকবরের সময়ে হিন্দু ঘোষণা অত্যাচার হইতে সুরক্ষিত হইত, রাজপথে কেহ তাহাদিগকে বিক্রম করিতে

সমর্থ হইত না। তাঁহার কালে হিন্দুরা প্রধান প্রধান পদে নিযুক্ত হন।

মহম্মদ আকবরের শাসন সময়ে সর্ব প্রকার বিদ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল এবং কতিপয় ব্যক্তি বিদ্যায় প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন। আবুল ফাজেল “আইন আকবরি” প্রণয়ন করেন। ফেজি সংস্কৃত ভাষায় বিচক্ষণ ছিলেন এবং মহাভারতের “নল দময়ন্তী” লিলাবতী ও বীষ্ণু গণিত শাস্ত্র পারস্য ভাষায় অনুবাদ করেন। এই সময়ে বিখ্যাত গায়ক তানসান জম্মিয়া ছিলেন।

জিহঙ্গির ।

যুবরাজ সেলিম আকবরের মরণান্তে যৌবরাজ্য অধিকার করিয়া গর্ভতা পূর্বক “জিহঙ্গির” অথবা ‘পৃথ্বীজয়ী’ নাম গ্রহণ করিলেন। আকবর যেরূপ জ্ঞানী ও ধার্মিক রাজা ছিলেন, জিহঙ্গিরের চরিত্র তাদৃশ ছিল না। আকবরের জীবদ্দশায় দিল্লীতে মরাল-নিশা, (অথবা ঘোষাবৃন্দের সূর্য্য স্বরূপা) নামে এক নিরুপমা, মনো-রমা ছিলেন, সেয়র নামে এক জন পারস্যের সহিত তাঁহার সখস্ক মিত্র হইয়াছিল। জিহঙ্গির ঐ রমণীর রূপমাধুরী সন্দর্শনে মোহিত হইয়া তাঁহার পাণি গ্রহণের নিমিত্ত সমধিক আয়াস করিয়া সেয়রকে বঞ্চনা করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পিতার শাসনে আত্ম মানস সম্পূর্ণ করিতে পারিলেন না। সময় ক্রমে যখন তিনি আপনি সম্রাট হইলেন, তখন সেয়রকে নিগ্রহ করিতে উপায় পাইলেন, কিন্তু সেয়রকে সহজে নিগ্রহ দেওয়া কঠিন ছিল. কারণ সেয়র নিজ গুণে সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন। জিহঙ্গির প্রথমে তাঁহাকে হস্তী এবং ব্যাঘ্রের সহিত মল্লযুদ্ধ করিতে বাধ্য করেন, সেয়র ঈশ্বর প্রসাদাৎ নিজ বাহুবলে এমত ভীষণ বিপদ হইতে মুক্ত হইলেন। জিহঙ্গির সেয়রকে নষ্ট করিবার জন্য বঙ্গ-দেশের ‘সুভ’ কুটবকে প্রেরণ করেন। কুটব ৪০ জন লোকের সহিত সেয়রকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। সেয়র ঐ ৪০ ব্যক্তিকে সংহার করিলেন। কুটবের প্রথম উপায় নিরর্থক হইলে তিনি এক ক্ষুদ্র সৈন্যদল লইয়া পুনশ্চ সেয়রের নিকটে গেলেন। সেয়রের কি চমৎকার বীরত্ব! তিনি বিনা আশ্রয়ে কুটবের কতকগুলি সৈন্য সমেত কুটবকে ভূমিশায়ী করিলেন। পরন্তু তিনি কখন বিলম্বে শরাঘাতে পঞ্চদশ পাইলেন। সেয়রের উত্তরকালে মরাজনিশা জিহঙ্গিরের পত্নী হইলে ‘মুরজ্জিহান’ নামে উক্ত হইলেন।

১০১৫* সালে মেং উইলিয়ম হকিন্স ইংলণ্ডীয়দিগের ভারতবর্ষে

বাণিজ্য করিবার অমুমতি লইবার প্রত্যাশায় জিহঙ্গিরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগরায় উত্তীর্ণ হন। জিহঙ্গির তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন। হকিম প্রত্যাহ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন তাহাতে রাজার সহিত তাঁহার প্রণয় হয়, রাজা এক আরমানী রমণীর সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। হকিমের সৌভাগ্য দেখিয়া রাজমন্ত্রীরা হিংসা বশতঃ রাজার নিকটে তাঁহাকে কৌশলে দোষী করিতে উদ্যোগী হইল। রাজা তাহাদিগের কল্পিত বাক্য প্রত্যয় করতঃ “ইংলণ্ডীয়েরা যেন আর না আইসে” এরূপ অন্তায় বচন প্রয়োগ করিলেন। হকিম অন্য উপায় না দেখিয়া এবং বাণিজ্যার্থ রাজমুমতি না পাইয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন। হকিম নিরাশা প্রাপ্ত হইলে পরে দিল্লীর সন্ত্রাটের নিকট ইংলণ্ডীয় এক সম্ভ্রান্ত রাজদূত প্রেরিত হইল। সার টমশ রো রাজদূত হইয়া হিন্দুস্থানে আগমন করিয়া ১০২৩ সালে* জিহঙ্গিরের রাজবাটীতে উপনীত হইলেন। জিহঙ্গির যথা সম্ভ্রমে তাঁহাকে অভর্থনা করিলেন। হিংস্রকের বিদ্রোহ কোন প্রকারে নিবারিত হয় না; রাজমন্ত্রীরা রোর শত্রু হইল, কিন্তু সন্ত্রাটের আলুকুল্যে তাহাদিগের বিদ্রোহ অধিক প্রবল হইল না। জিহঙ্গির রোকে ইংলণ্ডীয়দিগের নিরাপদে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে অমুমতি প্রদান করিলেন। রো চারি বর্ষ ভারতবর্ষে থাকিয়া স্বদেশে গমন করিলেন। জিহঙ্গির কিছু কাল স্বচ্ছন্দে কাল হরণ করিতেছেন, এমত কালে তাহার প্রিয় ভার্য্যা মুরজিহান তদীয় স্বচ্ছন্দ উচ্ছেদ করিলেন। তিনি আগন জামাতা এবং জিহঙ্গিরের চতুর্থ পুত্র সারিয়রকে রাজাসনে স্থাপন করিতে এবং স্বপত্নী-পুত্রদিগকে রাজাসনে বঞ্চিত করণাভিলাষিনী হইয়া ভর্তাকে কুমন্ত্রণা দিয়া তাঁহার মন বিকৃত করিলেন। সন্ত্রাটের মহাবত খাঁ নামে এক বিশ্বাসী, পরাক্রমী সেনাপতি ছিল, যুবরাজ সা জিহান বারম্বার রাজ্য মধ্যে দৌরাত্ম্য ও বিদ্রহিতাচরণ করিলে, মহাবত তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া রাজ্যের কুশল রক্ষা করেন। তিনি এবম্পকার মহৎ কৰ্ম করিয়া পুরস্কারের প্রত্যাশায় রাজ সভায় গমন করিলেন। পরন্তু রাজা মুরজিহানের কুমন্ত্রণায় এরূপ হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন, যে তিনি মহাবতকে সমাদর পর্য্যন্ত করিলেন না। মুরজিহান রাজার বিশ্বাস জন্মান, যে মহাবত খাঁ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিতে মন্ত্রণা করিতেছে। মহাবত ইহার তত্ত্ব পাইয়া তদবধি আর রাজ সভায় বাইতে ক্ষান্ত হইলেন, কিন্তু রাজাজ্ঞা হেলন করিতে না পারিয়া আত্ম রক্ষার জন্য ৫০০০০

অপেক্ষিত রাজপুত্র সমভিব্যাহারে অবশেষে তথায় গমন করিলেন। রাজা তখন লাহোরের সন্নিকটে ছিলেন, মহাবত তাঁহার শিবিরে প্রবেশ করিলে তিনি তাঁহাকে অমান্য করিলেন, এবং রাজকর ও লুণ্ঠিত ধনের হিসাব চাহিলেন। এতদ্বারা মহাবতের মহা ক্রোধ জন্মিল, তিনি এক দল সৈন্য নদীকূলে রাখিয়া, অন্য দলের সহিত জিহঞ্জিরের শিবির আক্রমণ করিলেন এবং সবেগে জিহঞ্জিরের সম্মুখে গেলেন। জিহঞ্জির ত্বর হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, “মহাবত খাঁ অভিপ্রায় কি?” মহাবত প্রত্যুত্তর করিলেন, “আমার শক্ররা আমার প্রাণ নাশের মন্ত্রণা করিতেছে তাহাদিগের মন্ত্রণায় তাড়িত হইয়া, আমি প্রভুর নিকটে রক্ষার প্রার্থনায় উপস্থিত হইয়াছি।” অন্তর্ধারী মনুষ্যেরা “কি নিমিত্ত পশ্চাতে রহিয়াছে” জিজ্ঞাসা করিতে তিনি উত্তর দিলেন, “তাহারা আমার এবং আমার পরিবারের রক্ষা প্রার্থনা করে এবং ইহা ব্যতীত তাহারা গমন করিবে না।” জিহঞ্জির তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, তোমার প্রাণ নাশ করিবার আমার কোন অভিপ্রায় নাই।

জিহঞ্জির এক্ষণে মহাবতের অধীনে রহিলেন। মুর জিহান মহারাজের দুর্দশা শ্রবণ করিয়া মহাবতের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিলেন, মহাবত তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন। মুর জিহান রণে পরাভূতা হইয়া লাহোরে পলায়ন করিলেন, তাহাতে জিহঞ্জির পত্রের দ্বারা তাঁহাকে আপনার শিবিরে আসিতে বলিলেন। মুরজিহান শিবিরে আসিয়া পতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে মহাবতের নিকটে অন্তিমতি প্রার্থনা করিলে, মহাবত এই অন্তিমতি দিলেন, যে আমার সমক্ষে তোমাদিগের পরস্পর সন্দর্শন হইবে। মুরজিহান পতির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি পতিকে বিলোকন করিয়া স্নেহার্দ্দা হইলেন, তাঁহার নয়নাশ্রু ভূতলে পতিত হইল। প্রেয়সীকে এবম্পকার খিদ্যমানা দেখিয়া জিহঞ্জিরের দুখাঃশল উদ্দীপ্ত হইল, তিনি সক্রমণ বচনে মহাবত খাঁকে মিনতি করিয়া প্রেয়সীর স্বতন্ত্রতা প্রার্থনা করিলেন। মহাবত প্রভুর কাভরোক্তিতে দয়াজ্জ হইয়া তাঁহার প্রেয়সীকে বিমুক্ত করিলেন এবং তাঁহাকে যথা বিহিত সমাদরে কাবেলে লইয়া গেলেন। তথায় লইয়া গিয়া মহাবত কিয়ৎকালের পরে আপন সোপার্জিত অধিকার পরিত্যাগপূর্বক নৃপতিকে স্বাধীন করিয়া সামান্য অবস্থায় কালহরণ করিতে লাগিলেন। মহাবত রাজত্ব ত্যাগ করিলে কুচক্রী মুরজিহান প্রতিহিংসা সাধনে নিরতা হইয়া তাঁহার প্রাণ নাশের মন্ত্রণা করিলেন। ক্ষীণান্তঃকরণ জিহ-

জির নুরজিহানকে নিবারণ করিতে অসমর্থ হইয়া মহাবত খাঁকে আশ্রয় রক্ষোপায় করিতে বলিলেন। মহাবত তদনুসারে সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ইতস্ততঃ দেশে দেশে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন, এদিকে নুরজিহান মহাবতের সমস্ত ঐশ্বর্য্য হরণ করিলেন। মহাবত তৎপরে রাজ্যে আসিয়া জিহজিরকে পদচ্যুত ও সাজিহানকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবার পরামর্শ করিতেছেন এমত সময়ে ১০৩৩ সালে জিহজিরের মৃত্যু হইল।*

জিহজির, সাহসী ও পরাক্রমী ছিলেন, কিন্তু নুরজিহানকে বিবাহ করিয়া তাঁহার পরাক্রম ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইতে লাগিল, তাঁহার বুদ্ধিও লোপ পাইল। নুরজিহানই তাঁহার সর্বনাশের মূল।† জিহজির ঐ জুরা স্ত্রীর নিতান্ত বশীভূত হইয়া মহা মহা আশ্রয় বিপদ আনয়ন করিয়াছিলেন। জিহজিরের রাজবাটী অতি শোভাযুক্ত ছিল, কাচের দ্রব্যাদি পরিবর্তে হীরক, প্রবালাদির দ্বারা রাজবাটী উজ্জ্বলিত ও শোভিত হইত। সন্ধ্যাট প্রাতঃকালে এক বাতায়নে উপস্থিত হইতেন, তখন অনেক ব্যক্তি প্রভুকে দর্শন করিত। তিনি পুনশ্চ মধ্যাহ্ন কালে সেই স্থানে আগমন করিয়া বন্য পশুর মল্ল যুদ্ধ দেখিতেন। তিনি বৈকালে ‘দরবারে’ বসিতেন এবং অষ্ট ঘটিকা রাত্রি কালীন গসেল খাঁ নামক সভায় সম-বয়স্ক ও প্রিয়পাত্রদিগের সঙ্গে মিঠালাপ ও প্রমোদ করিতেন। সন্ধ্যাটের জন্ম দিনে তিনি দুইটী ‘বাক্স’ লইতেন, এক ‘বাক্স’ স্বর্ণ পূর্ণ, অন্য ‘বাক্স’ চনি পূর্ণ থাকিত, নৃপতি ঐ সকল ভূতলে প্রক্ষেপ করিতেন, এবং সভ্য ও ভদ্র ব্যক্তির তাহা ভূতল হইতে গ্রহণ করিতেন। অন্য সময়ে রাজদেহ তুলট হইত, প্রথমে টাকা, তৎপরে স্বর্ণ, জহরত তদন্তে বহুমুলা বস্ত্র, শস্ত্র, ভূতাদি সজ্জিত পরিমাপিত হইত। রাজ সভায় মদ্য পান অতিরিক্ত প্রচলিত ছিল।

* খ্রী ১৩৩৭।

† কথিত আছে, নুরজিহান শিষ্য বিদ্যায় সুনিপুণ ছিলেন এবং তাঁহার ও তাঁহার মাতার দ্বারা সুগন্ধি ‘আতর’ প্রস্তুত হয়।* তিনি তাবৎ স্ত্রীর অপেক্ষা করিত, চিত্রবিদ্যা এবং মৃত্যু, পীড়, বাদ্যে বিচক্ষণা ছিলেন।।

সাজিহান ।

যুববাজ সাজিহান বৈনাত্র ভাতা সারিয়রকে বিনষ্ট করিয়া রাজ-
কিরীট ধারণ করিলেন। তিনি সিংহাসনে উঠিবা মাত্র স্ত্রুখে রাজত্ব
করিতে পারিলেন না। ভারতবর্ষে লোদি নামে এক পাঠান সেনানী
ছিল, তিনি সিংহাসন প্রাপ্তাকাঙ্ক্ষী হইয়া রাজ বিদ্রোহী হইলেন।
সাজিহান তাঁহাকে দমন করিবার জন্য সৈন্যাধ্যক্ষ ইরাদত খাঁকে
প্রেরণ করেন, কিন্তু লোদির বিক্রম প্রবল হয়, তিনি ইরাদতকে পরাস্ত
করেন। ইরাদত পরাস্ত হইলে রাজা প্রধান মন্ত্রী আমিসফ খাঁকে পাঠা-
ইয়া দিলেন। আমিসফ উপস্থিত হইবা মাত্র তদীয় নাম শ্রবণে
লোদির সৈন্যেরা ভঙ্গ দিয়া প্রস্থান করিল। লোদি ভারতবর্ষ হইতে
না পলায়ন করিতে পারে এ জন্য জিহাজিব প্রত্যেক পথ অবরোধ
করিলেন, কিন্তু তথাপি লোদি কৌশলে নালয়াতে পলায়ন করিলেন।
মহারাজ আবদুল নাগা সেনানীর সহিত ১০০০০ অশ্বারূঢ় সৈন্য প্রেরণ
করিলেন। লোদি তাহাদিগের আগমন সংবাদ জ্ঞাত হইয়া মরণ
সন্নিকট জানিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারী কতকগুলি বিশ্বাসী, কৃতজ্ঞ,
সৈন্যকে প্রস্থান করিতে ও আত্মরক্ষণোপায় করিতে বলিলেন।
কিন্তু ঐ কৃতজ্ঞ সৈন্যেরা প্রভুকে পরিত্যাগ করিল না এবং তাঁহার
সহিত ষরণেন্মুখ হইল। এমত সময়ে এক গোলা আমিয়া লোদির
শরীর ভেদ করিল, তিনি ত্রিশ জন সৈন্যের সহিত ধরাশায়ী হইলেন।

বদিও সাজিহান যৌবরাজ্যভিষিক্ত হওনাবধি নিদ্রায় কর্ষে মগ্ন
হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি এক উৎকৃষ্ট রাজার মতো পরিগণিত।
তিনি স্ব রাষ্ট্র দৃঢ়তর রক্ষা করিয়া নানা কীর্তির দ্বারা বিভূষিত
করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্তৃক প্রস্তুতময় শিল্প কর্ষে শোভিত
অনেক মনোহর রাজবাটী ও মসিদ নির্মিত হয়, তন্মধ্যে তাজ মহল
সর্ব প্রধান ও মনোরম্য ছিল। এই মসিদ অদ্যাবধি আগরাতে বর্তমান
আছে, ইহা সাজিহানের স্ত্রী মুর জিহানের কবর, ইহা নির্মাণ
করিতে ৭৫০০০০০ মুদ্রা ব্যয় হয়। সম্রাট সাজিহান এবম্পকার বহু
প্রকার কীর্তি করিতেছেন, এমত সময়ে তাঁহাকে গাঢ় পীড়া আক্র-
মণ করিল, তাহাতে তিনি প্রায় মৃতকল্প হইলেন। তাঁহার চারি
পুত্র ছিল, দারা, সুলতান, মোরাদ, ওরাংজেব, তন্মধ্যে দারা পিতার প্রিয়
পুত্র ছিলেন। নৃপতি পীড়িত হইলে তিনি বাৎকায়্য পর্যালোচনা
করিতে লাগিলেন। দারা, শিষ্ট প্রকৃতি ও ধার্মিক ছিলেন, কিন্তু

স্বভাব-জাত ভ্রাতৃ বিবাদ সম্বন্ধে অসমর্থ হইয়া ভ্রাতৃদিগের লিপি রাজ্যে আনয়নে রহিত করিলেন এবং তাঁহাদিগের কুশলাকাঙ্ক্ষী মহৎ মহৎ সামাজিকদিগকে পদচ্যুত ও নিরাকৃত করিলেন। ইতিমধ্যে সাজিহান অরোগী হইলেন, কিন্তু যুবরাজের দারার নিগ্রহে নিপীড়িত হইয়া তৎ প্রতি প্রতিফল দিতে উদ্যোগ করিলেন। সাজিহান আরোগ্য প্রাপ্তানন্তর পুনঃরাজ্য শাসন আরম্ভ করিলেন। সুজা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। দারার পুত্র শোলেমানের সহিত বঙ্গ দেশে যুদ্ধ হইল, তাহাতে শোলেমান রণজয়ী হইলেন। এ দিকে মোরাদ ও ওরাংজেব একৈক্য হইয়া নর্মদার তীরে রাজ সেনানী যশমন্ত সিংহের সহিত সমরে নিযুক্ত হইলেন এবং অবিলম্বে জয় লব্ধ করিলেন।

অনন্তর দারা তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হন, আগ্রাতে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয় এবং দারা পরাস্ত হইলেন। দারা পলায়িত হইলে ওরাংজেব বলের দ্বারা রাজ্য প্রাপ্তীক্ষা করিলেন এবং কৌশলে পিতাকে আত্ম হরণবস্থা ও তৎ প্রতি বশীভূততা জানাইলেন। সাজিহান তাঁহার বাক্য সহসা প্রত্যয় না করিয়া পুত্রের স্বভাব পরীক্ষার্থে জাঁহানারা নাম্নী তদীয় তনয়াকে তাঁহার নিকটে পাঠাইলেন। জাঁহানারা প্রথমে মোরাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, কিন্তু মোরাদ তাঁহাকে দারার ইচ্ছাভিলাষিনী জানিয়া তৎ প্রতি সম্ভ্রম প্রকাশ করিলেন না। জাঁহানারা তাহাতে বৈরজ্ঞা হইয়া তাঁহার শিবির পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতে ছিলেন, এক কালে ওরাংজেবের সহিত তাঁহার সন্দর্শন হইল, তিনি ভগিনীকে সমমাদরে নিজ শিবিরে লইয়া গেলেন এবং অতি সৌজন্য ভাবে আত্ম অবস্থা অবগতি করিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিলেন। জাঁহানারা তাঁহাকে সরলান্তি-লাষী অবধারিত করিয়া দারার কৌশল ও সৈন্যাধ্যক্ষদিগের বিষয় তাঁহাকে বিদিত করিয়া পিতার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। তিনি পিতার নিকটে ভ্রাতার আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলেন। ওরাংজেব সাক্ষাৎ করিবে শ্রবণ করিয়া চতুর-বুদ্ধি নরপতি তাঁহাকে বিশ্বাস করিলেন না, এবং আত্ম দেহ বিধি মতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলেন। ওরাংজেব পিতার অপেক্ষা চাতুর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক পিতাকে দ্রুতের দ্বারায় জ্ঞাত করিলেন, যে দোষী ব্যক্তি শতত ভীত থাকে, যে তিনি যেরূপ দোষ করিয়াছেন তদুপযুক্ত প্রতিফল প্রাপ্ত হইবেন জানেন না, যে তাঁহার পুত্র মহমদ আগামী ক্ষুদ্র রক্ষক দল লইয়া রাজবাটীতে থাকিবেন। সাজিহান ইহাতে ওরাংজেবের সারল্য অন্তর্ভব করিয়া মহমদকে রক্ষক-

দিগের সহিত রাজবাটীতে অবস্থিতি করিতে অনুমতি দিলেন। মহমদ রাজবাটীতে প্রবেশ করিয়া পিতামহকে আলিঙ্গন করিলেন, কিন্তু কোন স্থানে অসংখ্য সৈন্যকে থাকিতে দেখিয়া তাঁহার সংশয় জন্মিল এবং সংশয় নাশার্থ পিতামহকে ঐ সৈন্যদিগকে অন্তত্রে গমন করিতে আদেশ করিতে বলিলেন। আরো বলিলেন, যে সৈন্যেরা যদি রাজবাটীর অন্তর না হয়, তবে আমি পিতাকে এ স্থানে আসিতে নিবারণ করিব। সাজিহান বালকের বাক্যে হতবুদ্ধি হইয়া সৈন্যদিগকে অন্তরে যাইতে অনুমতি দিলেন। ইতিমধ্যে সংবাদ হইল, ওরাংজেব অস্বারোহণে আসিতেছেন, কিন্তু ওরাংজেব নৃপতির সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া আকবরের কবর দর্শনার্থ গমন করিলেন। সাজিহান পুত্রের এবস্পৃকার ব্যবহার অবগত হইয়া মহমদকে জিজ্ঞাসিলেন, ওরাংজেবের এবস্পৃকার আচরণের কি অভিপ্রায়? মহমদ উত্তর প্রদান করিলেন, “সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার আমার পিতার কোন অভিলাষ নাই”?— “তবে তুমি এ স্থলে কি নিমিত্ত?”—“দুর্গ দখল করিবার জন্ত।” সাজিহান তখন ওরাংজেবের মূল অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিয়া আপনাকে যৎপরোনাস্তি নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং ওরাংজেবকে কটুকটব্য কহিলেন। কিন্তু এক্ষণে উদ্ধারের আর উপায় নাই। ওরাংজেব এক্ষণে সিংহাসনাধিকার করিতে উপায় পাইলেন, কিন্তু মোরাদ বর্তমানে নিশ্চিন্তরূপে রাজ্য ভোগ করা কঠিন অনুভব করিয়া তদীয় প্রাণ বিনাশের যুক্তি করিতে লাগিলেন। মোরাদ তাহা পরম্পরায় বিদিত হইয়া, ভ্রাতৃ নাশার্থ ভ্রাতাকে আমন্ত্রণ করিলেন। ওরাংজেব আমন্ত্রণ রক্ষার্থ ভ্রাতার নিকটে গমন করিলেন, কিন্তু কোন বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ জন্মিল, তিনি পীড়ার ছলে ভ্রাতার নিকট বিদায় লইলেন, পরে আত্ম-ভিলাষ সাধনের নিমিত্ত ভ্রাতাকে এক সৈন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। তদনু-যায়ী মোরাদ তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হইলেন। ওরাংজেব ভ্রাতার মনাপহরণার্থ মোহিনী নর্তকীগণ রাখিয়া ছিলেন, লম্পট মোরাদ তাহা-দিগের প্রেম পাশে বদ্ধ হইয়া জ্ঞানশূন্য হইলেন এবং প্রমোদে রজনী বঞ্চন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে আত্ম রক্ষায় একরূপ বিস্মৃত দেখিয়া ওরাংজেবের ইচ্ছিতে তদীয় অনুচরেরা তাঁহাকে সহজে বন্দী করিল। ওরাংজেব তৎপরে রাজবাটী প্রবেশ করিয়া পিতাকে বন্দী করিলেন, কিন্তু যথাবিহিত মান্য করিতে লাগিলেন। পুত্র বজপূর্বক সিংহাসনারূঢ় হইলে সাজিহান তাঁহাকে অশেষ ভৎসনা করিলেন, কিন্তু

ওরাংজেব অবাধ্য হইলেন না এবং তাঁহাকে সযত্নে সেবা করিতে তৎপর হইলেন ।

সাজিহান রাজ্যচ্যুত, কারাবদ্ধ, হইয়া অষ্টম বর্ষ জীবিত ছিলেন, পরে ১০৭৩ সালে* তাঁহার আয়ু ত্যাগ হয়। সাজিহানের সময়ে রাজ্য অতি কুশলে ছিল, কেবল তাঁহার পুত্রদিগের আত্ম বিচ্ছেদে সোপান্দ্রবপূর্ণ হইয়াছিল। সাজিহান সকল সম্রাটের অপেক্ষা জাঁক-জমকী ছিলেন, তাঁহার এক ময়ুরাসন ছিল, তাহা কেলে হীরক প্রবালাদি বহুমূল্য প্রস্তরে ময়ুরাকৃতিতে নির্মিত ও শোভিত হইয়াছিল। তাহা প্রস্তুত করিতে সার্ব্ব মঠ কোটি মুদ্রা ব্যয় হয়। জগদ্বিখ্যাত 'কোহেহুর' ঐ রাজ্যসনের মধ্য ভাগে স্থাপিত হইয়াছিল। সাজিহান বড় ধনলোভী ছিলেন, তৎ প্রমাণ এই—এক দিবস এক ব্যক্তি তাঁহার নিকটে অভিযোগ করিল, যে আমার মাতার ২০০০০ টাকা আছে, কিন্তু দুশ্চরিত্রের জন্ম আমাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। রাজা শুনিয়া তাহার মাতাকে আপন সমীপে আনাইলেন এবং কহিলেন তোমার পুত্রকে ৫০০০০ টাকা দেহ এবং আনাকে ১০০০০ প্রদান কর। ঐ স্ত্রী ইহা শুনিয়া উত্তর করিলেক, আমার পুত্র আমার বিষয়ের অধিকারী হইতে পারে, কিন্তু মহারাজের সহিত আমার মৃত পতির কি সম্বন্ধ ছিল, যে আপনি তাঁহার উত্তরাধিকারী হইতেছেন? সম্রাট ইহা শুনিয়া লজ্জিত হইলেন এবং তাহাকে অবাধে প্রস্থান করিতে বলিলেন।

ওরাংজেব ।

১০৬৫ সালে† ওরাংজেব পিতৃ সিংহাসন আক্রমণ করিয়া রাজ্যেশ্বর হইলেন। কিন্তু সূজা ও দারা ভ্রাতাদ্বয় জীবৎমানে তাঁহার স্বজন্মে রাজত্ব করা দুর্কহ হইল, অতএব তিনি তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়া দারার পুত্র শোলেমানকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। পরে দিখিজয় করিয়া ভারতবর্ষে একচ্ছত্রা করিলেন। এই সময়ে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়া ছিল। মাড়য়া প্রদেশে বৈষ্ণবী নাম্নী এক সম্রাসিনী অবস্থিতি করিতেন, তিনি কতকগুলি ফকির একত্র করিয়া মাড়য়া রাজকে পরাজয় করেন। অনন্তর ২০০০০ উদাসীন একত্র হইলে তিনি রাজ্যাধিকারিণী হইতে অভিলাষিনী হইয়া দিল্লীর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ওরাংজেব অত্যন্ত ধর্ম্মশক্ত বশতঃ তাঁহার সমাগন বিষয় জ্ঞাত হইয়া সাতিশয় ভীত হইলেন, বিবেচনা করিলেন, যে

* খ্রী ১৩৩৩ ।

† খ্রী ১৩৫৮ ।

উদাসীনদিগের সহিত যুদ্ধ করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত । অনন্তর তিনি কাগজে কতিপয় পবিত্র নীতি লিখিয়া তাহা সৈন্যদিগের বড়মণ্ড্রে সং-
যোজন করিলেন, সৈন্যেরা এ প্রকারে সাহসী হইয়া অনায়াসে উদা-
সীনদিগকে খণ্ড খণ্ড করিল । ওরাংজেব তৎপরে সমস্ত দক্ষিণ রাজ্য
অধীন করিয়া বিজয়পুর ও গোলকন্দা পরাজয় করেন । ওরাংজেবের
রাজত্ব কালীন মহারাষ্ট্রদিগের বৃদ্ধি হয় ।

বিখ্যাত শিব জি মহারাষ্ট্র বংশের স্থাপক ছিলেন । তাঁহার পিতার
নাম সাজি ছিল । ১৭ বর্ষ বয়স্ক্রমে তিনি কতকগুলি সঙ্গী একত্র করিয়া
গ্রাম সমস্ত লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে ক্রমে বিজয়পুরস্থ তরনা
নামক দুর্গ অধিকার করিলেন । তাহাতে বিজয় বাজের শঙ্কা হইল, তিনি
পুত্রকে নিবারণ করিবার জন্য সাজিকে পুনঃ পুনঃ জ্ঞাত করিলেন, কিন্তু
তথাপি শিব জি নিবারণিত না হইলে তিনি সাজিকে বন্দী করিয়া রাখি-
লেন । পিতা বন্দী হইলে শিব জি সাতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং তদু-
দ্ধার হেতু অতি নম্রতাপূর্বক অধীনতা স্বীকার করতঃ দিল্লীশ্বর সাজি-
হানকে আবেদন করিলেন । তাহাতে সাজিহানের আনুকূলে তাঁহার
পিতাব মুক্তি হইল । শিব জি পিতাকে এবম্পকারে মুক্ত করিয়া,
যখন দেখিলেন, দিল্লী ও বিজয়পুর ঘোর বিবাদে পূর্ণ হইয়াছে, তখন
তিনি পুনশ্চ পূর্বের ন্যায় লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন । বিজয়
রাজ ইহাতে অতীব পরিত্যক্ত হইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিবার অভি-
প্রায়ে সেনানী আবদুল খাঁকে প্রেরণ করিলেন । আবদুল সৈন্যগণ
সহ উপস্থিত হইলে শিব জি স্বয়ং সক্ষম জানিয়া তাঁহার অধীনত্ব স্বী-
কার করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে চাহিলেন । শক্তিশূল বিজয়-
পুরের সন্নিকটে নির্ধারিত হইয়া শিব জি ও আবদুলের মধ্যে এই
নিষ্পত্তি হইল, যে তাঁহারা সৈন্য সামন্ত ব্যতীত স্ত্রী এক এক অনুচর
লইয়া তথায় উপস্থিত হইবেন । অন্য নির্ধারিত দিবসে শিব জি
আপন দুর্গ সমীপবর্তী বিপিনে ভূরী সৈন্য লুক্কায়িত রাখিয়া লৌহ
নির্মিত অঙ্গরাখা পরিয়া এবং মস্তকে লৌহের টুপি দিয়া তদুপরি
কাপাসের অঙ্গরাখাদি পরিধান করণানন্তর তথায় উপস্থিত হইলেন ।
এদিকে আবদুল শিবজির চাতুরী বুঝিতে না পারিয়া তথায় স্বাভাবিক
বেশে অবস্থিত করিতে ছিলেন, শিবজি তাঁহার নিকটে উপস্থিত
হইয়া প্রথমে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন, পরে এক খানি লুকাইত
অস্ত্র বাহির করিয়া তাঁহার গাত্রে আঘাত করিলেন । আবদুল
আঘাত পাইয়া শিবজির মস্তকে প্রত্যঘাত করিলেন, কিন্তু লৌহে

ঠেকিয়া সে আঘাত নিষ্ফল হইল। অনন্তর শিবজি অপরাধাতে আবদুলের প্রাণ সংহার করিলেন। শিবজি তৎপরে বিজয়পুরের রাজধানী পর্য্যন্ত ছিন্ন ভিন্ন করিয়া কোন কোন স্থল অধিকার করতঃ পানাজী নামে তথাকার দুর্গের অধিকারী হইলেন। বিজয়পুর অধিপতি তাঁহাকে নিরস্ত করণে পরাজিত হইয়া তাঁহার সহিত কুশল করিলেন। মঙ্গলাধিপ ওরাংজেব মহারাজ্যীয় বীরের বিক্রম সহনে অক্ষম হইয়া তদীয় নাশের কারণ সেনাপতি শিস্তে খাঁকে পাঠাইলেন। শিস্তে খাঁ শিবজির প্রায় সমস্ত অধিকার বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে নিরাশ্রয়ী করিলেন। শিবজি নিরাশ্রয়ী হইয়া আত্মাধিকার উদ্ধারের নিমিত্ত কতিপয় সঙ্গী সহ শিস্তে খাঁর বাটীতে প্রবেশ করিয়া সবেগে একেবারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। শিস্তে খাঁ তাঁহাকে আগত দেখিয়া আস্তে আস্তে বাতায়ন হইতে বক্ষ দিয়া পলায়ন করিলেন, তাহাতে তাঁহার এক অঙ্গলি ছেদিত হইল। শিবজি তদন্তরে সৌরাষ্ট্র প্রদেশ লুণ্ঠন করেন। সৌরাষ্ট্র পৃথিবীর মধ্যে ধনবতী ছিল, শিবজি তথায় তিন দিবস ছদ্মবেশ ভ্রমণ করিয়া কোন স্থানে কি কি দ্রব্য আছে অন্বেষণ করিলেন, পরে সুযোগ পাইয়া একদা সহস্র সৈন্যগণ সঙ্গে করিয়া লুণ্ঠন করিলেন। সৌরাষ্ট্র লুণ্ঠনে তিনি প্রায় ২০০০০০ মুদ্রা পাইলেন। ওরাংজেব শিবজির দৌরাত্ম নিবারণার্থ জুবশেষে মহারাজা নামক এক সাহসী সৈন্যাধ্যক্ষকে পাঠাইয়া দেন। শিবজি মহারাজার সহিত সমরে সমর্থ হইলেন না, মহারাজা ক্রমেতে তাঁহার সর্বাধিকার দখল করিয়া পুরন্দর নামক তাঁহার প্রধান অধিকার বেষ্টিন করিলেন। এই পুরন্দরে শিবজির পরিবারাদি ও তাবৎ ঐশ্বর্য্য ছিল, মহারাজা তাহা বেষ্টিন ও আক্রমণ করিলে শিবজি তদুদ্ধারের আর কোন উপায় পাইলেন না, এবং অধীনত্ব স্বীকারে দিল্লীতে গমন করিলে তিনি সমস্ত অধিকার ব্যবহৃত হইবেন, মহারাজা তাঁহার নিকটে অধিকার করাতে তিনি দিল্লীস্থরের অধীন হইলেন। সম্রাটের সমীপে তাঁহাকে আনিত হইলে সম্রাট তাঁহাকে ভৎসনা করিলেন, তাহাতে তিনি ভগ্নান্তর হইলেন এবং ওরাংজেব তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। শিবজি কারারুদ্ধ হইয়া পলায়নোপায় করিতে তৎপর হইয়া কপট ক্ষিপ্ত হইলেন এবং তদ্বারায় প্রহরীদিগের বিশ্বাস জন্মাইলেন। অনন্তর এক দিবস কৌশলে কারাগার হইতে নগরে আসিয়া পলায়ন করিলেন। শিবজি তদনন্তর মথুরা বারাণসী এবং জগন্নাথ-কঙ্কত্র, প্রভৃতি তীর্থ পরিভ্রমণ করণানন্তর স্বদেশে আসিলেন, এবং ক্রমে

ক্রমে নানা দেশ অধীন করিয়া 'রাজ' নাম ধারণ করিলেন। শিবজি রাজা হইয়া আপন নামে মুদ্রা খোদিত করাইলেন এবং পুনশ্চয় দ্বিধিজয় করিতে আরম্ভ করিলেন।

তিনি প্রথমে গোলকন্দা আক্রমণ করেন তৎপরে কর্ণাট জয় করেন। জিঞ্জি, ভেলোর, বোয়াই, প্রভৃতি* স্থান তাঁহার অধীন হয়। শিবজি এবম্প্রকার দ্বিধিজয় ও অসীম পরাক্রম প্রকাশ করিয়া ১০৮৭ সালে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। এই অসুভ সম্বাদ ওরাংজেবের কর্ণগোচর হইলে তিনি সাতিশয় কৃতুহলাক্রান্ত হইলেন এবং চিরশত্রু হইতে মুক্ত হইলাম অনুভব করিলেন। শিবজির অপরূপ চরিত্র ছিল, তিনি এক প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের মধ্যে গণ্য ছিলেন, রাজপদের ও অমুপযোগ্য ছিলেন না। দস্যুর অগ্রগণ্য ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ব্যবহার পরিমিত ছিল এবং তিনি হিন্দু ধর্মের বিশেষ অমুরাগী ছিলেন। শিবজির লোকান্তর গমনে তদীয় পুত্র শম্ভুজি মহারাষ্ট্রীয়দিগের সেনানী হইয়া আপন পিতার ন্যায় দ্বিধিজয় আরম্ভ করিলেন, কিন্তু ছুরাদৃষ্ট বশতঃ ওরাংজেবের দ্বারায় হত হইলেন। ওরাংজেব শম্ভুজিকে নষ্ট করিয়া ক্রিয়কাল ভারতবর্ষে একছত্রা করিলেন, কিন্তু স্বীয় ধর্মে দৃঢ়াহুরজি প্রযুক্ত হিন্দু ধর্মের প্রতি অনির্ভরচনীয় বৈরজি ও বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি হিন্দু ধর্ম উৎপাটনে প্রবৃত্ত হইয়া বারাণসী ও মথুরার দেব মন্দির সমভূমি করিয়া তৎসম্মিকেটে মসিদ নির্মাণ করিলেন, অপর আনন্দাবাদের বিখ্যাত মন্দিরাভ্যন্তরে গো হত্যা করিয়া দেবালয়ের পবিত্রতা অপবিত্র করিলেন। এই সকল অসদাচার দর্শনে প্রজারা তাঁহাকে ঘৃণা করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি অধিক কাল বর্তমান রহিলেন না, এবং ১১১৪ সালে‡ ইহলোক হইতে অন্তর্ধান হইলেন। তিনি মৃত্যুর পূর্বে পুত্রদিগকে পশ্চাৎ প্রকাশিত পত্র লিখি ছিলেন;—“বৃদ্ধ দশা উপস্থিত : ক্ষীণতা আমাকে পরাজয় করিতেছে এবং সর্বাঙ্গের সামর্থ বিগত হইয়াছে। আমি পৃথ্বীমণ্ডলে অপরিচিত হইয়া আসিয়াছিলাম,

* শিবজির মৃত্যু কালে তাঁহার রাজ্য ভারতবর্ষের পশ্চিম ভাগে ২৩০ ক্রোশ দীর্ঘে ৩০ ক্রোশ প্রস্থে বিস্তীর্ণ ছিল।—Mill. vol. ii.

† খ্রী ১৩৮০।

‡ খ্রী ১৭০৭।

এবং অপরিচিত হইয়া প্রস্থান করি। আমি কে এবং আমার অদৃষ্টে কি অপেক্ষিত আছে আমি ইহার কিছুই জানি না। যে কাল পরাক্রমে বিগত হইয়াছে, তাহা পশ্চাতে কেবল দুঃখ রাখিয়া গিয়াছে।

“আমি সাম্রাজ্যের তত্ত্বাবধারক ও রক্ষক ছিলাম না। আমার বহুমূল্য সময় অনর্থ নষ্ট হইয়াছে। আমার আগার মধ্যে এক উপকারক ছিল (জ্ঞান), কিন্তু তাঁহার উজ্জ্বল জ্যোতি আমার অপরিষ্কৃত নয়নে পরিদৃষ্ট হয় নাই। আমি পৃথিবীতে কিছুই আনি নাই এবং মানবের সমস্ত ক্ষীণতা ব্যতীত, কিছু লইয়া গমন করিব না। আমি মুক্তিপদ এবং আমার দণ্ড-যন্ত্রণা শঙ্কা করি। আমি যদিও ঈশ্বরের দয়া ও বদান্যের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করি, তথাপি আমার সমস্ত কর্মোপলক্ষের ভয় আমাকে অনাশ্রয় করিবে না, পরন্তু আমি গত হইলে আর চিন্তা থাকিবেক না।—আমার পৃষ্ঠ দুর্বলতায় অবনত হইয়াছে এবং আমার পদদ্বয় গতিশক্তিবিহীন হইয়াছে। নিশ্বাস বন্ধ হইয়াছে এবং আশা পর্য্যন্ত পশ্চাৎ অপেক্ষিত নাই। আমি অসংখ্য দোষাঘুষ্ঠান করিয়াছি এবং কি প্রতিফলের দ্বারা আক্রান্ত হইব জানি না।—ঈশ্বর আমার পুত্রদিগকে ব্যক্তিদিগের তত্ত্বাবধারকত্বের ভার দিয়াছেন।—আমি তোমাদিগকে, ভোমাদিগের মাতাকে এবং সন্তানকে ঈশ্বরের নিকটে সমর্পণ করিয়া তাঁহার নিকটে গমন করিতেছি। আমার যুক্তার পীড়া শীঘ্র উপস্থিত। তোমাদিগের মাতা, উদয়পুরী, আমার পীড়ার অংশিনী ছিলেন এবং সহগমন করিতে বাঞ্ছা করেন, কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ের নিদ্রুত কাল আছে।—আমি বিগত হইতেছি। আমি কেবল তোমাদিগের নিমিত্তই ইষ্টানিষ্ট সমস্ত কর্ম্মাচরণ করিয়াছি।—কেহ আত্ম আত্মাকে অহর্হিত হইতে দেখে নাই, কিন্তু আমি আপন আত্মাকে অহর্হিত হইতে দেখিতেছি।”

ওরাংজেবের লিপির দ্বারা প্রতীত হইতেছে তিনি সজ্ঞানে কাল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তৎ কালে তাঁহার নির্মল জ্ঞান উদয় হইয়াছিল। ওরাংজেব অন্যান্য সাম্রাজ্যের ন্যায় প্রমত্ত ছিলেন না, তিনি ধার্মিক ও দানশীল ছিলেন এবং সুবিচারে প্রজা পালন করিতেন। তিনি যুদ্ধ-বিষারদও ছিলেন, তাঁহার বাহু বলে সমস্ত ভারতবর্ষ এবং নিকটস্থ অন্যান্য প্রদেশ অধীন হইয়াছিল। কিন্তু তিনি মহা দুঃসাহসী, যুগাবহ, কুরুক্ষ্ম করিয়াছিলেন। রাজ্য লব্ধ কালিক কদাচার পুনঃ বর্ণনের প্রয়োজন নাই, হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি বিদ্রোহের বিষয়ও কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি ওরাংজেবের অতি সুখের রাজত্ব

ছিল, এবং তিনি ৪৯ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। পরন্তু তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তানন্তর মঙ্গল রাজ্য ক্রমে ক্রমে বিধ্বংস হইতে লাগিল। তৈমুরের নাম ভারতবর্ষ হইতে লোপ হইবার উপক্রম হইল। এমত জগৎমনোলোভা দিল্লী বন্যাপশুর অবস্থানের স্থান হইল।

সাহ আলম ।

ওরাংজেবের পুত্র সাহ আলম, পিতৃ সিংহাসনে সমারূঢ় হইলেন এবং রাজ্যে কুশল বিস্তীর্ণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া রাজপুতদিগের সহিত সন্ধি করিলেন। আমরা মহারাজ্যদিগের উৎপাতের বিষয় পূর্বে বলিয়াছি; সাহ আলম তাহাদিগকে নিরস্ত করা দুরাহ জানিয়া তাহাদিগের সোপজরের অধীন প্রদেশ সকলের বাজকরের চতুর্থাংশ তাহাদিগকে প্রদান করিয়া কুশল করিলেন। সাহ আলমের রাজত্ব কালীন কোন খ্যাতাপন্ন ঘটনা ঘটে নাই, কেবল সিকেরা তাঁহার রাজত্বে উৎপাত করে। আমরা সংক্ষেপে সিক জাতির উৎপত্তির বিবরণ বলিতেছি।

সকলেই বিদিত আছেন, অস্মদদেশ মোসলমানদিগের দ্বারায় অধিকৃত হওনাবধি তাহাদিগের সহিত হিন্দুদিগের ধর্ম সম্বলিত ভীকু ভীকু বিবাদ হইয়া থাকে, এবং মোসলমানেরা হিন্দু ধর্মের প্রতি বিবিধ অত্যাচার করে। উভয় ধর্মের পরস্পর অনৈকতা দেখিয়া নানক নামক লাহোরস্থ জনেক ক্ষত্রিয়, উভয়ের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সার মর্ম সংগ্রহ করিয়া এক নব-ধর্ম প্রস্তুত করিলেন। “একমেবাদ্বিতীয়ং” এই ধর্মের অভিপ্রায়। ইহার মধ্যে মদ্যপান করিতে বারণ নাই। নানক নব-ধর্ম প্রস্তুত করণানন্তর ক্রমে ক্রমে অনেক ভক্ত পাওয়া তাহাদিগকে আত্ম উপাসনার দিক্শিত করিলেন। নানকের মরণান্তে অর্থাৎ বাবরর সময় হইতে জিহঙ্গিরের সময় পর্য্যন্ত সিকেরা কেবল ধর্মার্চনার সময় যাপন করিত।

ওরাংজের সিকদিগের ধর্মের প্রতি বিজাতীয় বিরক্ত ছিলেন এবং সময় ক্রমে তৈমুক বাহাদুর নামে তাহাদিগের পুরহিতকে নির্দয়ে হত্যা করিলেন। ঐ পুরহিতের অন্যান্য মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া তৎপুত্র গুরুগোবিন্দ অগ্নি-প্রজ্বলিত হইলেন এবং সন্ত্রাটের নাশার্ণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। কিন্তু ওরাংজেব তাঁহাকে পরাজয় করতঃ তাঁহার পুত্র দ্বয়কে নষ্ট করিবাতে তিনি নিরাশ্রয়ী হইয়া দুঃখেতে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। সেই অবধি সিকদিগের সৌর্য্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং

তাহারা ওরাংজেবের খৎস সাধনে তৎপর হইল, কিন্তু কোন প্রকারেই তদ্বিষয়ে উত্তীর্ণ হইতে পারিল না। অনন্তর ওরাংজেবের মৃত্যু হইলে তাহারা গুরুগোবিন্দ নামে পুর্বোক্ত গুরুগোবিন্দের এক জন শিষ্যকে সেনাপতি করিয়া লুঠন আরম্ভ করিল। সাহ আলম তাহাদিগকে রণে নিরস্ত করিলেন, তাহাতে তাহারা ভয়ে হিমালয়ে পলায়ন করিল। সাহ আলম স্ত্রীনাথিক পঞ্চ বর্ষ রাজত্ব করিয়া ১১১৯ সালে* ইহ সংসার হইতে লোকান্তরে গমন করিলেন। সাহ আলম ধীর প্রকৃতি ও বদান্য ছিলেন এবং স্ত্রীশৃঙ্খলে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

জিহান্দার সা—ফেরক সের ।

সাহ আলমের চারি পুত্র ছিল। তাহারা পিতার পরলোকান্তে পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিলেন। আমি সম্রাট হইব প্রত্যেকের অভিলাষ হইল। পরন্তু জলফিকর খাঁ জ্যেষ্ঠ ময়েশ উদ্দীনকে সাহায্য করিতে অপার ভ্রাতৃত্রয় রণে পরাজিত ও নিহত হইলেন। ময়েশ উদ্দীন সম্রাট হইলেন এবং “জিহান্দার সা” নাম গ্রহণ করিলেন। কিন্তু জিহান্দার কামপ্রিয় হইয়া, অবিশ্রান্ত কামিনীদিগকে লইয়া, কদাচারে কালহরণ করিতে লাগিলেন। সাম্রাজ্য বিশৃঙ্খল হইতে লাগিল।† এমত কালে আবদুল ও হোসেন, নামক দুই জন সইয়দ জিহান্দারকে পদচ্যুত করিতে চেষ্টা করিয়া ফেরক সেরকে সম্রাট করিতে মনন করিল। ফেরক সের, সাহ আলমের পৌত্র এবং আজিম হোসেনের পুত্র ছিলেন, আবদুল ও হোসেন তাঁহাকে মনোনীত করিলে জিহান্দার সার সহিত তাহাদিগের সমর হইল, তাহাতে জিহান্দার ও জলফিকর খাঁ পরিত হইলেন। এক্ষণে সইয়দেরা ফেরককে নাম মাত্র সম্রাট করিয়া বিজাতীয় প্রতাপ প্রকাশ করিতে লাগিল, এবং নিজকৃত সম্রাটকে তাচ্ছল্য করিতে আরম্ভ করিল। মন্ত্রীরা সম্রাটকে প্রবল হইতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সইয়দেরা ফেরক সেরকে বধ করিয়া মহম্মদ সাকে সম্রাট করিল।

মহম্মদ সা—নাদর সার ভারতবর্ষ আক্রমণ ।

মহম্মদ সিংহাসনে অধিষ্ঠান করিয়া প্রথমে সইদদিগের বশীভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু কালক্রমে তাহাদিগের অসামান্য বুদ্ধি দেখিয়া তাহা-

* খ্রী ১৭১২ ।

† লালকুরা নামী তাহার এক উপক্ৰী ছিল। তিনি তাহার সঙ্গে পথে পথে রসরসে ভ্রমণ করিতেন।—Mill. vol. ii.

দিগকে নষ্ট করিতে যুক্তি করিলেন। এই সময়ে মালুয়ার শাসনকর্তা নৈজাম উল মল্কের সহিত আবদুল ও হোসেনের বিবাদ হয়, মহম্মদ তাহা নিবারণ ও নৈজামকে জয় করণার্থ হোসেনকে লইয়া যাত্রা করিলেন। এমত সময়ে হাইদর নামক এক জন যুক্তিকারক আবেদন পত্র প্রদানের ছলে হোসেনকে অস্ত্রাঘাতে নষ্ট করিল। হোসেনের পতন হইলে মহম্মদ হৃৎ মনে রাজ্যে আসিলেন এবং আবদুলকে বন্দী করিয়া রাখিলেন।

কিন্তু মহম্মদ সা বিশ্বাস পাত্র মন্ত্রীদ্বয় নৈজাম উল মল্ক এবং সাদত খাঁকে অনাদর করতঃ নবীন যুবকদিগের সহিত প্রণয় করিয়া তাহাদিগের পরামর্শের বশবর্তী হইয়া রাজ্যের দুর্বস্থা আনয়ন করিলেন।

নৈজাম ও সাদত যদিও সম্রাটের নিকটে অনাদর প্রাপ্ত হইলেন, তথাপি তাহাদিগের তৎপ্রতি অহুরাগ একেবারে দূরীকৃত হইল না। মহম্মদের কুশাসনে মহারাজ্ঞীয়েরা সুযোগ পাইয়া রাজধানী আক্রমণ করিলে সাদত খাঁ তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভব করিলেন। মহম্মদ তাহাকে ক্ষান্ত হইতে বলিয়া মন্ত্রীর সাহায্য প্রতিকা করিলে সাদত খাঁ অবমানিত হইয়া ক্ষান্ত হইলেন, এদিকে মহারাজ্ঞীয়েরা সুসময় পাইয়া দিল্লী লুণ্ঠন করিল।*

মহম্মদ সার সময়ে পশ্চাৎ ঘটনা ঘটয়াছিল। ১১৪৫ সালো পারস্য দেশাধিপতি নাদর সা ভারতবর্ষ অক্রমণ করেন। যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং সাদত খাঁ দিল্লীধরকে সাহায্য করেন। কিন্তু সাদত খাঁ পরাজয় প্রাপ্ত হইলেন এবং নাদর সা তাহাকে বন্দী করিলেন। কথিত হইয়াছে, সাদত পরাজিত ও বন্দী হইলে, মহম্মদ সা ও নৈজাম নাদরের সহিত কুশলের প্রত্যাশায় সন্দর্শন করেন, তাহাতে তিনি তাহাদিগকেও রুদ্ধ করেন। নাদর সা সম্রাটকে অধীন করিয়া দিল্লী অধিকার করিলেন।

অনন্তর দিল্লী বাসীদিগের মধ্যে ধাত্তোর মূল্য সংঘোটিত বিবাদ উৎপন্ন হয়, নাদর তাহা নিবারণের উপায় করিতেছিলেন, ইত্যবসরে

* এই কালে বিখ্যাত মহারাজ্ঞীয় বীর বাজি রাও দিল্লীধরের বিপক্ষে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত প্রচুর যুদ্ধ করেন এবং রাজ মন্ত্রী আদকজাকে পরাভব করিয়া গুজরাট, মালুয়া, ইত্যাদি রাজ্য সম্রাট হইতে প্রাপ্ত হন। তিনি মহম্মদ হইতে সৌভাগ্যবান রাজকরের চতুর্থাংশ লক্ষ করেন।

† খ্রী ১৭৩৮ :

এক ব্যক্তি তাঁহাকে গুলিকরিল এবং তাঁহার মৃত্যু প্রচার করিয়া তাঁহার অনেক সৈন্যকে নষ্ট করিল । নাদর সা এতদ্বারা সান্ত্বিত্য ক্রোধ-উন্মত্ত হইয়া দিল্লীস্থ তাবৎ ব্যক্তিদিগের প্রাণ নাশ করিতে আপন সৈন্যদিগকে আজ্ঞা দিলেন, তাহাতে তাহারা প্রায় ১৫০০০০* প্রাণী নষ্ট করিল । কিন্তু নাদর দিল্লীস্থর হইয়া রহিলেন না, তিনি বিবেচনা করিলেন, যে পারস্য রাজ্য এবং ভারতবর্ষ একত্রে শাসন করা দুঃসাধ্য, অতএব রাজ্য কোষ হইতে প্রায় ৩২০০০০০০০ কোটি ধন লইয়া এবং ওরাংজেবের প্রোত্নীর সহিত আপন পুত্রের বিবাহ দিয়া স্ব দেশে গমন করিলেন । নাদর সা স্বরাজ্যে যাত্রা কালীন মহম্মদ সাকে রাজ্যে পুনঃ স্থাপন করিয়াছিলেন ।† নাদর সাহ স্ব রাজ্যে প্রত্যগত হইলে দেশীয় কতিপয় ষড়যন্ত্রকারকদিগের হস্তে পতিত হইলেন । ইতিমধ্যে আমদ আবদুল নামে তাঁহার এক জন কর্মচারী কান্দাহার অধিকার করিয়া ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ভাগ আক্রমণ করিলেন, এবং সিন্ধু নদ পার হইয়া শ্রীহন্দ হস্তগত করিলেন । মহম্মদ সা যুবরাজ আমদ সাকে যুদ্ধার্থ পাঠাইয়া ছিলেন, কিন্তু আমদ পরাজয় লব্ধ করিলেন এবং রাজ উজীর ধরাশায়ী হইলেন । আমদ আবদুল এই যুদ্ধে রাজ পক্ষের কয়েকটা কামান প্রাপ্ত হন । এই যুদ্ধের এক মাস পরে মহম্মদ সা পরলোক গমন করিলেন এবং আমদ সা সম্রাট হইলেন ।

আমদ সা ।

আমদ সা, সাদত খাঁর পুত্র সাফদর জঙ্গকে উজীর করিয়া তাঁহাকে রোহেলাদিগের বিপক্ষে প্রেরণ করিলেন । রোহেলাদিগের সহিত সমর হইল । সাফদর আঘাতিত হইলেন এবং জয় লব্ধের কোন উপায় পাইলেন না । অবশেষে তিনি মহারাজ্যদিগের সাহায্য লইয়া রোহেলাদিগকে পরাজয় করতঃ তাহাদিগকে দেশ হইতে ও তাহাদিগের অধিকার হইতে দূর করিলেন । আমদ আবদুল এমন সময়ে পঞ্চাল অধিকার করেন । সাফদর জঙ্গ যৎকালে রোহেলখণ্ডে ছিলেন তৎকালে জেওয়াদ নামে এক জন খোজা রাজ প্রিয় হইয়াছিল, সাফদর ইহাতে অতি ক্রুদ্ধ হইলেন, কেননা এতদ্বারা তাঁহার ক্ষমতা খর্ব হইল,

* মেংমিলের মতে ৮০০০ ।

† নাদর সা ৩৭ দিন দিল্লী অধিকার করিয়াছিলেন

অতএব তিনি কৌশলে জেওয়াদকে হত্যা করিলেন। জেওয়াদের মরণে সম্রাট সাতিশয় ক্রোধ-প্রজ্বলিত হইয়া সাফদরের প্রতি প্রতিকল্প দিবার চেষ্টায় গাজি উদ্দীন নামক এক ব্যক্তিকে সৈন্যাধ্যক্ষ করিলেন, তাহাতে উভয়ের মধ্যে বিবাদ বিষয়াদ ও সামান্য যুদ্ধ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইল। যে মহারাজাদিগের নিকটে সাফদর সাহায্য লইয়াছিলেন গাজি উদ্দীন, তাহাদিগের নিকটেই আশ্রয় লইলেন এবং অনায়াসে সাফদরকে বশীভূত করিলেন। গাজি উদ্দীনের উত্তরোত্তর গর্ষ বাড়িতে লাগিল, তিনি অসংপ্রকৃতি হইবাতে আমদ সা অতি বিরক্ত হইয়া তাঁহার নাশের উপায় করিতে লাগিলেন। কিন্তু গাজি উদ্দীন সম্রাটকে সিংহাসন হইতে চ্যুত করিয়া তাঁহাকে অন্ধ করিলেন। গাজি উদ্দীন এক্ষণে জিহান্দর সার পুত্রকে “আলমগির দ্বিতীয়” নাম দিয়া দিল্লীর সিংহাসনে অভিষিক্ত করাইলেন।

সাফদর জঙ্গের মৃত্যু হইবাতে গাজি উদ্দীন উজীর হইলেন। তখন আমদ আবদুলের স্থাপিত পঞ্চালের শাসনকর্তা মিন মীরের মৃত্যু হইয়াছিল, তাহাতে আবদুল তদীয় তনয়কে তৎপদে নিযুক্ত করিলেন। পরন্তু তিনি শৈশব থাকিতে তৎমাতা রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। গাজি এই স্ত্রযোগ পাইয়া শাসনকর্ত্তর কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে প্রার্থনা করিলেন। তিনি এই ছলে লাহোরে উত্তীর্ণ হইলেন এবং সকলের বিশ্বাস জন্মাইয়া ঐ দেশ আক্রমণ করিয়া শাসনকর্ত্তকে কারারুদ্ধ করিলেন। আবদুল এই ব্যাপার অবগত হইয়া পঞ্চাল দিয়া দিল্লীতে যাত্রা করিলেন। কিন্তু গাজি উদ্দীন শঙ্কিত হইয়া তাঁহার শিবিরে যাইয়া দোষ ও অধীনত্ব স্বীকার করাতে আমদ আবদুল তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। আবদুল, দিল্লীতে যাইয়া দিল্লী গ্রহণ করেন এবং প্রায় নাদর সার ন্যায় অত্যাচার করিয়া অনেক মনুষ্য নষ্ট করেন। মথুরা তৎপরে তাঁহার অত্যাচারের স্থান হয়। তৎকালে কোন পর্কেপলক্ষে মথুরাবাসীরা উপাসনা করিতে ছিল, আবদুল অকস্মাৎ তাহাদিগকে অবিচারে বিধ্বংস করিলেন।

আমদ তদন্তর স্বদেশে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। আলমগির তাঁহাকে বিনয় করিয়া কহিলেন, যে আমাকে একাকী রাখিয়া উজীরের হস্তে পতিত করিয়া যাইবেন না। আমদ তাহাতে নাজির উদ্দৌলা, নামক এক রোহেলাকে সেনানী করিয়া স্বরাজ্যে আগত হইলেন।

আবদুল স্বরাজ্যে গমন করিলে গাজি উদ্দীন নাজিরকে অপমান করি-

য়া আমদ খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে সৈন্যাধ্যক্ষ করিলেন, এবং আপন ক্ষমতা তাদৃশ প্রবল নয় জানিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের আশ্রয় লইলেন। তখন আলমগির নাজিরের রক্ষা অব্যেগ কর্তব্য জানিয়া তাঁহাকে সিংহরূপে পাঠাইয়া দিলেন। গাজি উদ্দীন মহারাষ্ট্র শ্রেষ্ঠ বন্ধুর সহিত দিল্লী আক্রমণের দ্বারায় অধিকার করিলেন। মহারাজ কি করেন অনুপায়ে তাঁহাকে উজীর বলিয়া গ্রহণ করিলেন। আমদ আবদুল কান্দাহার গমন কালীন তদীয় পুত্র তৈমুর সাকে পঞ্চালের রাজকার্যের ভার দিয়াছিলেন, কিন্তু আদিনা বেগ নামে এক ব্যক্তি তাঁহার বিপক্ষ হইয়া রঘুর সাহায্যে পঞ্চাল গ্রহণের চেষ্টা করিলেন। রঘু অনায়াসে পঞ্চাল, লাহোর প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া আদিনা বেগকে শাসনকর্তার পদে অভিষিক্ত করিলেন। পরন্তু আদিনা কিয়ৎ পরেই পঞ্চত্ব পাইলে এক জন মহারাষ্ট্রী শাসনকর্তা হইলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা তৈমুর সাহকে দূরীকৃত করিলে আমদ আবদুল, তাহাদিগকে প্রতিকূল দিবার জন্য পঞ্চালে উদ্ভীর্ণ হইলেন। দাতাজি মহারাষ্ট্র সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন এবং তাঁহার অধীনে ন্যূনধিক ৮০,০০০ সৈন্য ছিল, তন্মধ্যে ৩০০০০ অশ্বরুঢ় গণিত হইয়াছিল। আমদের সহিত তাহার যুদ্ধ হইল, তাহাতে তিনি প্রায় তাবৎ সৈন্যের সহিত হত হইলেন। আমদ বিজয়ী হইলেন।*

মহারাষ্ট্রীয়েরা এই কালে বড় ক্ষমতাবান জাতি ছিল। ভারতবর্ষের পশ্চিমস্থ প্রায় তাবৎ দেশ দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগ অবধি তাহাদিগের অধিকার ছিল। তাহারা দিল্লী পর্যন্ত অধিকার করিয়াছিল। “নবাব” “বাদশাহেরা” তাহাদিগকে ভয় করিতেন। তাহাদিগের বিস্তর সৈন্য ছিল এবং সৈন্যেরা মঙ্গল সৈন্যের অপেক্ষা যোদ্ধা ও সুশিক্ষিত ছিল।

শিবদাস বাও মহারাষ্ট্রদিগের সৈন্যনী হইলেন এবং দিল্লী আক্রমণ পূর্বসর দখল করিলেন। সে যাহা হউক আমদ আবদুল মহারাষ্ট্রীয়দিগকে সমূলে ধ্বংস করণাশয়ে দিল্লীস্থ পাণিপত নামক নগরে উপস্থিত হইলেন। মহারাষ্ট্রীরা ঐ স্থলে শিবির স্থাপন করিয়া তাহার চতুর্দিক রক্ষণাবেক্ষণ ও দৃঢ়তর অভেদ্য করিয়াছিল। শিবদাস রাওর অধীনে ৭০০০০ অশ্বরুঢ়, (তন্মধ্যে ৫৫০০০ নৈপুণ ছিল) ১৫০০০ পদাতিক, এবং ২০০ কামান ছিল। আমদ আবদুলের ৪০০০০ আফগান ও পারস্ত সৈন্য, ১৩০০০ অশ্ব এবং ৩৮০০০ পদাতিক

ছিল। পদাতিকের অধিকাংশ এতদেশীয় সৈন্য। ৩০টা ব্যতীত আর কামান ছিল না। এদিকে গোবিন্দ রাও নামে এক ব্যক্তি শিবদাসের অনুমতানুসারে প্রায় ১২০০০ অশ্বরুঢ় উপস্থিত করিল, কিন্তু তিনি আতা খাঁর দ্বারায় তাঁহার সৈন্য সমেত অধঃক্ষিপ্ত হইল। পাণিপতের যুদ্ধে শিবদাস, ইব্রাহিম খাঁ এবং মহারাষ্ট্র রাজের পুত্র সেনানী হইয়াছিলেন। পাণিপতের মহা রণে মহারাষ্ট্রীয়েরা একেবারে পরাস্ত হইল। এই যুদ্ধে মহারাষ্ট্রদিগের প্রায় ২০০০০০ লোক মরে, তন্মধ্যে মহারাষ্ট্র রাজের পুত্র ও শিবদাস এবং প্রায় তাবৎ প্রধান ব্যক্তি হত হন। পাঠানদিগের অভ্যঙ্গ লোক মরে তন্মধ্যে আতা খাঁ প্রধান ছিলেন।

নবম অধ্যায়।

সাহ আলম দ্বিতীয়।

পৰ্ব্ব গী প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতির এতদেশে বাণিজ্যার্থ আগমন—‘ফোর্ট জর্জ’ নামক গড়—ক্রাইবের বাল্য চরিত্র—তিনি ভারতবর্ষে উপনীত হন—ডিউপ্লেক্স—ক্রাইব সৈন্য দলে ভুক্ত হইলেন—চন্দ্র সাহেব কর্ণাট হস্তগত করেন—ডিউপ্লেক্সের আধিপত্য—মহম্মদ আলি—চন্দ্র সাহেব তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন—ক্রাইব কর্তৃক আরকট অধিকার—চন্দ্র সাহেবের সৈন্য বৃদ্ধি—রাজা সাহেবের সেনানী পদ—রাজা সাহেব আরকট আক্রমণ করেন—ইংরাজ সৈন্যের খাদ্যাভাব—সিপাহীদিগের সদাচার—মহারাষ্ট্রীয়েরা ইংরাজদিগের সহকারী হয়—ইংরাজদিগেরসহিত মোসলমানদিগের যুদ্ধ—মোসলমানেরা পরাস্ত হয়—তিমিরির গড় অধীন ও রাজা সাহেবের পরাজয়—ডিউপ্লেক্সের স্মরণ স্তম্ভ বিস্মংস—লরেন্স ভারতবর্ষে আসিয়া পূর্বপদে প্রাপ্ত হইলেন—কবলিঙ্গ, চিকলিগট, অধিকার—ক্রাইবের বিবাহ ও ইংলণ্ডে গমন—তথায় পুরস্কার প্রাপ্তি—ভারতবর্ষে পুনঃ আগমন।

মহারাষ্ট্রীরা একেবারে ধনে, মানে, অধিকারে, ভ্রাস প্রাপ্ত হইল। আমদ আবদুল জয় লক্ক করিয়া ভারতবর্ষের সম্রাট হইয়া রহিলেন না, কেবল পঞ্চাল প্রভৃতি পশ্চিমস্থ দেশ আপন অধিকারে রাখিয়া স্বদেশে গমন করিলেন। আলি গোর, অথবা সাহ আলম দ্বিতীয় কেবল

নাম মাত্র দিল্লীশ্বর হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন । সাহ আলম, আলমগিরের পুত্র ছিলেন, তাঁহার সময়ে মঙ্গল রাজ্য একেবারে সম্পূর্ণ-রূপে ধ্বংস হয় এবং তিনি বক্রারে ইংরাজদিগের নিকট পরাজিত হইলেন । তাঁহার সময়ে পলাশীতে সেরাজউদ্দৌলার সর্বনাশ হয় এবং ইংরাজেরা ভারতবর্ষ লব্ধ করেন । আমরা তৎ বিবরণ পশ্চাৎ বলিতেছি ।

পূর্বকালে ইউরোপী ভাবৎ জাতির মধ্যে পর্তুগীরা নাবিক বিদ্যায় দক্ষ ছিল, পর্তুগেলের নুপতিগণ এ বিদ্যা উন্নতির জন্য যথেষ্ট ব্যয় করিতেন এবং নাবিকদিগকে পুরস্কার দিতেন । এই উৎসাহশীল রাজাদিগের মধ্যে ইমানুএল নামক এক জন মহাত্মা, তাসকো দি গামা নামক বিখ্যাত নাবিককে কেপ অফ গুড হোপ ও অন্যান্য স্থল আবিষ্কার করিতে পাঠাইয়া ছিলেন । তাসকো কেপ অফ গুড হোপ দিয়া আফ্রিকার পশ্চিমস্থ নানা স্থানে উঠিয়া হিন্দুস্থানের দক্ষিণে কালিকতে আসিয়াছিলেন । পরে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তদীয় অনুমতিক্রমে বাণিজ্য করিতে লাগিলেন । বাণিজ্যের দ্বারায় তাঁহাকে সৌভাগ্যবশু দেখিয়া অন্যান্য ব্যবসায়ীরা নগর-রক্ষক সহকারে ভূপালের কর্ণভারী করে । তাহাতে কালিকতাধিপতি তাঁহাকে দেশ হইতে বহিস্কৃত করিবার উপায় করিলে তিনি তাহা জ্ঞাত হইয়া জাহাজ আরোহণপূর্বক স্ব দেশে গমন করেন । তাসকো পুনর্বার ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং মালিবারের নিকট অনেক স্থান অধীন করিয়া কোচিনে রাজত্ব স্থাপন করিলেন । তদবধি পর্তুগীরা এতদ্দেশে বাণিজ্যার্থ আসিয়া গোয়া প্রভৃতি স্থান অধিকার করে । তদনন্তর ফরাসীস* ডিনামার ও ওলোন্দাজেরা এতদ্দেশে বাণিজ্যার্থ আসিয়া শ্রীরামপুর, চন্দ্রনগর, পন্দিচরী, ইত্যাদি স্থানের মধ্যে স্থান বিশেষে আপন আপন রাজপাট স্থাপন করিলেক । শেষে ইংরাজেরা

* বঙ্গ ভাষায় কতকগুলি জাতি নাম ও দেশ নাম এই রূপ প্রচলিত হইয়াছে । যথা;—

French ফরাসীস ; Danes ডিনামার ; Duch ওলোন্দাজ ; English ইংরাজ ; Portuguese পর্তুগী বা ফিরিজী ; London বিলাত ; Mauritius মরিশ ; Greek যবন (এই নাম এখন মোসলমান বুঝায়, এখন প্রকৃত তাৎপর্যের ব্যবহার নাই;) Egypt মিসর ; ইত্যাদি । ইংরাজেরা ভারতবর্ষকে India বলেন এবং গ্রীকেরা হিন্দু জাতিকে Gen-
too বলিত ।

হিন্দুস্থানে আসিয়া জিহ্মির প্রভৃতি সম্রাটের সনন্দ পাইয়া স্থানে স্থানে বাণিজ্যালয় স্থাপনারম্ভ করিলেন।

তখন কোম্পানী ব্যবসায়ী মাত্র ছিলেন। মাস্কাজের সেন্ট 'জর্জ' গড় তাঁহাদিগের অধিকার ছিল। এই সময়ে হিন্দুস্থানের ইংরাজ রাজ্য স্থাপক রবট ক্লাইব হিন্দুস্থানে আসেন। এই ব্যক্তি বাল্য কালে অতি দুর্বৃত্ত ছিলেন—বিদ্যাভাষে অভ্যস্ত বৈমুখ ছিলেন। পিতা মাতা উপদেশার্থে বিবিধ উপায় করিয়াছিলেন, তথাপি বালকের অসৎ প্রকৃতি বিমোচনে সমর্থ হন নাই। তাঁহারী নিশ্চয় জানিয়াছিলেন রবটের দ্বারা কোন উপকার হইবে না। অন্তএব তাঁহারী অতি হৃষ্ট চিত্তে ক্লাইবকে কোম্পানীর এক সামান্য কেরানীর পদে নিযুক্ত করিয়া ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দিলেন। ক্লাইব ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া মাত্র নানা দুঃখে মগ্ন হইলেন, ইংলণ্ড হইতে যে কিঞ্চিৎ টাকা আনিয়া ছিলেন সে সমুদয় ক্রমে ক্ষয় হইল, তাঁহার সামান্য বেতনে নিত্য ব্যয় সম্পন্ন করা দুষ্কর হইয়াছিল। সে বাহা হউক, এই সময়ে মরিসসের শাসনকর্ত্তা লাবোর ডোনিজ নামা এক জন ফরাসী, হিন্দুস্থানে আসিয়া বলপূর্ষক ইংরাজ অধিকার হস্তগত করিয়া ইংরাজদিগকে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দিলেন। ইতিমধ্যে জোজেফ ডিউপ্লেঙ্ক নামা পন্দিচরির শাসনকর্ত্তা এতদ্বিষয় শ্রবণ করিয়া ঈর্ষা বশতঃ শাসনকর্ত্তা ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট পদবিশিষ্ট ইংরাজদিগকে কয়েদ করিয়া অনির্ধরনীয় যন্ত্রণা দিলেন। ক্লাইব ত্রই সময়ে সৈন্য দলে ভুক্ত হইলেন এবং আত্ম ক্ষমতা, বুদ্ধি, কৌশল, প্রকাশ করিয়া ফরাসীদিগকে অনেক বার নিরস্ত করিলেন।

ইতিমধ্যে বিলাতীয় বার্তা দ্বারা গোচর করিল, যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স মধ্যে সন্ধি হইয়াছে, অন্তএব ইংরাজেরা ফরাসীস হস্ত হইতে মাস্কাজ পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। ক্লাইব সৈন্য পদ ত্যাগ করিয়া পূর্ষ পদে প্রবেশপূর্ষক বাণিজ্যীয় হিসাব লিখিতে প্রবর্ত্ত হইলেন। এই কালে অর্থাৎ ১১৫৫ সালে* দক্ষিণের সুবা নৈজাম আল মল্কের মৃত্যু হয় এবং তৎ পুত্র নাজির জং তদীয় পদ প্রাপ্ত হন। কর্ণাট নগর নাজিরের অধিকার ছিল, কিন্তু ইহা আনাবর্দ খাঁর দ্বারা শাসিত হইত। সুবার পদ ও কর্ণাট অধিকার করিতে অনেকেই ইচ্ছুক হইলেন, তন্মধ্যে মিজাফর জং এবং চন্দ সাহেব প্রধান ছিলেন।

মিরজাফর নাজিরের প্রতিবাদী হইয়া তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা করিলেন এবং চন্দ সাহেব কর্ণাটের শাসনকর্তার পদ প্রাপ্তীক্ষক হইলেন। এই ব্যক্তি ফরাসীদিগের সহিত যোগ করিয়া কর্ণাট আক্রমণ করিল।

অনন্তর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, আনেবর্দি খাঁর পতন হইল এবং জয়ীরা কর্ণাট প্রাপ্ত হইলেন। ইংতে ফরাসীদিগের সৌভাগ্যের ইয়ত্তা রহিল না। নাজির জংয়ের মৃত্যু হওয়াতে মিরজাফর জং দক্ষিণ রাজ্য অধিকার করিলে, তাঁহারা এবং ডিউপ্লেঙ্ক 'সর্বোচ্চ' হইলেন। পন্দিচরি আমোদময় হইল, সুসম্বাদ প্রচারার্থ তোপ হইতে লাগিল, ডিউপ্লেঙ্ক মোসলমানের বহুমুলা পোষাগ পরিয়া নৈজামের সহিত পালকী আরোহণে উপস্থিত হইলেন এবং অসীম ক্ষমতায় ভারতবর্ষের শাসনকর্তার পদ পাইলেন। দৈব্যবিপাকে মিরজাফর জংয়ের লোকান্তর প্রাপ্তি হইবায় ডিউপ্লেঙ্কের অধিক প্রভুত্ব বাড়িল। ডিউপ্লেঙ্ক তনোমন্ত হইয়া, যে স্থলে নাজির জং পরাস্ত হইয়াছিল, সেই স্থলে একটা সুদৃশ্য স্মরণ স্তম্ভ নির্মাণ করিয়া তৎ চতুর্পার্শ্বে চারি ভাষায় তাঁহার জয়ের বিবরণ অঙ্কিত করাইলেন এবং স্বর্ণ-নির্মিত তক্তিতে যুদ্ধ চিত্র খোদিত করাইয়া তন্মধ্যে প্রোথিত করাইলেন। পরে সর্বোচ্চ করণার্থ ডিউপ্লেঙ্কফতে-আবাদ নামে এক নগর স্থাপিত হইল। মিরজাফর পরলোক গত হইলে, ডিউপ্লেঙ্ক তদ্বংশীয় এক ব্যক্তিকে তাঁহার উত্তরাধিকারী করিলেন। এদিকে ইংরাজেরা মহম্মদ আলিকে কর্ণাটের নবাব পদে ভুক্ত করিতে বিশেষ আয়াসী ছিলেন। মহম্মদ আলির সুদৃঢ় ত্রিচূনপলি অধিকার ছিল, কিন্তু তাহা তৎকালে চন্দ সাহেবের দ্বারা আক্রান্ত হইল। এই আক্রমণ নিবারণ করা অতি কঠিন হইয়াছিল, কারণ মাল্দ্দাজে অধিক সৈন্য ছিল না এবং সৈন্যাধ্যক্ষের অভাব ছিল। মেং লরেন্স (ভারতবর্ষে যৎ জুল্য কেহই ক্ষমতাবান ছিলেন না) বিলাতে গমন করিয়াছিলেন। এই সময়ে এক সামান্য ব্যক্তির বাহু বলে ইংলণ্ডীয় ভারত রাজ্য উদ্ধার এবং ইংরাজ জাতির সৌভাগ্যোগ্রতি হয়। তখন ক্লাইবের বয়ঃক্রম চব্বিশ বর্ষ ছিল এবং তিনি 'কাপ্তেনের' পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি কহিলেন, ত্রিচূনপলি, রক্ষা করা অত্যাশঙ্ক্য হইয়াছে, না করিলে, আনেবর্দির বংশ লোপ হইবে, অপরাধ, ডিউপ্লেঙ্কের যে ক্ষমতা দেখিতেছি, তাহাতে বিলাতে কোন যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মাল্দ্দাজ রক্ষাকরা ভার হইবে। তাঁহার শ্রেষ্ঠের'

ইহার মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহার অধীনে দুই শত ইংরাজ এবং তিন শত সিপাহী সৈন্য নিযুক্ত করিলেন। ক্লাইব এই সামান্য সৈন্য দল সঙ্গে করিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। পথি মধ্যে শীলাবৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল, বজ্র, সোদামিনীর পশ্চাত্বর্তী হইল এবং পবন সবেগে বহিতে লাগিল। কিন্তু এতাদৃশ বিপদেও কঠিনান্তঃকরণ সৈন্যের সাহস জংশ হইল না, তিনি নিরুদ্বেগ চিন্তে, আরকটে উপস্থিত হইলেন, তাহাতে দুর্গস্থ সৈন্যেরা শংকুচিতে দুর্গ পরিভাগ পূর্বক পলায়ন করিলে ইংরাজেরা তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেক। ক্লাইব দুর্গ প্রবেশানন্তর যুদ্ধ সজ্জা এবং খাদ্য সামগ্রী আহরণ করিলেন। এ দিকে পলাতক বিপক্ষ সৈন্যেরা সাহসে নির্ভর করিয়া দল বৃদ্ধি পূর্বক নগর সন্নধি তাম্বু ফেলিয়া অবস্থিত হইল। ইতিমধ্যে রাত্রি কালে ক্লাইব নিজ সৈন্য সহিত তাহাদিগের তাম্বু মধ্যে প্রবেশ করিয়া কতক ব্যক্তিকে হনন ও কতককে দূরীকরণ করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। চন্দ সাহেব এই কালে ফরাসীদিগের সহকারে ত্রিচূনপলি আক্রমণ করিয়াছিলেন, তিনি এই দুর্ঘটনা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ আরকটে চারি সহস্র সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। এই সৈন্যেরা ক্লাইব কর্তৃক নিরাকৃত সৈন্যদিগের সহিত মিলিত হইল। তৎ ব্যতীত তেলোরের দুই সহস্র লোক এবং ডিউপ্পেক্কু প্রেরিত এক শত পঞ্চাশ ফরাসী সৈন্য দল বৃদ্ধি করিল। অতএব একুনে প্রায় দশ সহস্র সৈন্য হইল। চন্দ সাহেবের পুত্র রাজা সাহেব এই সৈন্যদিগের অধ্যক্ষ হইয়া আরকট আক্রমণ করিলেন। তখন ইংরাজদিগের কেবল ১২০ ইংরাজ সৈন্য ও দুই শত সিপাহী থাকে, বিশেষতঃ দুর্গ ভগ্ন হইয়া যায়। পার্শ্ববর্তী বৃহৎ প্রণালীর জল শুষ্ক হইয়াছিল এবং বেষ্টিত প্রাচীরসকল অপ্রশস্ত প্রযুক্ত তদুপরি কামান স্থাপন করা অসাধ্য হইল। একরূপ অবস্থায়ও ইংরাজেরা জয়ী হইয়াছিলেন, ক্লাইব প্রায় ডেড় মাস যথা শক্তিক্রমে যুদ্ধ করিলেন, পরন্তু অন্ত্যস্ত সৈন্য বশতঃ বিজয়ী হওয়া দুষ্কর হইল। সৈন্যদিগের খাদ্য সামগ্রী ক্রমে ক্রমে ত্রাস হইবাতে শত্রুদিগের সমধিক বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। একরূপ অবস্থাতে, একরূপ খাদ্যাভাবে, অন্য সৈন্য হইলে নিঃসন্দেহ ক্লাইবের বিপক্ষ হইত এবং তাঁহাকে বিপক্ষ হস্তে নিষ্ফেপানন্তর প্রস্থান করিত। পরন্তু ক্ষুদ্র দলের অধ্যক্ষ-পরায়ণতা সিজরের দশম সৈন্যদল বা নেপোলিয়নের পুরাতন রক্ষকদল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল।* এক্ষণে এক

* Macaulay's Critical and Historical Essays p. 500.

চমৎকার দয়াজ্ঞ চরিত্র দর্শন কর। সিপাহীরা' খাদ্যাভাবে অসন্তুষ্ট বা উৎকণ্ঠ না হইয়া ক্লাইবকে নিবেদন করিল, যে স্বদেশীয়ের অপেক্ষা বিজাতীয় ইংরাজদিগের অধিক আহারীয় প্রয়োজন, অতএব তাহাদিগকে অধিক চাল আহারার্থ অর্পণ করুন; আমানী আমাদিগের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। আহা কি কৃতজ্ঞতা! বাহারা বাল্যাবস্থা অবধি যুদ্ধ বিদ্যায় শিক্ষিত হইয়াছে, রণক্ষেত্রে সমর করিয়াছে, রুঢ় বাক্য প্রয়োগ ও রুঢ় কৰ্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছে, তাহারা যে এ প্রকার সচুপমা প্রকাশ করিবে এ অভি আশ্চর্য্য !

ইংরাজেরা কিয়ৎ দিবস ষথা সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করেন, ইতিমধ্যে মুরারি রাও নামে এক জন মহারাজ্যীয় ছয় সহস্র স্বজাতিবর্গ সহিত ইংরাজদিগকে সাহায্য করিল। রাজা সাহেব এতদ্বিষয় শুনিয়া যুদ্ধার্থ নানা উপায় করিলেন, কিন্তু কোন উপায় ফলবতী না দেখিয়া অবশেষে ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিতে ইচ্ছক হইয়া ক্লাইবকে মিষ্ট ভাষে এবং যুগ্ম পর্য্যন্ত দিয়া ক্ষান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ক্লাইব তাহা অগ্রাহ করিলে তিনি ভয় প্রদর্শনার্থ কহিলেন, যে ইংরাজেরা কুশল করিতে অসম্মত হইলে আমি বলপূর্ব্বক দুর্গ আক্রমণ করিয়া দুর্গস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে নিহত করিব। তাহাতে ক্লাইব গর্ভিত হইয়া বলিয়া পাঠাইলেন, যে তোমার পিতা অন্যায়পূর্ব্বক রাজ্যাধিকার করিয়াছিল, তোমার সৈন্যেরা ইতর জাতি ও কাপুরুষ, অতএব অগ্রে উক্তনরূপে বিবেচনা করিয়া ঐ কাপুরুষদিগকে আমাদিগের অধিকার আক্রমণ করিতে বলিও। রাজা সাহেব এই গর্ভিত উক্তি শুনিয়া কিল্লা আক্রমণ করিলেন। সংগ্রাম উপস্থিত হইল, মোসলমানের সৈন্য ভীক যুদ্ধ করিতে লাগিল, ভীষণ বৃহদাকার করাসমূহ অতি বেগে ইংরাজদিগের প্রতি খাবমান হইল, বোধ হইল; বন্ড জন্তু ফটক ভগ্ন করিবে। কিন্তু ইংরাজেরা গুলি নিক্ষেপ করিলে হস্তীসকল ভয়ে পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া মোসলমানদিগের সৈন্যদল ভঙ্গ করিয়া অনেক লোক হত্যা করিল।

অনন্তর মোসলমানেরা দুর্গোপরি উঠিবার উপক্রম করিলে ইংরাজেরা ক্রমশঃ গুলি নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। দীর্ঘকাল দীর্ঘরূপে যুদ্ধ হইলে, মোসলমানেরা পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিল। এই যুদ্ধে মোসলমানদিগের চারি শত মনুষ্য মৃত হয়। 'ইংরাজেরা জয়ী হইয়াছে' এই বাস্তা 'ফোর্ট জর্জের' লোকেরা শ্রুতি-গোচর করিয়া আনন্দ-রসে আপ্যায়িত হইলেন এবং ক্লাইবের প্রতি সান্ত্বনয় পরিতুষ্ট হইয়া তৎ সাহায্যার্থ সপ্ত শত সিপাহী ও দুই শত

ইংলণ্ডীয় সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ক্লাইব সৈন্য প্রাপ্ত হইয়া তিমিরির কেলা হস্তগত করিয়া রাজা সাহেবের সহিত রণে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা পরাস্ত হইলেন এবং তদীয় ছয় শত সৈন্য ক্লাইবের স্মরণাগত হইয়া তাঁহার অধীনে নিযুক্ত হইল। রাজা সাহেব পরাস্ত হইলেও তাঁহার গর্ভ খর্ব হয় নাই, তিনি পুনঃ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মাদ্রাজের 'ফোর্ট জর্জ' নিকটস্থ গ্রামসকল ধ্বংস করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি ক্লাইব হস্তে পুনঃ পরাজিত হইলেন। ক্লাইব রণজয়ী হইয়া ডিউ-প্লেঙ্কের স্মরণার্থ স্তম্ভ ভূগিস্তাৎ করিয়া ঐ ফরাসী সৈন্যধ্যক্ষের দর্প চূর্ণ করিলেন। মাদ্রাজস্থ ইংরাজেরা কিয়ৎ সৈন্য সহিত ক্লাইবকে ত্রিচূনপলিতে পাঠাইয়া দিতে অভিলাষ করিতে ছিলেন এমত সময়ে মেজর লরেন্স বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইলেন। তিনি প্রত্যাগত হইয়া পূর্ব পদ প্রাপ্ত হইলে বোধ হইয়াছিল ক্লাইব ঐদৃশ মহা কৰ্ম করিয়া এক ব্যক্তির অধীনে থাকিতে বাসনা করিবেন না। কিন্তু ক্লাইব তদীয় প্রতি লরেন্সের পূর্ব বদান্যতা, হিতাচরণ, স্মরণ করিয়া অতি সন্তোষে দ্বিতীয় পদ গ্রহণ করিয়া স্মচাকরূপে নিজ কৰ্ম সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। লরেন্স ক্লাইবের সততা দর্শনে তাঁহাকে অত্যন্ত বৃত্ত করিতেন। ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্রীয় হস্তে চন্দ সাহেবের পতন হয়। ক্লাইব ফরাসীস অধীনস্থ চিঞ্জলিপট ও কবিলঙ্গ এই দুর্গদ্বয় অধিকার করিতে মানস করিয়া সৈন্য-সামন্ত সংগ্রহ তত্রস্থে চলিলেন। এই সৈন্যেরা ঐদৃশ অলৌকিক বিক্রমী ও সাহসী ছিল, যে কবিলঙ্গের দুর্গ হইতে একটা গোলা নিক্ষেপে এক ব্যক্তির প্রাণ নষ্ট হইল এবং তাহা দেখিয়া অন্য সমস্ত ভয়ে পলায়ন করিল; তন্মধ্যে এক জন বীর কামানের শব্দ শুনিবাগাত্র কুপে পড়িয়া স্তব্ধ হইল! চমৎকার বলিতে হইবে! কারণ এমত সৈন্যকে রণ-বিশারদ ও সাহসী করিয়া ক্লাইব কবিলঙ্গ ও চিঞ্জলিপট এই দুর্গদ্বয় জয় করেন। ক্লাইব জয়ী হইয়া মাদ্রাজে প্রত্যাগত হইলেন এবং কিয়ৎ পরে মাসকেলিনী নাম্নী কামিনীকে বিবাহ করিয়া শারিরীক অসুস্থ হেতু ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। তথায় উদ্ভীর্ণ হইলে কি ভদ্র, কি ধনী, কি মামী, সকলেই তাঁহাকে অসাধারণ মান্য করিল এবং ভারতবর্ষীয় সমাজ তাঁহাকে এক জ্বরতময় অসী প্রদান করিলেন, কিন্তু তিনি অসামান্য সৌজন্য প্রকাশ পুরঃসর তাহা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইলেন, কহিলেন, লরেন্স সাহেবকে অন্য ঐরূপ এক খানি অসী না দিলে তিনি গ্রহণ করিবেন না। সময়ে সময়ে মানব প্রকৃতির কিরূপ পরিবর্তন হয় দর্শন কর!

ক্লাইব ইংলণ্ডে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিয়া ভারতবর্ষে পুনর্বার আসিতে ইচ্ছা করিলে “কোর্ট অফ ডিরেকটরেরা” তাঁহাকে শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করিলেন, এবং ইংলণ্ডেশ্বর লেফ্‌তেনেন্ট কর্নেলের পদ দিলেন। ১১৬২ সালে* ক্লাইব ভারতবর্ষে আসিলেন। তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া এড্‌মিরেল ওয়াটসনের সহিত অন্ধ্রিয়া নামক বোম্বেটীগাকে পরাজয় করিয়া ভদীয় দুর্গ অধিকার করেন।

দশম অধ্যায়।

আলিবর্দি খাঁর মৃত্যু এবং সেরাজ উদ্দৌলার নবাবী পদ—তঁহার চরিত্র—‘কোর্ট উইলিয়ম’ আক্রমণ—কারাগারে ইংরাজদিগের ভীষণ পীড়া—ক্লাইবের দ্বারা বঙ্গবঙ্গিয়া ও কোর্ট উইলিয়ম অধিকার এবং হুগলি আক্রমণ—সন্ধি—নবাবের চমৎকার ব্যবহার—সেরাজউদ্দৌলার নাসার্থ তঁহার কর্মচারীদিগের যুক্তি—উমার্টাদের সঙ্গে ইংরাজদিগের যোগ এবং ক্লাইবের চাতুরী—পলাশীতে সৈন্য সেরাজ উদ্দৌলার আগমন—ক্লাইবের যুদ্ধ সমাজ এবং নির্জনে যুদ্ধ স্থির করণ—পলাশীতে ইংরাজদিগের উত্তরয়—পলাশীর যুদ্ধ এবং নবাবের পরাজয়—সেরাজউদ্দৌলার পতন—মিরজাকরের নবাবী—উমার্টাদের নিগ্রহ এবং ক্ষমা—নবাবের ধন বিভাগ—‘সাহ আলমের পাটনা আক্রমণ এবং ইংরাজ দ্বারা দূরীকরণ—মিরজাকরের সঙ্গে ইংরাজদিগের বিবাদ এবং মিরজাকরের পদচ্যুতি—নবাব মির কাসিম—মিরজাকরের পুনঃ নবাবী—নৈজাম উদ্দৌলা—ইংরাজদিগের প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষে রাজত্ব এবং কোম্পানীর নাশ।

সম্প্রতি এক সময় উপস্থিত হইতেছে, যখন ক্লাইবের প্রকৃত বিক্রম প্রকাশ হইবে, যখন ভারতবর্ষ ইংরাজদিগের হস্তগত হইবে।

বঙ্গদেশে আলিবর্দি খাঁ নামে এক ব্যক্তি দিল্লীর মহারাজের নিয়োগানুসারে বঙ্গ দেশের ‘নবাব’ হইয়া উক্ত দেশ শাসন করিতেন। তিনি সান্তিশয় প্রভাপান্বিত ছিলেন। মহারাজ্ঞীয়েরা তঁহার রাজত্ব কালীন ‘বর্গ’ নামে বিখ্যাত হইয়া বিবিধ সোপক্রপ করিয়াছিল, কিন্তু তঁহার বর্তমানে বঙ্গদেশ অধিকার করিতে পারে নাই এবং কোন ইউরোপীয়েরা তঁহার

রাজ্য লইতে অগ্রসর হয় নাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ ১১৬৩* সালে তাঁহার মৃত্যু হইল এবং তাঁহার দৌহিত্র সেরাজউদ্দৌলা বঙ্গীয় নবাব হইলেন। সেরাজউদ্দৌলা বাল্যকালাবধি নিষ্ঠুর ছিলেন। বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাষে অভ্যস্ত বৈমুখ হইয়া কেবল কুকার্য্যামুষ্ঠানে তৎপর থাকিতেন, স্ত্রী জাতির প্রতি বলাৎকার করিতেন এবং সদা পরানিষ্টে রত থাকিতেন। সেরাজউদ্দৌলা জঘন্য পামদিগের সহিত হৃদ্যতা করিয়াছিলেন, তাহারা তাঁহাকে কেবল মন্দ উপদেশ দিত। সেরাজউদ্দৌলা বাল্যকালাবধি ইংরাজদিগের প্রতি বিদ্বেষী ছিলেন এবং তাঁহারদিগের অনিষ্ট করণের সূত্র পাইলেন। তৎকালে ইংরাজদিগের বাণিজ্য স্থান কলিকাতা নগরে নিরূপিত হইয়াছিল। ইংরাজেরা তথায় 'ফোর্ট উইলিয়ম' নামে দুর্গ নিৰ্ম্মাণ করিয়া ফরাসীসদিগের সহিত যুদ্ধ সম্ভাবনা হইবাতে তাহা দৃঢ়রূপে অভেদ্য করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার। পুৰ্বে সেরাজউদ্দৌলার অনুমতি প্রার্থনা করেন নাই। নবাব তাঁহারদিগের এই এক মহতী দোষ স্থির করিলেন। অপর দোষ এই যে সেরাজউদ্দৌলা রাজা রাজবল্লভের ধনসম্পত্তি হরণ করিতে চেষ্টিত হইলে তিনি এবং তাঁহার পুত্র কুম্বল্লভ ইংরাজদিগের স্মরণাগত হইয়াছিলেন। তৎকালে মেং ডেক ইংরাজদিগের শাসনকর্তা ছিলেন। সেরাজউদ্দৌলা পত্র দ্বারা তাঁহাকে দুর্গ বলবতী বা হুতন দুর্গ নিৰ্ম্মাণ করিতে বারণ করিলেন। তাহাতে ডেক অতি কঠিনরূপে প্রভুস্তর করিলেন, আমরা তোমার আজ্ঞাবহ হইব না। সেরাজউদ্দৌলা সাতিশয় কোপা-বিন্দু হইয়া প্রায় পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে কলিকাতা আক্রমণ করিলেন। ইংরাজেরা উপায়াভাবে সশঙ্ক হইয়া তাঁহার নিকটে সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। সেরাজউদ্দৌলা তাহা মনোযোগও না করিয়া চিতপুরে উপস্থিত হইলেন, তাহাতে ইংরাজ সৈন্য বারম্বার এতদ্রূপ সতেজে গোলা নিক্ষেপ করিল, যে নবাব সৈন্য পলাইতে লাগিল। সেরাজউদ্দৌলা ভদর্শনে পরাঙ্ঘ হইলেন না এবং দৃঢ়রূপে যুদ্ধারম্ভ করিয়া দুর্গের চতুর্দিকে অগ্নি প্রদান করিলেন। ইংরাজেরা অগ্নি তাপে কাতির হইয়া এবং বারুদ না পাইয়া দুর্গ পারিত্যাগপূর্ব্বক ছগ্নি নদীতে উত্তীর্ণ হইলেন এবং আন্তব্যস্তোত্তরণী আরোহণ পুরঃসর পলায়ন করিলেন। কিন্তু তথাপি অনেক সৈন্য দুর্গে রহিল।

নবাব দুর্গ অধিকার করিয়া কতক ব্যক্তির প্রাণ নাশ করিলেন এবং

কতককে এক জমায় স্বরূপ কারাগারে রাখিলেন। ঐ ঘরে কেবল কএক মাত্র বায়ু প্রবেশের পথ ছিল, বন্দীরা তাহার মধ্যে থাকিয়া নিশ্বাস প্রক্ষেপ করিতে বঞ্চিত হইল। পিপাসায় তাহাদিগের বক্ষস্থল বিদীর্ণ হইত, নিশ্বাস নিষ্কপ করণার্থ তাহারা বাতায়ন প্রাপ্ত হইবার জন্য পরস্পর কলহ করিতে লাগিল। তদ্বারা অসংখ্য ব্যক্তি পঞ্চস্থ পাইল। তৃষ্ণা নিবারণার্থ তাহারা রক্ষকদিগকে দ্বার মুক্তির নিমিত্ত অনেক মিনতি করিল, কিন্তু কিছুতেই তাহারা তাহা শুনিল না। একে গ্ৰীষ্মকাল, তাহাতে একুশ শমন-পুরি-দম অন্ধকার ক্ষুদ্র গৃহ, বিশেষতঃ পিপাসা নিবারণের অনুপায় এবং বায়ু হইতে বঞ্চিত এতদপেক্ষা নমুস্যের আর কি মনস্তাপ হইতে পারে? পর দিন দ্বার মুক্ত করিলে এক শত ছয়-চল্লিশ বন্দীর মধ্যে কেবল তেইশ ব্যক্তিকে জীবিত দেখা গেল। তাহাদিগকে দেখিয়া রাজ চূড়ামণির সদাস্তুঃকরণে করুণার সঞ্চার হইল না, তিনি তাহাদিগকে পুনশ্চ কারারুদ্ধ করিলেন, কেবল কতকগুলি নিস্তার পাইয়াছিল। সেরাজউদ্দৌলা ঈদৃশ অন্য্যাচরণ করিয়া 'ফোর্ট উইলিয়ম' কতকগুলি সৈন্য রাখিয়া ইংরাজদিগকে স্থায়ী আসিতে বা বাস করিতে তাহাদিগকে নিবারণ করিতে বলিলেন। অপর, ঐ স্থান স্বরণার্থ স্বরূপ আলি নগর বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল। সেরাজউদ্দৌলা 'ফোর্ট উইলিয়ম' দুর্গ লইয়া ইংরাজদিগের প্রতি যেরূপ অনিষ্ট করিয়াছেন সে তাবৎ সম্বাদ মাদ্রাজস্থ ইংরাজেরা শুনিয়া সাতিশয় রাগান্বিত হইলেন এবং প্রতিহিংসার্থ সৈন্য সামন্ত প্রস্তুত করিলেন। ক্লাইব অস্থ পদাতিক ইত্যাদি ভূম্য সৈন্যের অধ্যক্ষ হইলেন, ওয়ার্টসন্ সাহেবকে জাহাজীয় সৈন্যের অধ্যক্ষ করা গেল। এক সহস্র ইংরাজ সৈন্য এবং ১৫০০ সিপাহী যুদ্ধার্থ হুগলি নদীতে উপস্থিত হইল। সেরাজউদ্দৌলা আমোদ প্রমোদ করিতে ছিলেন, ইংরাজেরা যে তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিবে এ স্বপ্নের অগোচর, কারণ তাঁহার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল, যে ইউরোপ খণ্ডে দশ সহস্রের উর্দ্ধ লোক নাই। অতএব ইংরাজেরা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলে তিনি চমৎকৃত হইলেন। অনন্তর সৈন্য সমভিষাহারে কলিকাতায় আনিলেন। ক্লাইব স্বাভাবিক চতুরতার সতি বজবজিয়া হস্তগত করিয়া এবং 'ফোর্ট উইলিয়ম' পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া হুগলি আক্রমণ করিলেন। পরে সেরাজউদ্দৌলা ইংরাজদিগের পরাক্রম বিশেষরূপে অবগত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত সন্ধি করেন। এই সন্ধিতে ইংরাজদিগের যথেষ্ট লাভ হয়। সন্ধির কিয়ৎ

পরেই অন্ধ্র-চিহ্ন নবাব ফরাসীসদিগের সহিত যোগ করিয়া ইংরাজদিগকে বঙ্গদেশ হইতে নিরাকৃত করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। ক্লাইব ও ওয়াট্‌সন ইহা সংবাদ পাইয়া চন্দ্রনগর আক্রমণ দ্বারা অধীন করিয়া প্রায় পাঁচ শত ফরাসীসকে বন্দী করিলেন। নবাব ইংরাজদিগের এবম্পকার প্রতাপ দেখিয়া তাঁহাদিগের মনোরঞ্জনार्थ অনেক টাকা পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু স্বভাব একেবারে পরিবর্ত্ত হওয়া কঠিন, অতএব সেরাজউদ্দৌলা আবার এ দিকে ফরাসীস সেনানী বুস্‌বিকে কিয়ৎ জ্বরত পাঠাইয়া দিয়া বঙ্গদেশ ইংরাজ হস্ত হইতে রক্ষা করিতে কহিলেন। এক সময় ওয়াট্‌সন সাহেবকে যৎপরোনাস্তি তর্হসনা করিয়া, পরক্ষণে তাঁহার নিমিত্ত বিনীত ভায়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। যাহা হউক, অবশেষে তাঁহার রাজ্য নাশ ও মনস্তাপের সময় উপস্থিত হইল, কি আত্মীয়, কি অনাত্মীয়, তাঁহার দুসহ অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া শত্রু হইয়া উঠিল। কতকগুলি প্রধান কর্মচারী তাঁহার বিমাশ সাধন হেতু মন্ত্রণা করিল, তন্মধ্যে সৈন্যাধ্যক্ষ মিরজাফর, রাজবল্লভ এবং জগত সেঠ নামা এক জন মহা ধনাঢ্য বণিক প্রধান ছিলেন। এই ব্যক্তির ইংরাজদিগের সঙ্গে যোগ করিলেন। ইংরাজেরা সেরাজউদ্দৌলাকে পদচ্যুত করিয়া মিরজাফরকে নবাব করিবেন, এবং মিরজাফর কোম্পানী ও কোম্পানীর সৈন্য-সাগন্ত ও কর্মচারী প্রভৃতিকে যথেষ্ট পারিতোষিত দিতে স্বীকৃত হইলেন। ক্লাইব চাতুর্যা অবলম্বন করিয়া নবাবের প্রতি অত্যন্ত মথ্য ভাব ও প্রীতি প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে এক খানি লিপি লিখিলেন। নবাব সেই লিপি পাইয়া ইংরাজদিগকে পরম বন্ধু জ্ঞান করিলেন। ইংরাজেরা এ দিকে উমার্চাদ নামা* এক রাজ কর্মচারীর সহিত যোগ করিলেন। ইংরাজদিগের সহিত মিরজাফর প্রভৃতির যে যে মন্ত্রণা হইয়াছিল উমার্চাদ তাহা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন এবং তাহা গুপ্ত রাখিবার জন্য তিন কোটি টাকা চাহিলেন; ইচ্ছাতে যুক্তিকারীরা মহা বিপদে পড়িল। এত টাকা কোথায় পাইবে, না দিলেও নয়। কারণ তাহা হইলে উমার্চাদ নবাবকে গুপ্ত বিষয় জ্ঞাত করিবেক। ক্লাইব উমার্চাদের অপেক্ষা চাতুরী প্রকাশ পুরঃসর কহিলেন, যে উমার্চাদকে উক্ত মুদ্রা দেওনের আশা দেওয়া যাউক, পরে কার্য সিদ্ধি হইলে টাকা দূরে থাকুক বিলক্ষণ প্রতিফল দেওয়া যাইবে। ইহাতে সকলে সম্মত হইলেন, কিন্তু এক প্রতিবর্ধক

* উমার্চাদ এক জন কলিকাতার বণিক ছিলেন।—Stewart.

উপস্থিত হইল। উমাচাঁদ বলিলেন, যে মির জাকরের সহিত ইংরাজদিগের রাজ্য উদ্ধার সম্বন্ধে যে সন্ধি পত্র লিখিত হইবে সে সন্ধি পত্রে আমার প্রার্থিত মুদ্রার বিষয় লেখা থাকিবেক এবং আমি স্বচক্ষে তাহা দর্শন করিব। এই সময় ক্লাইবের ফন্দি অবলোকন কর। তিনি দুই খানি সন্ধি পত্র প্রস্তুত করিলেন, এক খানি সাদা, অন্য খানি লাল কাগজে লিখিত হইল। সাদা কাগজে সূক্ষ্ম মিরজাকরের সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি লিখিত হইল, তাহাতে উমাচাঁদের নাম মাত্র উল্লেখ হইল না, লাল কাগজে উমাচাঁদের প্রার্থিত মুদ্রা ও তদ্বিষয়ে ইংরাজদিগের সম্মতি লেখা গেল। তথাপি আর এক প্রতিবন্ধক রহিল। ওয়াটসন সাহেবের স্বাক্ষর না পাওয়াতে লাল সন্ধি পত্র উমাচাঁদের অবিশ্বাস হওনের সম্ভব হইলে ক্লাইব ওয়াটসনের কৃত্রিম স্বাক্ষর প্রস্তুত করিয়া সেরাজউদ্দৌলাকে উগ্র ভাষায় লিপি লিখিয়া ইংরাজদিগের প্রতি তাঁহার অত্যাচার প্রকাশ করিলেন। ১১৬৪ সালে* সেরাজউদ্দৌলা পনের সহস্র অশ্বারোহী চল্লিশ সহস্র পদাতিক এবং পঞ্চাশটি বৃহৎ কামান, সমভিব্যাহারে মহা সনারোহে যুদ্ধার্থ পলাশীর রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। ইংরাজদিগের ইংরাজ, ফিরঙ্গী, সিপাহী ও সেনার মনে ৩১৫০ মাত্র সৈন্য ছিল, ক্লাইব এত অল্প সৈন্য লইয়া সেরাজউদ্দৌলার অসংখ্য সৈন্য দেখিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রথমে মশক্ক হইলেন। বিশেষতঃ মিরজাকর তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবেন একরূপ নির্ধারিত ছিল, কিন্তু মিরজাকর তদনুরূপ না করিলে তাঁহাকে আরো উদ্ভিন্ন হইতে হইয়াছিল। ক্লাইব একরূপ অবস্থায় এক সভা আহ্বান করিয়া সত্যদিগকে যুদ্ধ বিষয়ক পরামর্শ জিজ্ঞাসিলেন, কিন্তু তাঁহারা অনেকেই যুদ্ধ অবিদেয় বলাতে তিনি তাঁহাদিগের মতের পোষকতা করিলেন। তাঁহারা মিতানুই ভারতবর্ষে রাজ্য স্থাপন করিবে অতএব সত্যদিগকে মতের বিপরিত হইয়া উঠিল। সভা ভঙ্গ হইবার মাত্র ক্লাইব এক নির্জন বৃক্ষাকীর্ণ স্থানে গিয়া উক্ত বিষয়ের আন্দোলন করিয়া যুদ্ধ করিতে মিতানুই স্থির করিলেন। পর দিবস সূর্যাস্ত হইলে ক্লাইব সৈন্য সমভিব্যাহারে রাত্রি এক ঘটিকার সময়ে পলাশীতে উদ্ভীর্ণ হইয়া এক আত্ম বিপুলে ছাউনি করিয়া রহিলেন। পশ্চাৎ দিন

* খ্রী ১৭৫৭।

† ১৮০০০ অশ্বারোহী, ৫০০০০ পদাতিক ৫০ কামান এবং ৪০ জন ফরাসী।

প্রত্যুষে উভয় দলে রণ সঙ্ঘা করিল। প্রথমে কামানের যুদ্ধ হইল, কিন্তু সেই সময়ে বৃষ্টিপাত হইতে নবাবের বারুদ ভিজিয়া গিয়া অকর্মণ্য হইল, ইংরাজদিগের তাহা কিঞ্চিৎ প্রতিবন্ধক হয় নাই, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে গোলা পরিচালন করিতে লাগিলেন। নবাবের পক্ষে মিরমদন ও মোহনলাল সেনাপতি ছিল। মিরমদন প্রাণপনে যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু কামানের এক গোলা আসিয়া তাঁহাকে ধরাশায়ী করিল। মিরমদনের পতনে নবাব সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া মিরজাফরকে সম্মুখানে আনাইলেন। মিরজাফর যদিও ইংরাজ পক্ষীয় তথাপি এ যুদ্ধে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে পারেন নাই, ইহার কারণ এই, নবাব তাঁহার বুদ্ধি বল ভাল জানিতেন, অতএব একদা তাঁহার ভবনে যাইয়া তাঁহার সহিত প্রণয় করেন এবং যাহাতে তিনি ইংরাজদিগের পক্ষে না হন, এই নিবারণ জন্য তাঁহাকে কোরাণ স্পর্শে সপথ করান।

এই দুঃসময়ে মিরজাফর সেরাজউদ্দৌলার সম্মুখীন হইলে নবাব মস্তক হইতে কিরীট লইয়া তাঁহাব পদতলে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, “আপন প্রভু মদীয় আচরণ জন্য আমি যথার্থ সন্তোষিত হই এবং আপনার ভগ্নীপতি এবং আমার নাতানহ গত আলিবর্দি খাঁর নাম গ্রহণপূর্ব্বক মিনতি করি, গত বিষয়ের জন্য মার্জনা করুন; আমি আপনাকে তাঁহার প্রতিনিধির স্বরূপ মানি এবং তাঁহার সস্ত্রম স্মরণার্থ; তথা ভবিষ্যৎকাল (মহম্মদ) উত্তরাধিকারী হইয়া আপনাকে বিনয় করি, আনন্দের জীবন ও সস্ত্রম রক্ষা করুন।” মিরজাফর তাহাতে অঙ্গীকৃত হইলেন এবং কহিলেন, অদ্য দীর্ঘকাল যুদ্ধ হইয়াছে, অদ্য যুদ্ধ ক্লান্ত থাক, আমি আপনার হইয়া কল্য যুদ্ধ করিব, এক্ষণে সৈন্যদিগকে ক্ষান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিতে আজ্ঞা করুন।* নবাব তদনুযায়ী সৈন্যদিগকে ফিরিয়া আসিতে অনুমতি পাঠাইলেন। নবাবের দাওয়ান রাজা মোহনলাল এতক্ষণ সেনানী হইয়া যৌর যুদ্ধ করিতেছিলেন, তিনি সেরাজউদ্দৌলার এই অনুমতি অল্পমতি শুনিয়া বিরক্ত হইয়া প্রত্যাগমন করিতে নত্নতারূপে অসম্মত হইলেন, কিন্তু সেরাজউদ্দৌলা পুনর্বার অনুমতি করিলে, তিনি শিবিরে অনিচ্ছায় প্রত্যাগত হইলেন। রাজা মোহনলাল ইতিপূর্বে কহিয়াছিলেন, আমি শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সৈন্যদলে মহা গোলযোগ হইবে, সৈন্যেরা ভয়ে পলায়ন করিবে, তাহা যথার্থ হইল।

সৈন্যেরা ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল।* এখন চাতুরীর এক প্রধান দৃষ্টান্ত দেখ, বলে যাহা না করে চাতুরী তাহার শত গুণ কল্পিতে পারে। মিরজাফরের চাতুরীতে ইংরাজদিগের ভারত রাজ্য সকলে স্বরণ করিবেন। ইংরাজদিগের রাজ্য “প্রকৃত বলে ও চাতুরী বলে” তাহা সত্য, কিন্তু সেই চাতুরী যুদ্ধ কালীন যুধিষ্ঠির ও আত্ম কৰ্ম সাধন কালীন রামচন্দ্র, ব্যবহার করিয়াছিলেন ইহাও সত্য। সে যে রূপ হটুক, নবাবের সৈন্য পলায়ন করিলে ইংরাজেরা সুযোগ পাইয়া পঞ্চাৎ ধারমান হইলেন এবং বিস্তর লোক হত্যা করিয়া সৈন্যদিগের অস্ত্র, শস্ত্র, তাম্বু, প্রভৃতি গ্রহণ করিলেন। এই যুদ্ধে নবাবের পঞ্চ শত লোক হত হয়, ইংরাজ পক্ষীয় বাইশ ব্যক্তি হত ও পঞ্চাশ ব্যক্তি আঘাতিত হইয়াছিল। এবম্পুকারে বিখ্যাত পলাশীর যুদ্ধ নিষ্পন্ন হয়।

সেরাজউদ্দৌলা পরাস্ত হওয়া পাটনাতে পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষার উপায় করিতে লাগিলেন, কিন্তু এমত সময়ে এক ফকীর তাঁহার মরণ সাধন করিল। সেরাজউদ্দৌলা ঐ ফকীরের প্রতি কোন অহিতাচরণ করিয়াছিলেন, অতএব তিনি ঐদৃশ দুঃবস্থায় তাহার কুটীরে আশ্রয় প্রার্থনা করিলে ফকীর তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া তাঁহাকে শত্রু হস্তে নিক্ষেপ করিল। সেরাজউদ্দৌলা মিরজাফরের পুত্র মিরণের নিদেশে হত হন।

মিরজাফর এখন নবাব হইলেন এবং উমার্টাদ ইংরাজদিগের নিকট প্রতিশ্রুত টাকা লইতে আসিলেন। তাহাতে ইংরাজেরা কৃত্রিম লাল সন্ধি পত্র দেখাইলে তিনি হতজ্ঞান হইলেন, কিন্তু ক্লাইব তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। ক্লাইব এখন মর্ষেখর হইলেন। সেরাজউদ্দৌলার মৃত্যু হইলে কোম্পানী ও নবাবের কর্মচারারা তদীয় কোষাগার স্ব স্ব আগারে প্রবেশ কাইল, তন্মধ্যে ক্লাইব বিংশতি লক্ষ মুদ্রা পাঠিয়াছিলেন।† এই ধনে অনেকেই ঐশ্বৰ্য্যশালা হইয়াছিল, বঙ্গদেশে অদ্যাবধি তাহাদিগের বংশাবলি সেই ধন ভোগ করিতেছে। এই কালে

* একপ জনবাদ আছে, যে মোহনলাল সৈন্যের মদু পতি ও মিরজাফরের চাতুরী দেখিয়া নবাবকে সাবধান হইতে কহেন এবং কতকগুলি সৈন্য লইয়া ভীকু যুদ্ধ করেন। মিরজাফর এক জনকে নবাবের দূত করিয়া তাঁহাকে ক্ষান্ত হইতে কহেন, মোহনলাল মিরজাফরের উপস্থিত চাতুরী জানিতে পারিয়া, নাস্তি হইলে, মিরজাফর এক ব্যক্তিকে যুদ্ধ বেশ ধারণ করান। সে মোহনলালের সৈন্য মধ্যে প্রবেশিয়া তাঁহাকে হত্যা করে।

সাহ আলম দ্বিতীয় মিরজাফরের অধিকার, অধিকার করিতে প্রস্তুত হইলেন। মিরজাফর তাহা কর্ণগোচর করিয়া মুজা সহকারে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলে, ক্লাইব্ তাঁহাকে তদ্বিষয় হইতে নিবারণ করেন এবং তাঁহাকে যথা শক্ত্যানুসারে সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন। পরে সাহ আলম পাটনা আক্রমণ করিলে ইংরাজেরা যুদ্ধার্থ গমন করিলেন। ইংরাজদিগকে অগ্রবর্তী দেখিয়া সম্রাটের প্রায় চল্লিশ হাজার সৈন্য রণে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল এবং সাহ আলম দিল্লীতে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর মিরজাফরের কুগ্রহ ঘটিবাম্বে তিনি ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ইংরাজদিগের অসীম পরাক্রম দৃষ্টে শঙ্কান্বিত হইয়া অহুমান করিলেন, যে তাহারা অনায়াসে রাজ্য লইতে পারে অতএব তাহা নিবারণার্থ ওলোন্দাজদিগের আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। ওলোন্দাজেরা* সাত খানি পোত লইয়া ছগলি নদীতে উত্তীর্ণ হইল। ইংরাজেরা অত্যল্প সৈন্য সহিত বিপক্ষ দল পরাস্ত করিলেন। ইংরাজেরা জয়ী হইয়া কিয়ৎপরে মিরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার ভ্রাতা মির কসিমকে নবাব করিলেন। মির কসিম অধিক কাল নবাবী পদ ভোগ করেন নাই, মিরজাফর পুনঃ পূর্ব পদ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তী বিলম্বে তাঁহার মৃত্যু হইলে ইংরাজেরা নৈজামউদ্দৌলা নামে তাঁহার এক পুত্রকে নবাব করেন। এই ব্যক্তি কেবল নাম মাত্র নবাব ছিলেন, প্রকৃত ক্ষমতা ইংরাজদিগের হস্তে ছিল; ইংরাজেরা ক্রমে ক্রমে নবাবের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া হিন্দুস্থান অধিকার করিয়া শাসন করিতে লাগিলেন এবং দিল্লীশ্বর ও নবাবের প্রতি বৃষ্টি নিযুক্ত করিলেন। তদবধি তাঁহারা সিকু, পঞ্চাল, অযোধ্যা, নাগপুর, দিল্লী, প্রভৃতি ভুক্ত করিয়া প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষের অধীশ্বর হইয়াছেন। এখন কোম্পানীর পরিবর্তে মহারানী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের রাজ্যেশ্বরী হইয়াছেন। কোম্পানীর উচ্চ লোভে রাজ্যে জগদ্বিখ্যাত সিপাহী বিদ্রোহ হইলে ১২৬৫ সাল, ১৭ কার্তিকে† ভারতবর্ষে মহারানীর ঘোষণা পত্র প্রচার হয় এবং কোম্পানীর অধিকার নাশ হয়।

* ওলোন্দাজেরা তৎকালে চুঁচুড়া অধিকার করিয়া তথায় বাস করিত।

† ১১৩৮ সাল, খ্রী ১৭৬১।

‡ খ্রী ১৮৫৮, ১লা নবেম্বর।

